NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

৩ এসএসসি'র একাদশ-দ্বাদশের ফল নিয়ে একাধিক বিতর্ক

এসটিএফের তৎপরতায় গাড়ি থেকে উদ্ধার ৫ কোটি টাকা, ধৃত ২ ৩

কলকাতা ১৮ নভেম্বর ২০২৫ ২ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ১৫৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.11.2025, Vol.19, Issue No. 157, 8 Pages, Price 3.00

এসএসসি শূন্যপদ বাড়ানোর সম্ভাবনায় উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: শূন্যপদ বাড়ছে এসএসসি-র। নবান্ন সূত্রে খবর, এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তবে হঠাৎ কেন এই সিদ্ধান্ত তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। কারণ, পরীক্ষা মিটেছে অনেকদিন। পরীক্ষার পর ইন্টারভিউ তালিকাও প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। এরপরেও নতুন করে শূন্যপদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের কেন তা নিয়ে খ ব স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে প্রশ্ন।

এদিকে শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খ বর, চাকরিহারাদের কথাই ভাবাচ্ছে শিক্ষা দপ্তরকে। তাঁদের বাড়তি অগ্রাধিকার দিতেই পদ বৃদ্ধির এই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কমিশন। তবে এই প্রসঙ্গ এখনও রয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে, চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

এই প্রসঙ্গে সোমবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, 'আমার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর শূন্যপদ বাড়ানো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সরকারি ভাবে যেহেতু এতে সিলমোহর পড়েনি বা আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। তাই সর্বসমক্ষে আমি এই প্রসঙ্গে কোনও আলোচনা করতে পারি না। পাশাপাশি, সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। এখনও নবম-দশম শ্রেণির নিয়োগ বাকি রয়েছে। ফলাফল বেরলে দেখতে হবে কতজন যোগ্য চাকরিপ্রার্থী বাদ গেলেন, যদি কেউ বাদ যান, তাঁদের প্রতি সরকার সহানুভূতিশীল।'

এদিকে শনিবার প্রকাশিত হয় এসএসসির একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগ প্যানেলের ইন্টারভিউ তালিকা।

তাতে জায়গা করে নিয়েছেন ২০ হাজারের অধিক চাকরিপ্রার্থী। কিন্তু এই নতুন তালিকা ঘিরে অভিযোগ কম নয়। কেউ অভিযোগ তুলেছেন, দাগি প্রার্থীকে জায়গা করে দেওয়ার। কেউ আবার অভিযোগ তুলেছেন, ৬০-এ ৬০ পেয়েও নাম উঠল না ইন্টারভিউ তালিকায়। সুতরাং, এসএসসির পিছু ছাড়ছে না বিতর্ক। এরপর কাট অফ মার্কস-কে ইস্যু করে সোমবার বেলার দিকে পথে নামতে দেখা যায় নবাগত চাকরিপ্রার্থীদের।

মুজিব-কন্যার মৃত্যুদণ্ড

সাজা শুনতেই তপ্ত বাংলাদেশ

ঢাকা, ১৭ নভেম্বর: সোমবার বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে সেদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। তারপরই কার্যত অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে। রায় ঘোষণার পরই ঢাকা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরপর ককটেল বিস্ফোরণ হয়। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বাসে। তবে ঘটনায় এখ নও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। হিংসা থামাতে ইতিমধ্যেই দেখলেই গুলি চালানোর নির্দেশ জারি করেছে প্রশাসন।

প্রসঙ্গত, সোমবার হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে ঢাকার আদালত। এই রায় ছিল মোট ৪৫৩ পাতার। রায়ের মোট ছ'টি অংশ ছিল। ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার রায়ের শেষ অংশ পড়ে শোনান। যদিও সেই রায় মানতে নারাজ আওয়ামি লিগ। এর প্রতিবারে আজ দেশজোড়া বন্‌ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ আওয়ামি লিগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবীর নানক বলেছেন, 'এই আদালত অবৈধ। বাংলাদেশের জনগণ এই রায় প্রত্যাখ্যান করছে। বুধবার সারা বাংলাদেশে সকাল-সন্ধ্যা শাটডাউন হবে। যতক্ষণ না অবৈধ ইউনূস সরকার পদত্যাগ করবে, আমাদের সংগ্রাম তীব্র হবে।'

রায় ঘোষণার আগে রবিবার রাত থেকেই উত্তপ্ত হতে শুরু করেছিল ঢাকা। ঢাকার তিতুমীর কলেজের মূল ফটকের সামনে এবং আমতলি মোড় এলাকায় বিস্ফোরণ হয়। একাধিক বাস এবং গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। এরপর সোমবার রায় ঘোষণার পর আরও খারাপ হয় পরিস্থিতি। এদিন দুপুরে ধানমণ্ডিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে একদল জনতা। বাড়ি ভাঙতে দু'টি বুলডোজারও নিয়ে যান তাঁরা। খবর পেয়ে মুহূর্তে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ ও সেনা। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে শুরু হয় লাঠিচার্জ। ছোড়া হয় সাউন্ড গ্রেনেড। কিন্তু তাতেও পিছু হটেনি জনতা। শুরুতে দূরে সরে গেলেও বেলা ২টোর পর থেকে দু'টি দলে ভাগ হয়ে ফের ওই চত্বরে ভিড় জমাতে শুরু করেন তাঁরা। একদল যুবককে বুলডোজারের উপরে উঠে আওয়ামি লিগ-বিরোধী নানা স্লোগান দিতে দেখা যায়। সেনা-পুলিশকে লক্ষ্য করে পাল্টা ইট-পাথরও ছুড়তে শুরু করে দেন অনেকে।

জুলাই অভ্যুত্থানে দেশছাড়া হওয়ার পর থেকে মহম্মদ ইউনূসের বাংলাদেশে অসংখ্য মামলা হয়েছে হাসিনার বিরুদ্ধে। গুরুতর মামলাগুলির মধ্যে রয়েছে জুলাই বিপ্লবী ছাত্রদের উপর গুলি চালানো তথা মানবতাবিরোধী অপরাধ, আয়নাঘর সংক্রান্ত অভিযোগ ইত্যাদি।

এদিন বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার, বিচারপতি মহম্মদ শফিউল আলম মাহমুদ এবং বিচারক মহম্মদ মোহিতুল হক এনাম চৌধুরীর ট্রাইব্যুনাল বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করে। এরপরই সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় হাসিনাকে। যদিও আওয়ামি লিগ আগেই জানিয়েছে, জামাত প্রভাবিত 'ক্যাঙারু আদলতে' বিচারের নামে প্রহসন চলছে। যেখ ানে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেই, তা কখনই ন্যায় বিচার হতে পারে না।

গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

■ দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে এ বার গ্রেপ্তার হলেন জসির বিলাল ওয়ানি ওরফে দানিশ। সোমবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। তাদের দাবি, অনন্তনাগের বাসিন্দা দানিশ দিল্লি বিস্ফোরণের নেপথ্যে অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন! শুধু তা-ই নয়, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বিস্ফোরণকাণ্ডের অভিযুক্ত চিকিৎসক উমর-উন-নবির। তাঁর সঙ্গে মিলেই সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা করেছিলেন দানিশ!

আদালতের রায় বের হওয়ার পর হাসিনা বিরোধীদের উল্লাস।

কারচুপির আদালতের রায়, প্রতিবাদে বন্‌ধ ডাকল লিগ

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর: আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়েছে শেখ হাসিনাকে। সাজা শুনে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন দেশান্তরী হাসিনা। সব অভিযোগ অস্বীকার করে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এই রায় 'পক্ষপাতদুষ্ট'। এ হেন রায়ের প্রতিবাদে আজ দেশজোড়া বন্ধের ডাক দিয়েছে আওয়ামি লিগও।

কিন্তু তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, কারচুপির আদালত এই রায় দিয়েছে। জনমত না থাকা এক সরকারের নেতৃত্বে এই ট্রাইবুনাল কাজ করেছে। তাই এই ট্রাইবুনালের কোনও এক্তিয়ারই নেই। মৃত্যুদণ্ডের সাজা প্রসঙ্গে হাসিনা বলেন, মহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের 'খুনি' মানসিকতার প্রমাণ এই ফাঁসির সাজা।

সোমবার তিনটি অপরাধে হাসিনাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে ট্রাইবুনাল। ফাঁসির সাজা দেওয়ার পরেই দীর্ঘ বিবৃতি জারি করেছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'জনমত ছাড়াই গঠিত হওয়া সরকার এই ট্রাইবুনাল গঠন করেছে। তাই এই আদালতের কোনও বৈধতা নেই। যেভাবে ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়েছে, সেটা আসলে ইউনূস সরকারের মৌলবাদীদের খুনে মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। আসলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল আওয়ামি লিগকে বলির পাঁঠা করে বাংলাদেশের বর্তমান সমস্যাগুলো থেকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়া। এই রায় পক্ষপাতমূলক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।'

বাংলাদেশের বর্তমান অরাজকতার পরিস্থিতি উল্লেখ করে বিবৃতিতে হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশে প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। অপরাধে ভরেছে গোটা দেশ। আওয়ামি লিগের বিরুদ্ধে অন্যায় করেও দোষীরা পার পেয়ে যাচ্ছে। হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন চলছে, নারীদের অধিকার খর্ব হচ্ছে, গ্রেপ্তার হচ্ছেন সাংবাদিকরা। প্রশাসনের মধ্যে মৌলবাদীরা ঢুকে পড়ে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ ক্ষুণ্ণ করছে। নির্বাচন পিছিয়ে দিয়ে বাংলাদেশের প্রাচীনতম দলকে ভোটপ্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে।'

তবে হাসিনা আশাবাদী, বর্তমানে ইউনূসের শাসনাধীন বাংলাদেশের মানুষকে এইভাবে বোকা বানানো যাবে না। একজনও বাংলাদেশি কোনওদিন ইউনূসের পক্ষে ভোট দেননি। ফাঁসির সাজা ঘোষণায় তাঁরা দেখতে পাবেন, ছাত্র আন্দোলনে মৃতদের সুবিচার দেওয়াটা এই ট্রাইবুনালের উদ্দেশ্য ছিলই না। বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল আওয়ামি লিগকে বলির পাঁঠা বানানো। নির্ভীক হাসিনার বার্তা, আগামী বছরের বাংলাদেশের নির্বাচন যেন স্বচ্ছভাবে হয়।

হাসিনাকে চায় ঢাকা, বিবৃতি জারি ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর: ফাঁসির সাজা ঘোষণার পরেই ভারত সরকারের কাছে শেখ হাসিনাদের ফেরত চেয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সে দেশের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে রীতিমতো বিবৃতি জারি করে ভারত সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হওয়া প্রত্যপর্ণ চুক্তির কথাও নয়াদিল্লিকে মনে করিয়ে দিয়েছে ঢাকা। মহম্মদ ইউনূস প্রশাসনের বিবৃতির পর পরই প্রতিক্রিয়া দিল ভারত সরকার। তারা জানায়, হাসিনাদের বিরুদ্ধে রায় সম্পর্কে অবগত।

বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে স্পষ্ট করে জানানো হয়, মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত এই ব্যক্তিদের (হাসিনা ও আসাদুজ্জামান) দ্বিতীয় কোনও দেশ আশ্রয় দেয়, তবে তা 'অত্যন্ত অবন্ধুসুলভ আচরণ' হবে, যা ন্যায়বিচারের প্রতি অবজ্ঞার শামিল। ভারতের কাছে তাদের আবেদন, অবিলম্বে যেন হাসিনাদের বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়। পাশাপাশি, বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে ভারত সরকারকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় প্রত্যপর্ণ চুক্তির কথা। বলা হয়, 'দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান প্রত্যপর্ণ চুক্তি অনুসারে' এটি ভারতের অবশ্যই পালন করা দায়িত্ব।

মানবতাবিরোধী অপরাধে সোমবার হাসিনা এবং বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকে মৃত্যুদণ্ড দেয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল। তবে তাঁরা কেউই বাংলাদেশে নেই। রয়েছেন ভারতে। তাই যদি তাঁদেরকে বিচারের আওতায় আনতে হয়, তবে বাংলাদেশে প্রত্যপর্ণ প্রয়োজন। তাই সাজা-ঘোষণার পর পরই সেই আবেদন করা হয় ভারত সরকারের কাছে।

বাংলাদেশ আদালতে রায় ঘোষণার পর ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে, 'বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যে রায় দেওয়া হয়েছে তা ভারতের নজরে রয়েছে। ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসেবে, বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত। নয়াদিল্লি চায় বাংলাদেশে শান্তি, গণতন্ত্র, এবং স্থিতিশীলতা বজায় থাকুক। সেই লক্ষ্যে নয়াদিল্লি সব পক্ষের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে যোগাযোগ রাখবে।' ভারতের এই বয়ানের প্রেক্ষিতে কূটনৈতিক মহলের দাবি, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে ভারতের এই বিবৃতি নিশ্চিতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তখন কেন্দ্রে মনমোহন সিংহের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার। অন্য দিকে, ঢাকার মসনদে ছিলেন হাসিনা। সেই চুক্তিতে বলা হয়েছিল, আদালতের রায়ে প্রত্যর্পণ করানোর মতো অপরাধ করে থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এক দেশ অপর দেশের হাতে তুলে দেবে। এই বিষয়ে সবিস্তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছিল, ন্যূনতম এক বছরের জেল হতে পারে, এমন অপরাধ করে থাকলে সেই ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করা হবে। ২০১৬ সালে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করতে চুক্তি সংশোধন করা হয়। সংশোধিত চুক্তিতে বলা হয়, কারও নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকলেই তাঁকে প্রত্যর্পণ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে অপরাধের প্রমাণস্বরূপ কোনও তথ্যপ্রমাণ দাখিল করতে হবে না।

কল্যাণের অস্ত্র-অভিযোগে চিরুনি তল্লাশি রাজভবনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজভবনের সংঘাত এবার চরমে। সংঘাত এমন মাত্রায় পৌঁছয় যে সোমবার রাজভবনের তরফ থেকে ডাকা হয় বম্ব স্কোয়াডকে। শুধু বম্ব স্কোয়াড একা নয়, এরপর দুপুরে সিআরপিএফ এবং কলকাতা পুলিশকেও ডেকে পাঠানো হয়েছে। যাতে তারা যৌথ উদ্যোগে রাজভবনের ভিতরে আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমা খুঁজতে পারে। সম্প্রতি, তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন রাজভবনের অন্দরে নাকি বোমা-বন্দুক মজুত রয়েছে। এরপরই এমন পদক্ষেপ করতে দেখা যায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে।

প্রসঙ্গত, শনিবার চুঁচুড়ায় 'তৃণমূলের লিগ্যাল সেলের' একটি সভায় উপস্থিত হন তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভা থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কল্যাণ রাজ্যপালের 'ব্যালটে ভোট'

দেওয়ার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মন্তব্য করে বলেন, 'রাজ্যপালকে আগে বলুন যেন উনি বিজেপির ক্রিমিনালদের রাজভবনে ঠাঁই দেওয়া বন্ধ করেন। রাজভবনে বসে ক্রিমিনালদের ডাকছেন। সবার হাতে একটা বন্দুক দিচ্ছেন, বোমা দিচ্ছেন। দিয়ে বলছেন, তৃণমূলকে মেরে এসো। আগে এগুলো বন্ধ করতে হবে।' শনিবারের কল্যাণের এই বক্তব্যের পর রাজভবনের তরফে তাঁর মন্তব্যকে অবমাননাকর বলা হয়। তারপরও থামেননি কল্যাণ। তিনি বলেছিলেন, 'বাংলায় ব্যালটে ভোট হওয়া উচিত, বুলেটে নয়।'

এরপরই রাজভবনের তরফে বিবৃতি জারি করে বলা হয়, রবিবার ভোর ৫টা থেকে ১০০ জনের মধ্যে সীমিত সংখ্যক সাংসদ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের এবং সাংবাদিকদের জন্য রাজভবন খুলে দেওয়া হবে। তাঁরা সরেজমিনে এসে দেখতে পারবেন, আদৌ কোনও অস্ত্র বা গোলাবারুদ রাখা রয়েছে কি না। আর তারপর যদি কল্যাণের দাবি ভুয়ো প্রমাণিত হয়, তখন তাঁকে বাংলার মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এদিকে উত্তরবঙ্গ থেকে সোমবার রাজভবনে ফিরেই রাজভবনের অন্দর ও প্রাঙ্গণ তল্লাশির সিদ্ধান্ত নেন রাজ্যপাল বোস। এরপরই এদিন দেখা যায় বোমা খুঁজতে ডেকে পাঠানো হয়েছে বম্ব স্কোয়াডকে। আসে সিআরপিএফ-ও। রাজ্যপালের নির্দেশে বম্ব স্কোয়াড, পুলিশ, কুকুর নিয়ে চলে তল্লাশি। ওই তল্লাশির পরই তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

তল্লাশি শেষে রাজ্যপাল বলেন, রাজভবনে কোনও সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া যায়নি। এরপর সিভি আনন্দ বোস বলেন, 'রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কিছু বলা, অভিযোগ তোলার প্রবণতা রয়েছে বাংলায়। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে কিছু বললে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে মনে করা হয়। কিন্তু, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ভুয়ো অভিযোগ করলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।'

মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার পথে বাস দুর্ঘটনার বলি ৪২ ভারতীয়

রিয়াধ, ১৭ নভেম্বর: মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সৌদি আরবে। মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার পথে যাত্রীবাহী বাস ও ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষে মৃত্যু হল অন্তত ৪২ জন ভারতীয় উমরাহ যাত্রীর। রবিবার গভীররাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে সৌদি আরবের মুফরিহাটে। মৃত ৪২ জন হায়দরাবাদের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি আহত হয়েছেন আরও বহু তীর্থযাত্রী। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

অসমর্থিত সূত্রে খবর, বাসযাত্রীদের মধ্যে এক জন বেঁচে গিয়েছেন। তবে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, মৃতদের মধ্যে বেশির ভাগই হায়দরাবাদের বাসিন্দা। ইতিমধ্যেই তেলঙ্গানা সরকার রিয়াধে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন। মৃতদের পরিবারকে সব রকম ভাবে সহযোগিতারও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাত্রি প্রায় দেড়টা

শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে। মুফরিহাটের কাছে একটি ডিজেল ট্যাঙ্কারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বাসটির। সঙ্গে সঙ্গে তাতে আগুন ধরে যায়। দুর্ঘটনার সময় বেশিরভাগ যাত্রীই বাসে ঘুমোচ্ছিলেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল ও উদ্ধারকারী দল। রাতভর চেষ্টার পর বাসের আগুন নিভিয়ে উদ্ধার করা হয় ঝলসে যাওয়া মৃতদেহগুলি। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, মৃতদের মধ্যে বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু। সরকারিভাবে মৃতের তালিকা প্রকাশ না করা হলেও জানা যাচ্ছে মৃতদের মধ্যে ৪২ জন ভারতীয়।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। তিনি রাজ্যের মুখ্যসচিব ও ডিজিপিকে গোটা ঘটনা মনিটর করার নির্দেশ দিয়েছেন। সৌদি আরবের ভারতীয় দূতাবাসও ঘটনা মনিটর করছে। খোঁজখবর নেওয়ার জন্য দূতাবাসের তরফে হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর গোটা ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'সৌদি আরবের মদিনায় ভারতীয়দের দুর্ঘটনার খবরে আমি স্তম্ভিত। রিয়াধে আমাদের দূতাবাস এবং জেড্ডায় কনসুলেট সবরকম সহযোগিতা করছে ভারতীয় পরিজনদের। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'

মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, 'মদিনায় ভারতীয় নাগরিকদের দুর্ঘটনায় গভীরভাবে শোকাহত। যাঁরা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন সেই সব পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। রিয়াদে আমাদের দূতাবাস এবং জেড্ডায় কনস্যুলেট সম্ভাব্য সকল সহায়তা প্রদান করছে। আমাদের আধিকারিকরা সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছেন।'

পাহাড়ে হস্তক্ষেপ

মোদীকে ফের চিঠি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে পাহাড়ে গোর্খাল্যান্ড নিয়ে আলোচনার জন্য 'ইন্টারলোকিউটর' বা মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা নিয়ে সংঘাত চরমে উঠল। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপকে 'অসাংবিধানিক', 'বেআইনি' এবং 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর নির্লজ্জ আঘাত' বলে অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ফের কড়া ভাষায় চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার, নবান্ন থেকে পাঠানো এই চিঠিতে, অবিলম্বে এই 'স্বৈরাচারী' ও 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

দার্জিলিং, কালিম্পং ও তরাই-ডুয়ার্সের পাহাড়ি অঞ্চলের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ ঘিরে বহুদিন ধরেই কেন্দ্র রাজ্য বিরোধ চলছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১২/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৩৫৪ নং এফিডেভিট বলে Bijay Saha ও Bijoy Saha S/o. Rabindra Nath Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি সামসুল হক বিশ্বাস ৩০/১০/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে সামসুল হক বিশ্বাস ও সামসুল বিশ্বাস উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম সামসুল হক বিশ্বাস।

নাম-পদবী

গত ১৭/১১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১১০৯৫ নং এফিডেভিট আমি Suvasree Neogy (old name), D/o. Samir Neogi, R/o. Manushpur, Chinsurah, Hooghly-712123, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Suvasree Neogy নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Suvasree Neogi নামে পরিচিত হইয়াছি। Suvasree Neogy & Suvasree Neogi D/o. Samir Neogi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৪৩৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Molla Abul Ahasan S/o. Molla Abdul Rafik ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার Certificate of Registration (From-23, RC Book) Regn. No. WB18N3279, dt. 07/10/2015, আমার সঠিক নাম Molla Abul Ahasan S/o. Molla Abdul Rafik-এর পরিবর্তে Abul Ahasan Molla S/o. Abdur Rafik Molla লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Molla Abul Ahasan S/o. Molla Abdul Rafik ও Abul Ahasan Molla S/o. Abdur Rafik Molla উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ।

I Nahida Minhaj Sadhukhan W/o - Tanmoy Sadhukhan D/o - Nasiruddin Mallick residing at 2 no Anandanagar P.O. Anandanagar, P.S. Kalyani, Dist. Nadia. W.B. Pin. 741245. That's my actual name Nahida Minhaj Sadhukhan & my father's actual name Nasiruddin Mallick. That Nahida Minhaj Sadhukhan & Nahida Minhaj and Nasiruddin Mallick & Nasiruddin, Mohammad Nasiruddin are the same & one identical person vide affidavit Ld A.C.J.M. - 2 1st Class Kalyani Nadia Dated 01/11/2025.

নাম-পদবী

গত ১৭/১১/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১১১১৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Mina Singh W/o. Sujit Kumar Singh, সাং বাড়োল প্রসাদপুর, আকনা, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৮, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Roshni Singh) জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 1071 dt. 15/12/2010) আমার সঠিক নাম Mina Singh-এর পরিবর্তে Minu Singh লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Mina Singh ও Minu Singh W/o. Sujit Kumar Singh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

নাম-পদবী

গত ০৯/১০/২০২৩, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১০৭৬০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sugan Prajapati D/o. Munnaram Prajapati ঘোষণা করিয়াছি যে, Sekh Juned মহাশয়ের সহিত বিবাহের পর নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া আমি সর্বত্র Shahnaz Sekh নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হলাম। Shahnaz Sekh & Sugan Prajapati, W/o. Sekh Juned, D/o. Munnaram Prajapati সর্বত্র একই ব্যক্তিবলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

AFFIDAVIT

I, **RAM CHANDRA PANDIT** son of Lachman Prasad residing at H.NO-102, B.L.NO-22, Sugiapara, P.O.-Kankinara, P.S. - Bhatpara, District - North 24 Parganas, Pin-743126 shall be henceforth be known as RAM CHANDRA PRASAD as DECLARED BEFORE Learned Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore vide S.L.NO-167 dated 11-11-2025. RAM CHANDRA PANDIT and RAM CHANDRA PRASAD are the same and one identical person who refer to me.

JANAK CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
P-45, Khairu Place, 4th Floor, P.O.-Pricep Street, P.S.-Bowbazar, Kolkata-700002
(Reg. No. 19/RTAH/LIG OF DT-11/03/2014)

PUBLIC NOTICE

JANAK CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD., intends to build one G+4 storied building **Plot No. 995, in Block No. AA-IIIC, Category-LIG (C), Action Area-III, New Town, Kolkata**, for which the said society desires to appoint one reputed **HIDCO enlisted Architech & Contractor** as per Co-operative law for preparation of building plan and other allied services respectively, interested Architects & Contractors are requested to contact the undersigned within 15 days.

Sd/-
Secretary
Janak Co-operative Housing Society Ltd.
Mobile : 76869 15953

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ ই নভেম্বর। ১ লা অগ্রহায়ণ। মঙ্গল বার। ত্রয়োদশী যুক্ত চতুর্দশী তিথী। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র মহাদশা বিংশোত্তোরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : সাধারণ মানের দিন। গ্রহ অবস্থান একপ্রকার। বিদ্যার্থীদের জন্য সুখ বর আছে, তবে ধৈর্য রাখতে হবে। গৃহবধূদের নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা । ব্যবসা-বাণিজ্যে এক প্রকার ধৈর্য রাখতে হবে। জমি বাড়ি বাস্তু সম্পর্কেও মধ্যাবস্তা, শুভ অশুভ মিশে থাকবে। কোন ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। মা তারার নাম করুন এবং হলুদ দান করুন তারা মায়ের চরণে। শুভ নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : শারীরিক দিক থেকে সুস্থতার লক্ষণ প্রবীণ নাগরিকদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে যারা মাছের ব্যবসা করেন, যারা কাগজ- বস্ত্র বিক্রয় করেন তাদের। সুযোগ বৃদ্ধি হবে প্রতিবেশীর দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি যোগ বিদ্যমান। গৃহবধূ রা নতুন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করলে, আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। দুশ্চিন্তা শুধু যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন তাদের। ধৈর্য রাখুন ।ভগবান শিবের চরণে ১০৮ বিল্লোপত্র দিন প্রদীপ জ্বালুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মিথুন রাশি : জ্ঞান বর্ধক দিন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন কোন মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের ইঙ্গিত। বাড়ি বাস্তু জমিতে শুভ। ব্যবসায়িক যে যোগাযোগ হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলে, আবার তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা। নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে যাওয়ার শুভ লক্ষণ। ধৈর্য ধরে চিন্তা করে মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করুন নিশ্চয়ই আজ নতুন কোন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। বিদ্যার জন্য শুভ প্রেমিক যুগল শান্তির বাতাবরণ। দেবী মা দুর্গার চরণে ১০৮ রক্ত জবা নিবেদন করুন নিজের নাম গোত্র সহ।

কর্কট রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। যারা বিদ্যার্থী যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন, গবেষণায় আছেন, তাদের নতুন কোন সূত্র পাওয়া যাবে। লেখালেখি যারা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অভিনয় শিল্পকলার মধ্যে যারা আছেন তাদেরও সম্মান প্রাপ্তি যোগ। বান্ধবী বান্ধব দ্বারা ছোট ভ্রমণ। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসীপত্র নিবেদন করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : যে প্রবীণ নাগরিককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি তা পালন করার জন্য আজ শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। যে বন্ধুর দ্বারা আপনি উপকৃত হবার কথা ভেবেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই তা পাওয়া যাবে। বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাণিজ্যে নতুন পথের সহযোগিতা। প্রবীণ নাগরিকদের শরীর সুস্থ হয়ে উঠবে। ভগবান গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা প্রদান করুন নিশ্চিত শুভ বৃদ্ধি হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন, যারা খাদ্যদ্রব্যের দোকান পরিচালনা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথের সন্ধান। আয় বৃদ্ধি অর্থবৃদ্ধি সম্পদ বৃদ্ধির এক যোগ। নিশ্চিত দূর ভ্রমণ হতে পারে প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের অতীব শুভ। ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন।

তুলা রাশি : প্রেমে সফলতা নিশ্চিত। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। পিতা-মাতাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরোন। আজ কর্মে শুভ যোগাযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে ভুল বুঝেছিল, তা নিজে থেকেই শুধরে নেবেন। আজ ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। তবে প্রতিবেশী থেকে সতর্ক থাকা ভালো। । দেব দেব মহাদেবের শিবলিঙ্গের উপর মধু দুগ্ধ ঘৃত শর্করা দধি এই পঞ্চামৃত নিবেদন করুন। শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ খুব ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বান্ধব এবং পরিবারে তর্ক-বিতর্ক। যানবাহন নিয়ে বিপদ বাড়বে। নৌ ভ্রমণ জল ভ্রমণ না করা ভালো। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদ এর সম্ভাবনা প্রবল। জমি বাড়ি বাস্তুকে কেন্দ্র করে বিবাদ। প্রবীণ নাগরিক যিনি আপনাকে উপদেশ দেন। তার কথা অমান্য করা শুভ নয়। । আজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে ১০৮ তুলসী পত্র প্রদানে মহাসুখ।

ধনু রাশি : আজকের দিনটা সতর্ক থাকতে হবে, দুপুর ১২ টা পর্যন্ত গ্রহ সংস্থান আপনার পক্ষে থাকবে। দুপুর ১ টার পরে দুর্বল গ্রহ যুগে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল ফ্ল্যোটে বাড়িতে বাস্তুতে যেখানে থাকেন তার আশেপাশে, গুপ্ত শত্রু আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। ব্যবসায়ীদের ধৈর্য ধরতে হবে।। ২১ টি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিন, বাড়ির গৃহ মন্দিরে।

মকর রাশি : প্রবীণ মানুষের সহযোগিতায় নতুন বাণিজ্যের পথ পাওয়া যাবে। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের শুভ বৃদ্ধি হবে। যারা কুটির শিল্প বা বাড়িতে কোন রকম কাজকর্মে আছেন, যেখানে লোহা আছে, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। প্রেমিক যুগলের জন্য অত্যন্ত শুভ দিন। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিশ্ব পত্র প্রদানে মহাসুখ প্রাপ্তি।

কুম্ভ রাশি : শুভ দিন । বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা নেই। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। সম্মান প্রাপ্তির যোগ। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্ত করা যাবে। গৃহ মন্দিরে নটি প্রদীপ জালুন। শুভ হবে।

মীন রাশি : ভয়-ভীতি যোগ রয়েছে গ্রহ সংস্থানে। মনের মধ্যে অহেতুক ভয় আসবে। মানসিকভাবে দুর্বলতা দেখা যাবে। গৃহ মন্দিরে একুশ টি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যানবাহন নিয়ে বিশেষ বিবাদ বিতর্ক। সতর্ক থাকা ভালো।

বিজ্ঞপ্তি

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ১) শ্রী রতিকান্ত হাজরা পিতা-৺সতীশ হাজরা ২) শ্রীমতী কবিতা হাজরা স্বমী- শ্রী রতিকান্ত হাজরা সাং ও পোষ্ট- কাজিয়াখালী, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া, পিন নং- ৭১১৩১৫, হাওড়া জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া থানার অধীনে ১১৫ নং জে. এল. ভুক্ত কাজিয়াখালী মৌজায় (L.R KH) এল আর - ৮১, ৪৯৩/১, ২৭২, ৩৬৮ নং খতিয়ানে লিখিত ও (L.R DAG) এল .আর- ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ২০৩ নং দাগে মোট ২৩.২০ শতক ডাঙা, বাস্তু, ডোবা সম্পত্তি যাহা ১)শ্রী প্রসাদ হাজরা ২) মীরা হাজরা ৩) শ্রী মোহন হাজরা ওঃ বলাই হাজরা ৪) শ্রীমতী টুলু ঘোষ উক্ত বিক্রেতাগনের পক্ষে আমমোক্তার শ্রী সঞ্জিত হাজরা (আমমোক্তার নামা নং- ৮৬৪৮ যাহা A.D.S.R DURGAPUR অফিসে গত ইংরাজী ৩১/০৮/২০২১ তারিখে রেজিস্ট্রী হইয়াছিল) ঐ আমমোক্তার মূলে শ্রী সঞ্জিত হাজরা মহাশয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া উপরি উল্লেখিত সম্পত্তি আমার মক্কেল শ্রী রতিকান্ত হাজরা, শ্রীমতী কবিতা হাজরা মহাশয় / মহাশয়াকে ৬১৫৩ নং রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা পত্র দ্বারা বিক্রয় করিয়া দেন যাহা A.D.S.R ULUBERIA অফিসে গত ইংরাজী ১৩/১০/২০২৩ তারিখে হইয়াছিল। উক্ত সম্পত্তি শ্রী রতিকান্ত হাজরা, শ্রীমতী কবিতা হাজরা মহাশয় / মহাশয়া পূর্বতন মালিকের নাম খারিজ করিয়া নিজ নামে রেকর্ড করাইবার জন্য B. L & L.RO ULUBERIA-I অফিসে আবেদন করিয়াছেন । এ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে B. L & L.RO ULUBERIA-I অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে অবহিত করিবেন, নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।
অনাদ্রী শেখর মণ্ডল আইনজীবি, উলুবেড়িয়া কোর্ট

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তারনামা রদ ও রহিত করন পত্র

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রী অমল কুমার ঘোষ** পিতা ৺বৈদ্যনাথ ঘোষ, সাকিম মোড়লপাড়া, তালান্ডু, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয় বিগত ইং 19/08/2020 তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-060100158/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এবং 17/07/2020 তারিখে 210 নং নোটারাইজড আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী প্রতাপ ঘোষ**, পিতা শ্রী সোমনাথ ঘোষ, সাকিম মালিপাড়া, তালান্ডু, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয়কে **ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার** নিযুক্ত করেন। পরবর্তী কালে অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে ও আত্মবিশ্বাসের অভাবের কারণে বিগত ইং 04/11/2025 তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-060100102/2025 নং **আমমোক্তারনামা রদ ও রহিত করন বা রিভোকেশন পত্র দলিল মূলে** পূর্বের 060100158/2020 নং আমমোক্তারনামাপত্র দলিলখানি ও 17/07/2020 তারিখে 210 নং নোটারাইজড আমমোক্তারনামা দলিলখানি, একুনে দুইটি আমমোক্তারনামা পত্র ক্যানসেল বা রিভোক করিয়াদেন। ফলে ইং 04/11/2025 তারিখের পর হইতে উক্ত আমমোক্তারনামা পত্র দুইটির দ্বারা **শ্রী প্রতাপ ঘোষ** মহাশয় ভবিষ্যতে দলিলে উল্লেখিত সম্পত্তি বিক্রয়/হস্তান্তর ইত্যাদি করিতে পারিবেন না। করিলেও তাহা সর্বস্থলে বা সর্ব্বাদালতে বাতিল ও নামঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে।
চাঁদ সিতারা খাতুন (এ্যাডভোকেট)
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client intends to purchase the several lands described in the below schedule. Anybody having any claim, demand right title or interest in respect of the Schedule mentioned property or any part thereof share Partition, sale mortgage, charge lease, len, lidense, tenancy, gift, charge, trust, earement, attachment Possession or encumbrance or otherwise however or of any nature whatsoever is hereby required to make the same in writing to undersigned within Seven days from the date of publication of this notice along with documentary proof thereof, failing which it will be presumed that there is no such claim and shall be deemed to have been given up or waived.

SCHEDULE

All that piece and percel lying and situated at District Hooghly, P.S.Dadpur, Mouza-Aanti, J. L.No. 189, L.R.Khatian No.820 and 837, L. R. Dag No.47, Area of land 0.16 Satak Sali land and in Mouza- Aanti, J.L.No. 189, L.A. Khatian No.1243, L.R.Dag No.49, Area of Land 0.33 Batak Sali land, And in Mouza - Amriya, J. L.No. 186, L.R.Khatian No.108, 815, L.R.Dag No.224, Area of land 0.06 Sattak, Sali land, And in Mouza- Ganeshpur, J.L.No. 188, L. R. Khatian No.925, L. R. Dag No.366, Area of land 0.17 Satak, Sali land. And in Mouza-Danrpur, J. L.No. 164, L. R. Khatian No.584, L. R. Dag No. 582 Area of land 0.16 Sattak Sali land. And in Mouza-Dhemuya, J.L.No. 140, L. R. Khatian No.250/2, L. R. Dag No. 382, Area of land 10.50 Sali land, intending purchaser one requested to contacted vide **Mobile No. 6291733583.**

Yours faithfully
Golok Chandra Ghosh
Advocate
Chinsurah Judges' Court, Hooghly

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency.
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,** maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

হাওড়ায় নজর কাটছে ১৮ ফুট প্রতিমার বারোয়ারি কার্তিক পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার পঞ্চাননতলা সংলগ্ন এমসি ঘোষ লেনে সোমবার ১৮ ফুটের বিরাট কার্তিক ঠাকুরের প্রতিমার পুজো সম্পন্ন হল। স্থানীয় কার্তিক সেবা সমিতি আয়োজিত এই পুজোর ১৩ তম বর্ষে পা রাখল। এলাকার বাসিন্দারা নিজেরাই চাঁদা তুলে এই পুজোর আয়োজন করে চলেছেন দীর্ঘ ১৩বছর ধরে। যে সব দম্পতির ঘরে পুত্র সন্তান নেই বা এখনো সন্তান জন্মায়নি সেই সব পরিবারে সন্তান কামনায় কার্তিক পুজো করার রীতি রয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে পরিচিতরা ওইসব দম্পতির বাড়িতে কার্তিক ঠাকুর দিয়ে আসার একটা চল রয়েছে হাওড়ায়। সেই রকমই ১৩ বছর আগে কোনও এক

বাড়িতে সন্তান কামনায় পুজো করার জন্য কার্তিক ঠাকুরের প্রতিমা দিয়ে এসেছিলেন তাঁর পরিচিতরা। কিন্তু সেই কার্তিক ঠাকুরের পুজো করতে ওই দম্পতি অস্বীকার করায় কার্তিক ঠাকুরের পুজোর দায়িত্ব তুলে নেন এলাকার মানুষ। পাড়ারই একটি জায়গায় অস্থায়ী মণ্ডপ তৈরি করে সেই কার্তিক ঠাকুরের পুজো করা হয়। হিন্দু ধর্মের রীতি যে কোনও পুজো শুরু করলে কমপক্ষে তা তিন বছর করতে হয়। সেই রীতি মেনে পরের দু'বছরও নিজেরাই কার্তিক ঠাকুর কিনে এনে পাড়ায় অস্থায়ী মণ্ডপ তৈরি করে পুজো করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই পুজো আর বন্ধ হয়নি।

মৃত ভোটার শনাক্ত করতে এবার এআই-এর সাহায্য!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী পর্বে কোনও ভুয়ো বা মৃত ভোটারের নাম যাতে তালিকায় ঢুকতে না পারে, তার জন্য সরাসরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্য নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানান, ভোটার তালিকায় থাকা ছবির মুখের মিল খুঁজে এআই খুব সহজেই একাধিক জায়গায় নাম থাকা ভোটারদের শনাক্ত করতে পারবে। বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিকদের নামে অন্যের ছবি ব্যবহার করে বিভ্রান্তি তৈরি করার প্রবণতা বাড়ায় এ ক্ষেত্রেও এআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

তিনি স্পষ্ট জানান, বিএলওদের বাড়ি বাড়ি যেতেই হবে এবং ভোটারের ছবি তুলতে হবে। ছবি স্পষ্ট থাকলে স্ক্যান করেই তথ্য আপলোড করা যাবে, কিন্তু অস্পষ্ট হলে বিএলওদের নতুন ছবি তুলতে হবে। এমনকী যদি বিএলএ ফর্ম পূরণ করে নিয়ে আসেন, তবুও বিএলওদের সশরীরে উপস্থিত থেকে ফর্মে সই করতে হবে। পাশাপাশি বিএলএদের ভোটারের কাছ থেকে সাদা কাগজে লিখিয়ে আনতে হবে যে তাঁদের সামনেই ফর্ম পূরণ করা হয়েছে এবং সব তথ্য সঠিক।

আজ রাজ্যের নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়ে দেন, এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ শেষ হওয়ার পর কোথাও ভুয়ো বা মৃত ভোটারের নাম ধরা পড়লে তার দায়ভার সংশ্লিষ্ট বুথের বিএলওকেই বহন করতে হবে।

সোমবার কলকাতায় রাজ্য বিজেপি কার্যালযে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

সোমবার কলকাতায় পার্পল লাইনের কাজ এগোতে মেট্রো, আরভিএনএল, নেপাল কনস্যুলেটের চুক্তি সম্পন্ন হল।

২৬ নভেম্বরের মধ্যেই সমস্ত এনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ ও ডিজিটাইজেশন করার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় ২৬ নভেম্বরের মধ্যেই রাজ্যের প্রতিটি ভোটারের কাছ থেকে এনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ এবং তার ডিজিটাইজেশন সম্পূর্ণ করা হবে। সোমবার নিজের দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে এই কথা জানালেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই পূরণ হওয়া ফর্ম সংগ্রহ শুরু হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত ৮০ লক্ষ এনুমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজ করা হয়েছে। তিনি বলেন, কাজের গতি বাড়াতে এবং বুথ লেভেল আধিকারিকদের উপর চাপ কমাতে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সমস্ত ইআরও-কে জানানো হয়েছে, জরুরি পরিষেবায় নিযুক্ত না থাকলে রাজ্যের যেকোনও দপ্তরের কর্মীদের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর কাজে সহায়তার জন্য নিয়োগ করা যেতে পারে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানান, যেখানে ১২০০ বা তার বেশি ভোটার রয়েছে, সেখানে অতিরিক্ত বিইএলও নিয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে ১ হাজার জনের ওপেন টেন্ডার পাঠানো হলেও এখনও কোনও অনুমোদন মেলেনি। তাঁর কথায়, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ হলে বিইএলওদের কাজের চাপ ব্যাপকভাবে কমবে এবং পুরো প্রক্রিয়ার গতি আরও বাড়বে।

ফ্ল্যাট থেকে বৃদ্ধের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো খড়দা থানার আগরপাড়ার নর্থ স্টেশন রোডে। মৃতের নাম প্রশান্ত কুমার দত্ত ৬৭)। সোমবার বেলায় এমুনারেশন ফর্ম জমা নেওয়ার জন্য তাঁর ফ্ল্যাটে আসেন বুথ লেভেল অফিসার। সঙ্গে ছিলেন বুথ লেভেল এজেন্টরাও। ফ্ল্যাট থেকে দুর্গন্ধ পেতেই স্থানীয়রা খড়দা থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে খাটের নিচ থেকে বৃদ্ধের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। মৃতের পড়শি অসীম রাউত জানান, দিন সাতেক আগে ওনাকে এমুনারেশন ফর্ম দিতে এসেছিলেন বিএলও-সহ বুথ লেভেল এজেন্টরা। অনেক ডাকাডাকির পর উনি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে ফর্ম নিয়েছিলেন। এদিন সেই ফর্ম জমা নিতে এসে তাঁরা ঘর থেকে প্রচন্ড দুর্গন্ধ পান। তাঁরা দেখেন ঘরের দরজা খোলা এবং প্রশান্ত বাবুর মৃতদেহ খাটের নিচে পড়ে রয়েছে। অসীম বাবু আরও জানান, ওই ব্যক্তি আবাসনের নিচের তলায় একটি ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন। আগে উনি স্ক্র্যাপের ব্যবসা করতেন। ইদানিং তিনি কিছুই করতেন না। তবে তাঁর লটারির টিকিট কাটার খুব নেশা ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই ওই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

এবার প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে ভোটারদের ছবি তুলতে হবে বিএলওদের!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে চলতি এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার এনুমারেশন ফর্ম বিলির পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের ছবি তুলতে হবে বুথ স্তরের আধিকারিকদের (বিএলও)। কমিশন জানিয়েছে, ভোটারদের জন্য ছবি দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়, তবে এনুমারেশন ফর্মে স্পষ্ট ছবি থাকলে নতুন করে ছবি তোলার প্রয়োজন নাও হতে পারে।

ইতিমধ্যে প্রায় ৮০ লক্ষ ফর্ম সংগ্রহ করে ডিজিটাইজ করা হয়েছে। নকল বা ভুয়ো ভোটার শনাক্তে এআই-চালিত সফটওয়্যার ব্যবহার করছে কমিশন। তাই প্রত্যেক ভোটারের মুখের ছবি বিএলও অ্যাপের মাধ্যমে তোলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, মৃত, স্থানান্তরিত বা ডুপ্লিকেট ভোটারের তথ্য বিএলওদের স্পষ্টভাবে জানাতে হবে। প্রতিদিন ৫০টি পর্যন্ত ফর্ম জমা দেওয়া বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) ফর্মের তথ্য সঠিক বলে নিশ্চিত করতে হবে। ভুল তথ্য দিলে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩১ ধারায় শাস্তির বিধান রয়েছে। ভুল যাচাই হলে ৩২ ধারায় বিএলওদেরও শাস্তি হতে পারে। ফর্মে ভুল থাকলে দাগ কেটে একই সারিতে সঠিক তথ্য লেখার নির্দেশ রয়েছে। ৪ নভেম্বর থেকে এনুমারেশন ফর্ম বিলি শুরু হয়েছে। ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত যাঁদের ভোটার তালিকায় নাম আছে কিন্তু এখনও ফর্ম পাননি, তাঁদের ১৯৫০ বা ০৩৩-২২৩১-০৮৫০ নম্বরে কিংবা ৯৮৩০০৭৮২৫০ নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

এসআইআর: ৯ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে হিয়ারিং ও নথিপত্র যাচাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর-এর কাজ এখন পুরোদমে চলছে। আগামী ৯ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে হিয়ারিং ও নথিপত্র যাচাইয়ের ধাপ। সব তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের পর ৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে চূড়ান্ত তালিকা। তবে প্রশ্ন হল; কারা এই হিয়ারিংয়ের নোটিস পেতে পারেন? কেনই বা আপনাকে হাজিরা দিতে বলা হতে পারে?

কারা সমন পেতে পারেন?

২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম অনুপস্থিত, যে সব নাগরিকের নাম ২০০২ সালের রেকর্ডে নেই এবং তাঁরা যে তথ্য দিয়েছেন, তা নিয়ে ইআরও-র মনে সন্দেহ তৈরি হলে, তাঁদের উপস্থিত থাকতে বলা হতে পারে। সেই সময় কমিশনের অনুমোদিত ১১ ধরনের নথির মধ্য থেকে অন্তত ১টি দেখালেই চলবে। যাঁদের পরিবার-সহ কারও নামই ২০০২ সালের তালিকায় নেই। নিজের ও পরিবারের নাম পুরোপুরি অনুপস্থিত থাকলে, কমিশন অবশ্যই হিয়ারিংয়ের জন্য ডাক পাঠাবে। আধার ছাড়া বাকি বৈধ নথিগুলির মধ্যে যেকোনও একটি প্রদর্শন করতে পারলেই চূড়ান্ত তালিকায় নাম যুক্ত হবে।

কোনও বৈধ ভোটার ভুলবশত ভুল তথ্য জমা করে থাকলে, বা তাঁর দেওয়া তথ্য কমিশনের তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে না মিললে, তাকেও হিয়ারিংয়ে ডাকা হতে পারে। ফর্ম পূরণে ভুল বা অস্পষ্টতা থাকে বা এমন কিছু লেখা আছে যা বিএলও বা কমিশন বুঝতে না পারে, সেক্ষেত্রেও সেই ভোটারকে যাচাইয়ের জন্য হাজির হতে বলা হতে পারে। সোজা কথায়, যেখানে কোনও তথ্য অসংগত বা সন্দেহজনক বলে মনে হবে, সেখানেই কমিশন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাতে পারে। তবে চিন্তার কিছু নেই; সমন পেলে শুধু প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে পারলেই আপনার তথ্য চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হবে। আর তাতেই এসআইআরের ফাইনাল লিস্টে নিশ্চিত হয়ে যাবে আপনার নাম।

একদিন আমার শহর

৩

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ২ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার

কমিশনের সতর্কতাবার্তা

■ এসআইআর প্রক্রিয়াকে ঘিরে বাড়ছে সাইবার প্রতারণার ঝুঁকি। ভোটার তালিকা সংশোধনের এই সংবেদনশীল পর্বে নানা জায়গায় ওটিপি চেয়ে ভোটারদের ঠকানোর অভিযোগ ওঠায় সোমবার লিখিত নির্দেশিকা জারি করে ভোটারদের সতর্ক করল নির্বাচন কমিশন। কমিশনের স্পষ্ট বার্তা, কোনও পরিস্থিতিতেই ভোটার তালিকা সংশোধন, এসআইআর প্রক্রিয়া বা এনুমারেশন ফর্ম সংক্রান্ত কাজে নির্বাচন কমিশন কিংবা সিইও দপ্তর কারও মোবাইল নম্বরে ওটিপি পাঠায় না বা চাইবে না। সেই সঙ্গে কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, যদি কোনও ব্যক্তি বা দল নিজেদের কমিশনের প্রতিনিধি বা বিএলও পরিচয় দিয়ে ওটিপি চাইতে আসে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিচয় যাচাই করতে হবে এবং সন্দেহ হলে পুলিশ ও কমিশনকে জানানোর আবেদন করা হয়েছে। রাজ্যে এনুমারেশন ফর্ম ভরতে গিয়ে বহু ভোটারই নানা সমস্যায় পড়ছেন। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রতারক চক্র সক্রিয় হয়ে ওটিপি সংগ্রহের চেষ্টা শুরু করেছে বলে অভিযোগ। বারাসাতের কদম্বগাছি এলাকায় সম্প্রতি কয়েকজন জালিয়াতের সন্ধান মিলেছে, যারা ভোটারদের ফোন করে বা বাড়িতে গিয়ে ওটিপি চাইছিল বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। আবার কোথাও বিএলও পরিচয় দিয়ে ওটিপি সংগ্রহের চেষ্টার কথাও জানা গেছে। ভোটারদের দাবি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলরে সহায়তা শিবিরগুলি তথ্য যাচাইয়ের নামে মোবাইল নম্বর নিচ্ছে। কমিশনের আশঙ্কা, এই শিবিরগুলির আড়ালে অসাধু ব্যক্তিরা প্রতারণা করছেন। নির্দেশিকায় কমিশন জানিয়েছে, ওটিপি কাউকে দেবেন না, সন্দেহজনক ফোন বা বিএলও পরিচয়ের দাবি করলে পরিচয়পত্র দেখতে হবে, প্রয়োজন হলে স্থানীয় নির্বাচন দপ্তরকে জানাতে হবে।

সুকান্তর তোপ

■ তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও মৌলবাদ তোষণের বিস্ফোরক অভিযোগ সুকান্ত মজুমদারের। রাজ্যের রাজনীতিতে ফের উত্তাপ বাড়ালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। রবিবার রাতে সামাজিক মাধ্যমে একটি ১ মিনিট ২৮ সেকেন্ডের ভিডিও প্রকাশ করে তিনি সরাসরি মুণ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অসামাজিক কার্যকলাপ এবং মৌলবাদ তোষণের গুরুতর অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, ক্ষমতার আসন জোর করে আঁকড়ে থাকার নেশায় ব্যর্থ মুণ্যমন্ত্রী সব নীতি-আদর্শকে পায়ে মাড়িয়েছেন। তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে 'জঙ্গলরাজ' তৈরির অভিযোগ তোলেন সুকান্ত। সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, তৃণমূল সরকার রাজ্যে 'দুষ্কৃতী সিন্ডিকেট', 'কট্টর মৌলবাদ তোষণ' এবং 'অসামাজিক কার্যকলাপ'-এর নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করেছে। বাংলার ঐতিহ্য, জ্ঞান ও সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় ভূমিকা নষ্ট হয়েছে। যে রাজ্য একসময় আলোকবর্তিকা ছিল, আজ তা জঙ্গলরাজে নিমজ্জিত।

আতঙ্কে আত্মঘাতী

■ রাজ্যে 'এসআইআর আতঙ্কে' মৃত্যুর ঘটনা অব্যাহত। এবার এই তালিকায় যুক্ত হল দক্ষিণ দমদমের নাম। পুলিশ সূত্রে খবর, আত্মঘাতী মৃতের নাম বৈদ্যনাথ হাজরা। সোমবার সকালে বাড়ির এলাকার একটি গাছে তাঁর গলায় ফাঁস লাগানো মৃতদেহ উদ্ধার হয়। সঙ্গে এ খবরও মিলেছে, দক্ষিণ দমদম পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের আর এন গুহ রোডের বাসিন্দা ছিলেন বছর ৪৭-এর বৈদ্যনাথ হাজরা। পেশায় গাড়িচালক বৈদ্যনাথ হাজরার স্ত্রী ও দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে সংসার। বৈদ্যনাথবাবুর পরিবার সূত্রে খবর, বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া চালু হলে তাঁর আতঙ্ক বাড়তে থাকে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকায়। এদিকে বাবা-মাও ছোটবেলায় মারা যান। ফলে ওই ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে কী হবে বা পরিবার সমস্যায় পড়ে যাবে এমন সব ঘটনায় প্রবল দুশ্চিন্তা, আতঙ্কে পড়েন তিনি। এদিকে ২০০২ সালের বৈদ্যনাথ হাজরার ভোটার হিসেবে বয়স হয়ে গেলেও সেই সময় তাঁরও ভোটার তালিকায় নাম ওঠেনি কেন তা অবশ্য স্পষ্ট নয়।

এসএসসি'র একাদশ-দ্বাদশের ফল নিয়ে একাধিক বিতর্ক, মামলা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসসি-২০২৫-এর একাদশ-দ্বাদশের ফল প্রকাশ হতে না হতে শুরু এক গুচ্ছ বিতর্ক। শুধু তাই নয়, এই ইস্যুতে দায়ের হল মামলাও। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ না মানার অভিযোগ। শুধু তাই নয়, আরও ভয়ঙ্কর অভিযোগ, এবারেও তালিকাতে অনেক অযোগ্যের নাম রয়েছে। কীভাবে তাঁরা পরীক্ষায় বসতে পারলেন তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। এদিকে সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল অযোগ্যদের সবার আগে বাদ দিতে হবে। সঙ্গে এও বলা হয়েছিল তাঁরা যেন কোনওভাবেই পরীক্ষায় না বসতে পারেন। আর এখানেই মামলাকারীর বক্তব্য, একাদশ দ্বাদশের ফলপ্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে, বেশ কয়েকজন অযোগ্যের নাম রয়েছে তালিকায়। এই তালিকা প্রকাশের আগে চিহ্নিত অযোগ্যদের কেউ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বসার জন্য আবেদন জানালেও তাঁদের অ্যাডমিট কার্ড বাতিল করা হয়। তবে সুপ্রিম কোর্ট তরফে এও বলা হয়েছিল, বিশেষভাবে সক্ষম চাকরিহারারা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। তবে এত কিছুর পরেও ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, কয়েকজন চিহ্নিত অযোগ্য প্রার্থী ইন্টারভিউতেও ডাক পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষকদের নামেক তালিকায় নাম রয়েছে ক্লার্কদেরও। এই ইস্যুতেই সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। আদালত সূত্রে খবর, এই মামলা গ্রহণও করেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। চলতি সপ্তাহেই মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

এদিকে সূত্রে খবর, 'কাট অফ' যেণানে ৭০ শতাংশের বেশি, সেণানেই থমকে নতুনরা। পূর্ণ নম্বর ৬০ পেয়েও চাকরি হয়নি একাধিক প্রার্থীর। মোট ২০ হাজারের সামান্য বেশি প্রার্থী ডাক পেয়েছেন। আবার 'যোগ্য' চাকরিহারাদের আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃত্বের অনেকেই ডাক পেলেন না। তবে এণনই আন্দোলন বা আদালতমুণী হওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁরা নিচ্ছেন না। এরই মাঝে রবিবারই প্রকাশ্যে আসে নীতিশ রঞ্জন প্রামাণিকের নাম। তাঁর নাম রয়েছে অযোগ্যদের তালিকায়। অন্যদিকে তাঁর নাম রয়েছে একাদশ দ্বাদশের পাশ করা চাকরিপ্রার্থীদের তালিকাতেও। ইন্টারভিউয়ের জন্যও ডাক পেয়েছেন তিনি। অর্থাৎ চিহ্নিত অযোগ্যও ডাকা পেয়েছেন ইন্টারভিউয়ের জন্য। আর এই অভিযোগ সামনে আসতেই এসএসসি-র নতুন ফল নিয়ে নতুন বিতর্ক তুঙ্গে।

এর পাশাপাশি এসএসসির ইন্টারভিউ লিস্ট নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ এক পার্ট-টাইম শিক্ষকও। মামলাকারীর দাবি, অভিজ্ঞতার জন্য কোনও নম্বর পাবেন না পার্ট-টাইম শিক্ষকরা বলে জানায় এসএসসি। যদিও তার অনেক সহকর্মী যারা পার্ট-টাইম শিক্ষক, তারা এই অভিজ্ঞতার জন্য নম্বর পেয়েছেন। এই মামলাটিও বিচারপতি অমৃতা সিনহা গ্রহণ করেছেন বলে আদালত সূত্রে খবর। আগামী বুধবার শুনানি।

বাড়তি ১০ নম্বর দেওয়া যাবে না, দাবি তুলে পথে নবাগতরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসএসসিতে যাঁরা নবাগত তাঁদের আন্দোলনে এবার উত্তপ্ত হল রাজপথ। সোমবার বঞ্চনার অভিযোগ তুলে করুণাময়ী থেকে রাজভবন পর্যন্ত মিছিল করতে দেখা গেল এসএসসি-২০২৫-এর একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষায় নবাগতদের। 'কাট অফ' ৭০ শতাংশের বেশি, সেণানেই থমকে গিয়েছেন নতুনরা। পূর্ণ নম্বর ৬০ পেয়েও চাকরি হয়নি একাধিক প্রার্থীর। এদিকে তথ্য বলছে, মোট ২০ হাজারের সামান্য বেশি প্রার্থী ডাক পেয়েছেন। এমনও অভিযোগ উঠছে, পূর্ণ নম্বর পেয়েও চাকরি হয়নি বহু প্রার্থীর। ইন-সার্ভিস শিক্ষকেরা অভিজ্ঞতার নম্বরের জোরে বাড়তি দশ নম্বর পেয়েছেন। আর তারই প্রতিবাদে রাস্তায় এদিন নবাগতরা। নবাগত চাকরি প্রার্থীদের বক্তব্য, তিন ঘণ্টার মধ্যে মন্ত্রিসভার বৈঠক ও ভেরিফিকেশনের নতুন তালিকা ৮ টার মধ্যে প্রস্তুত করতে হবে। পাশাপাশি নবাগতদের দাবি, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর বাতিল করতে হবে। এণানেই শেষ নয়, এর পাশাপাশি শূন্যপদ বাড়ানোরও দাবি তোলেন তাঁরা। এদিনের এই মিছিল আটকাতে তৎপর ছিল পুলিশ। পুলিশের তরফ থেকে করা হয় ব্যারিকেড। পুলিশ মাইকিং করে আন্দোলনকারীদের প্রতিহত করার চেষ্টা করে। এদিনের আন্দোলনে অংশ নেওয়া এক আন্দোলনকারী জানান, তিনি লিখিত পরীক্ষায় ৬০-এর মধ্যে ৬০ পেয়েছেন। অ্যাকাডেমিক স্কোরেও ১০ নম্বর রয়েছে। তা সত্ত্বেও ইন্টারভিউয়ের জন্য ভেরিফিকেশন কল পাইনি। এর থেকে বড় প্রহসন বাংলা কেন ভারতের কোথাও কণনও হয়নি। আর এটার একমাত্র কারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেওয়া ১০ নম্বর। যেটা ২০১৬ প্যানেলে ছিল না। ২০১৬ সালে যণন ছিল না, তাহলে কেন ২০২৫ সালে যোগ করা হল তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।

অপর এক আন্দোলনকারী এ প্রশ্নও তোলেন, ৭০-এ ৭০ পেয়েও ফ্রেশাররা ডাক পাননি। একমাত্র ওই ১০ নম্বর অভিজ্ঞতার জন্য দেওয়ার কারণেই। দশ বছর পর পরীক্ষা হল। তাঁরা দশ বছর ধরে বসে রয়েছেন চাকরির জন্য। এণন এই বৈষম্য কেন তাঁরা মানবেন তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। আর এণানেই আন্দোলনকারীদের একটাই দাবি, অভিজ্ঞতার দশ নম্বর কোনওভাবেই দেওয়া যাবে না।

এসটিএফের তৎপরতায় গাড়ি থেকে উদ্ধার ৫ কোটি টাকা, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: ভোটমুণী বাংলায় গাড়িতে মিলল বিপুল অঙ্কের টাকা। নারায়ণপুরের আকাঙ্খা মোড়ে গাড়িতে বেঙ্গল এসটিএফ উদ্ধার করে পাঁচ কোটি টাকা। এরপরই গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় গাড়ির মালিক-সহ ২ জনকে। গোয়েন্দাদের অনুমান, নিউটাউন থেকেই টাকা আনা হচ্ছিল। টাকার উৎসের সন্ধানে বেঙ্গল এসটিএফ। এদিকে এসটিএফ সূত্রে খবর, সোমবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। গাড়ি চেকিংয়ের সময়েই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ টাকা।

এদিকে বাংলায় এণন জোর কদমে চলছে এসআইআর। সঙ্গে ছাব্বিশের নির্বাচনের বাদ্যি বেজে গিয়েছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের টিমও কিছুদিন আগে বাংলা থেকে ঘুরে গিয়েছে। এমনই এক আবহে হঠাৎ করে এত বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। এই টাকা কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কী উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

গত সপ্তাহেও ইডি-র অভিযানে কলকাতার বুক থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার হয়। যদিও তা অন্য কারণে। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তারাতলায় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালান ইডি তদন্তকারীরা। বাড়ি থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। বেলেঘাটা-সহ কলকাতার আরও চারটি জায়গায় তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। ৭৫ নম্বর হেমচন্দ্র নস্কর রোডে থাকা একটি বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। প্রায় ৬ জন আধিকারিক তল্লাশি চালান। চলতি মাসের শুরুতেও কলকাতার অন্তত ১০টি জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। সল্টলেক সেক্টর ওয়ানেও চলে তল্লাশি। কিন্তু এবারের উদ্ধার হওয়ায় টাকার নেপথ্যে আদৌ কোনও দুর্নীতি না অন্য কোনও চক্র সক্রিয়, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

প্রতিহিংসা ও মৌলবাদীর মনোভাব নিয়ে চলছে বাংলাদেশ: সুজন চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেণ হাসিনাকে মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। সোমবার ঘোষিত রায়ে ট্রাইব্যুনাল জানিয়েছে, ২০২৪ সালের ছাত্র বিক্ষোভের সময় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডে শেণ হাসিনা ছিলেন 'মাস্টার মাইন্ড'। ইছাপুরে দলীয় শ্রমিকদের কর্মী সম্মেলনে এসে শেণ হাসিনা ইস্যুতে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, মৃত্যুদণ্ড সাধারণত মানবাধিকারের বিবেচনায় এণনকার দুনিয়াতে চলে না। তাঁর

সাফ বক্তব্য, প্রতিহিংসার মনোভাব এবং মৌলবাদীর মনোভাব নিয়ে বাংলাদেশে যদি কেউ চলে, তাহলে বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে আরও বিপজ্জনক করবে। সুজনের কথায়, বাংলাদেশের পাশাপাশি আমাদের এই উপমহাদেশে এই বিষয়ে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করছে। তাঁর দাবি, ভারতের বিদেশ দপ্তরকে এই বিষয়ে মনোভাব প্রকাশ করা উচিত। তাছাড়া ভারত সরকারকে যথাযথ ভূমিকা নেওয়া উচিত। এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে তিনি বলেন, প্রস্তুতি ছাড়াই নির্বাচন কমিশন এসআইআর চালু করেছে। বিএলও-দের চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করা হচ্ছে। রাজ্যের শাসকদল একভাবে ধমকাচ্ছে। দিল্লির শাসকদল আরেকভাবে ধমকাচ্ছে। আর নির্বাচন কমিশন ঠুঁটো জগন্নাথের মতো বসে আছে।

'টাকার বিনিময়ে বাঁচার সাবস্ক্রিপশন সার্ভিস বানিয়েছে বিজেপি'

নাগরিকত্ব ইস্যুকে ঘিরে তৃণমূলের বিস্ফোরক অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নাগরিকত্ব নিয়ে চলমান বিতর্কের মাঝেই বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ আনল তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, সংবিধানস্বীকৃত নাগরিকত্বের অধিকারকে বিকৃত করে 'ক্যাশ ফর সারভাইভাল র‍্যাকেট' চালাচ্ছে বিজেপি। অভিযোগ আরও গুরুতর; এই সমগ্র প্রক্রিয়া নাকি পূর্বপরিকল্পিত একটি রাজনৈতিক 'স্ক্যাম', যা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস প্রকাশিত বিবৃতিতে পাঁচ দফা 'ক্রোনোলজি' তুলে ধরে বলা হয়, বিজেপির প্রথম পদক্ষেপ ছিল পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) চাপিয়ে দেওয়া। দলের দাবি, নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে এমন একটি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে, যার সঙ্গে নাগরিকত্বের যোগ রয়েছে। পরবর্তী ধাপে তৃণমূলের অভিযোগ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ একাধিক সভা থেকে প্রকাশ্যে বলেছেন, এসআইআর-এর মাধ্যমে 'ডিটেক্ট, ডিলিট এবং ডিপোর্ট' নীতি কার্যকর করা হবে। তৃণমূলের দাবি, এই বক্তব্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয়, বিভ্রান্তি ও আশঙ্কা ছড়িয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বিজেপি,ঘনিষ্ঠ সংগঠন ও একটি বৃহৎ প্রচার যন্ত্র এই ভয়কে ছড়িয়ে দেয় রাজ্যের সর্বত্র। আতঙ্কে বহু মানুষ মানসিক চাপের মধ্যে পড়ে, ঘুমহীন রাত কাটান, এমনকী কেউ কেউ আত্মহত্যার পথও বেছে নেন, এমনই দাবি শাসক দলের। অভিযোগের চতুর্থ ধাপটি সবচেয়ে বিতর্কিত। তৃণমূলের বক্তব্য, ভয় এবং অনিশ্চয়তার এই আবহে বিজেপি ঘনিষ্ঠ কয়েকটি সংগঠন সিএএ-র নামে 'নাগরিকত্ব শিবির' শুরু করে। সেণানে নাগরিকত্বকে টাকার বিনিময়ে পাওয়া যাবে এমন ধারনা তৈরি করে অসহায় মানুষকে প্রতারণা করা হচ্ছে বলেই অভিযোগ। তৃণমূলের দাবি, এই ক্যাম্পগুলিতে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে মানুষের বাঁচার মরিয়া চাহিদাকে পুঁজি করে। দলের দাবি, সংগ্রহ হওয়া টাকা নাকি সরাসরি বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পৌঁছচ্ছে। তৃণমূলের কটাক্ষ, যা নাগরিকের অধিকার, বিজেপি তা বানিয়ে ফেলেছে বাঁচার সাবস্ক্রিপশন সার্ভিস।

বাংলাকে তাদের বাজার বানানোর চেষ্টা চলছে। তৃণমূলের এই বিবৃতি প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। বিজেপির তরফে এণনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে পর্যবেক্ষকদের মতে, নাগরিকত্ব ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজ্য, রাজনীতি আরও উত্তপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

সূয্যি গেছে পাটে... বাবুঘাটে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

শীত সেই সংক্রান্তিতে, জানাল আলিপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতাবাসীর জন্য মোটেই সুণের খবর দিল না আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। কারণ, আলিপুরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এণনই ঠান্ডা পড়ছে না বাংলায়। সংক্রান্তি পেরলেই বাড়বে তাপমাত্রা। এদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল। আপাতত সেটা শ্রীলঙ্কা উপকূলের কাছে রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেটি পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। তার জেরে বঙ্গে বাতাসের গতিপথও বদলাবে। শুধু তাই নয়, এরফলে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তুরে হওয়ার দাপট কমবে। প্রাধান্য পাবে দক্ষিণ পূর্বের উষ্ণ হাওয়া। তবে বাংলায় কোথাও বৃষ্টির সেভাবে সম্ভাবনা নেই। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। তবে ভোরের দিকে কুয়াশাচ্ছন্ন থাকবে আকাশ। পাশাপাশি আগামী ৩-৪ দিন কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে রাজ্যে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই

কুয়াশার সম্ভাবনা। বেশ কিছু জেলায় দৃশ্যমানতা ২০০ মিটার নেমে আসতে পারে।

খুব সকালে কুয়াশার দাপট বেশি থাকবে। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিতে কুয়াশা সম্ভাবনা বেশি থাকবে। আগামী চারদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়বে। এণন তাপমাত্রা নামার সেরকমভাবে কোনও সম্ভাবনা নেই। এই সপ্তাহটা মোটামুটি অর্থাৎ আগামী চার দিন দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই রাতের দিকের তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। একই ছবি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও। ফলে সব মিলিয়ে শীতের যে স্পেল শুরু হয়েছিল তাতে জল খালা হল বলা যায়।

বাংলার মানুষ স্বচ্ছ ভোটার তালিকা, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চায়: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে চলমান স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) বা ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে ফের রাজনৈতিক চাপানউতোর। সোমবার বিজেপির রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল সরকার ও রাজ্যের বিভিন্ন আমলার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন। তাঁর মূল অভিযোগ, বাংলায় ভোটার লিস্টে 'ভোটব্যাংক রক্ষার উদ্দেশ্যে' ভুয়ো, মৃত, এবং অবৈধভাবে বসবাসকারী অনুপ্রবেশকারীদের নাম খোকানো হয়েছে।

শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, জুন থেকে ধাপে ধাপে বিহারে শুরু হওয়া এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিপুল পরিমাণ ভুয়ো ভোটার বাদ পড়েছে। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী; ২৪ জুন পর্যন্ত বিহারে ভোটার সংখ্যা ছিল ৭.৮৯ কোটি। সংশোধনের পরে বাদ যায় ৬৫ লক্ষ নাম। ১ অগস্টে তা দাঁড়ায় ৭.২৪ কোটি। এরপর আরও ৩.৬৬ লক্ষ ভুয়ো নাম মুছে ফেলা হয়। আর নতুন করে অন্তর্ভুক্ত হয় ২১.৫৩ লক্ষ ভোটার।

শুভেন্দুর বক্তব্য, বিহার এই সংশোধিত তালিকা নিয়েই নির্বাচনে গিয়েছে, রেকর্ড টার্নআউট হয়েছে। বাংলাতেও একই স্বচ্ছতা জরুরি। বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, বামফ্রন্ট ও আরজেডি; সবাই মিলে বিহারে এসআইআর বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিম ও রোহিঙ্গাদের রক্ষার জন্য। সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু মুণ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেও তীব্র সমালোচনা করেন। অভিযোগ করেন এসআইআর প্রশিক্ষণে ১০০০ বিএলও অংশ নেওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়ে আমলাদের হুমকি দিয়েছেন। শুধু তাই নয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে প্রকাশ্যে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। পুলিশ সুরক্ষায় প্রশাসনিক মিছিল করে কমিশনের উপর চাপ তৈরি করেছেন। শুভেন্দুর কথায়, বাংলায় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ীই এসআইআর চলছে। কিন্তু তৃণমূল প্রশাসনিক চাপে এই প্রক্রিয়া নষ্ট করতে চাইছে। এদিন চার দফায় ভুয়ো ভোটারের অভিযোগ তুলে ধরে চারটি বড় অসঙ্গতি তুলে ধরেন শুভেন্দু। ডুপ্লিকেট ভোটার— ইতিমধ্যেই ১৩.২৫ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের তথ্য জমা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি। মৃত ভোটার— মাত্র ২০টি কেন্দ্রের ২০টি বুথে ৫০,১৫০ জন মৃত ভোটারের নাম পাওয়া গেছে। একই বুথে দ্বৈত নাম; বারুইপুর পুরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরীর মন্তব্যও তুলে ধরেন। অবৈধ বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী; যাদের অনেকে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন। শুভেন্দুর দাবি, বিহারে যেমন মুসলিমদের বড় অংশ বিজেপি-কে ভোট দিয়েছেন, বাংলায় তৃণমূল ভয়ের রাজনীতি চালিয়ে গিয়েছে।

তিনি জানান, যাঁরা বৈধ শরণার্থী, তাঁদের সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। তিনি আরো বলেন, যাঁরা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী, তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। শুভেন্দুর অভিযোগ, পূর্ব মেদিনীপুরের একাধিক বিএলও রাজনৈতিক কারণে ফর্ম দিচ্ছেন না। তমলুকের বিডিও বিএলওদের ভুল তথ্য দিচ্ছেন। এছাড়া আইপ্যাক, কিছু বিএলও ও বিডিওর মধ্যে 'যোগসাজশ' রয়েছে। শুভেন্দুর আরো অভিযোগ উত্তর ২৪ পরগনায় ফাঁকা বাড়িতেও ফর্ম বিলির নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

জন্মসনদ জালিয়াতি করছেন কিছু বিএমওএইচ ও গ্রামের প্রধান। তিনি সিইওকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যাঁরা ফর্ম পাননি তাঁদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ জারি করার আবেদনও করেন।

শুভেন্দু আরও বলেন, শ্মশান ও কবরস্থান থেকে নথি সংগ্রহ করতে হবে। 'সমব্যাথী' অ্যাপ ও পেনশনভোগীদের তালিকা মিলিয়ে প্রকৃত মৃত ভোটার চিহ্নিত করতে হবে। বিরোধী দলনেতার মতে, বাংলার মানুষ স্বচ্ছ ভোটার তালিকা এবং অবাধ, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চায়।

নার্স পরিচয়ে আলাপ করে শিশুকে নিয়ে উধাও মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নার্স পরিচয়ে এক খুদের মায়ের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে শিশুকে নিয়ে উধাও মহিলা। ঘটনা ফুলবাগান এলাকার এক শিশু হাসপাতালে। এই ঘটনায় ওই শিশুর পরিবারের তরফ থেকে ফুলবাগান থানায় দায়ের হয় এফআইআর। হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, ভাঙড়ের কাশীপুরের বাসিন্দা মঞ্জুলা বিবি। সোমবার দুপুরে পুত্রসন্তানকে নিয়ে কলকাতার শিশু হাসপাতালে আসছিলেন তরুণী। বাসে এক মহিলার সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। সেণানেই কথায় কথায় মঞ্জুলাকে জানান, তিনি নাকি ওই হাসপাতালের নার্স। সরল বিশ্বাসে তা মেনে নেন তরুণী। একসঙ্গেই হাসপাতালে যান তাঁরা। পৌঁছেই ছেলেকে ডাক্তার দেণিয়ে নেন মঞ্জুলা। তণনও সঙ্গেই ছিলেন ওই মহিলা। এরপর ওষুধ কেনার সময় সন্তানকে ওই মহিলার কাছে রেণে যান তরুণী। ফিরে এসে

আর সন্তানের ণোঁজ পাননি তিনি। উধাও বাসে পরিচয় হওয়া মহিলাও। গোটা হাসপাতাল খুঁজেও হদিশ না মেলায় গোটা বিষয়টা মঞ্জুলা বিবির কাছে স্পষ্ট হয়। এরপরই ফুলবাগান থানার দ্বারস্থ হন মঞ্জুলা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, হাসপাতালের সিসিটিভি খতিয়ে দেণে মহিলার ণোঁজে তল্লাশি শুরু করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, মাসণানেক আগে কার্যত একই ঘটনা ঘটেছিল বর্ধমানে। হাসপাতালে মায়ের কোল থেকে আদর করার নামে খুদেকে নিয়ে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল দুই মহিলা। যদিও অতি দ্রুতই তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বাচ্চাটিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল মায়ের কোলে।

সম্পাদকীয়

নিশানায় রাজভবন, দলে গুরুত্ব বাড়াতে গিয়ে বিপাকে তৃণমূল সাংসদ

আচমকা রাজভবন ও রাজ্যপালকে কুৎসিত ভাষায় প্রকাশ্যে আক্রমণ করেছেন তৃণমূলের এক আইনজীবী-সাংসদ। যা নিয়ে আপাতত সরগরম বঙ্গ রাজনীতির আঙিনা। তাঁর বক্তব্য, এই রাজ্যপাল যতদিন আছেন বাংলায় কিছু হবে না। রাজ্যপাল নাকি রাজভবনকে অস্ত্রাগার বানিয়ে ফেলেছেন। তিনি মজুত করা অস্ত্র বিজেপিকে সরবরাহ করছেন, তৃণমূল কর্মী, সমর্থকদের মারার জন্য। মজার কথা তাঁর এই অভিযোগ নিয়ে সংবাদমাধ্যম থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমুল চর্চা শুরু হলেও তৃণমূলের তরফে একটি শব্দও খরচ করা হয়নি। না, তাঁর সমর্থনে, না তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মন্তব্যই করেনি দলের শীর্ষস্থানীয় তো অনেক দূর, দলের মাঝারি মানের নেতারাও এ নিয়ে কিছু বলেছেন, এমন শোনা যায়নি। ফলে ওই সাংসদ এখন একাই বকে যাচ্ছেন। দলের বাকিদের ভূমিকাতেই স্পষ্ট সেখানে ঠিক কতটা তাঁর ওজন। ক'দিন আগে প্রকাশ্যেই দলের এক মহিলা সাংসদকে প্রকাশ্যে কুৎসিত আক্রমণ করেছিলেন তিনি। তাঁদের 'মধুর সম্পর্ক'-এর কথা দলে মোটামুটি সবারই জানা। তারপর দলের মধ্যে সমর্থন পাওয়া তো অনেক দূর, উল্টে নেত্রীর ধমক খেয়ে সংসদে চিফ হুইপের পদটিও খোয়ান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় দলের নেতা হওয়ার পর থেকে সংসদে তাঁর গুরুত্ব নাকি আরও কমেছে। এখন দলের হয়ে দু'একটি মামলায় আদালতে সওয়াল করা ছাড়া দলে আরও কোথাও খুব একটা পাত্তা পান না তিনি। তাঁর ভুলভাল কথা বলার 'সুনাম'-এর জন্য নিজের সংসদীয় ক্ষেত্রের বাইরে দলীয় কর্মসূচিতেও ইদানিং আর ডাকও পাচ্ছেন না তিনি। এটা মেনে নেওয়া দোর্দণ্ডপ্রতাপ সাংসদের পক্ষে কঠিন। তাই কি এবার নিজেকে ভাসিয়ে রাখতে ও দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে খুশি করতেই রাজভবনকে নিশানা করলেন তিনি? কিন্তু রাজভবন নিয়ে এসব বলে তিনি এবার বড় সমস্যায় পড়েছেন। একদিকে দলের সমর্থন না পেয়ে আরও একা হয়ে গিয়েছেন। উল্টোদিকে তাঁর অভিযোগ শুনে সঠিক ভাবেই কড়া অবস্থান নিয়েছেন রাজ্যপাল। তিনিও চ্যালেঞ্জের সুরে জানিয়ে দিয়েছেন, অস্ত্র না পাওয়া গেলে ক্ষমা চাইতে হবে সাংসদকে, না হলে আইনি ব্যবস্থা। নেত্রীকে খুশি করতে গিয়ে এবার সত্যিই বিপাকে সাংসদ।

আজকের দিন

■ **১৯২৮** — ওয়াল্ট ডিজনির স্টিমবোট উইলি, যেখানে মিকি মাউস ছিল, প্রিমিয়ার হয়, যা প্রথম সম্পূর্ণ সিঙ্ক্রোনাইজড সাউন্ড কার্টুন হিসেবে চিহ্নিত হয়।

■ **১৯৭৮** — জোনসটাউন গণহত্যায়, গায়ানায় গণহত্যা-আত্মহত্যায় পিপলস টেম্পল কাল্টের ৯১৮ জন সদস্য মারা যান।

■ **১৯৮৩** — আর্জেন্টিনা ঘোষণা করে যে তারা পারমাণবিক অস্ত্রের জন্য সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম উৎপাদন করতে সক্ষম।

■ **২০০২** — মিশরের লুক্সরে হাটশেপসুট মন্দিরে জঙ্গি হামলায় ৬২ জন নিহত হন, যাদের বেশিরভাগই পর্যটক।

■ **১৯৬৩**— বেল সিস্টেম গ্রাহকদের জন্য প্রথম পুশ-বোতাম টেলিফোন উপলব্ধ করা হয়।

■ **১৯৭৩** — বাঘকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের জাতীয় প্রাণী ঘোষণা করা হয়।

জন্মদিন

আজকের দিন

জুবিন গর্গ

১৯৪৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কমলনাথের জন্মদিন।*
১৯৭২ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গর্গের জন্মদিন।*
১৯৮০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

তিমিরাচ্ছন্ন শূন্যতার পথে ধাবমান সভ্যতা

শতদল ভট্টাচার্য

হারিয়ে যাওয়া হেমন্তের খোঁজ এখনো বোধ হয় অবচেতন মনে একটু-আধটু চলতে থাকে। তাই কোলাহলমুখর শহরে বসে নভেম্বর মাসে তনু-মন একটু যেন ঠাণ্ডার পরশ চায়। কিন্তু সেই স্পর্শ তো আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। আমাদের নাগরিক সভ্যতার গতি আমাদের আজ ও-সব দুর্বলতার মায়া কাটিয়ে নিয়ে চলেছে অসীম উচ্চতায়। সেই গতির নেশায় চিত্ত সবার ভরপুর হয়ে থাকাটাই উচিত। কিন্তু দুর্বল মন কখনো বা পিছন ফিরে চেয়ে কিছু সেকেলে কথা ভেবে ফেলে।

অনাদি কালের ধারা বেয়ে এসে ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে একটিই গ্রহের কোলে অঙ্কুরিত হয়েছিল প্রাণবন্ত ও চেতন প্রকৃতি, আর সেই প্রকৃতির ক্রোড়ে কালচক্রে অভিব্যক্ত হয়েছে মানবজন্ম। নিসর্গের মর্মে স্বর্গের ঠিকানা খুঁজে নেবার মন মানুষের মাঝে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জৈব বিবর্তনের ধারায়। মানুষ তখন বিশ্বকে চিনতে চেয়েছে নিজের সংবেদী চোখে। আপন উপলব্ধির গভীরতা থেকে উচ্চারণ করেছে

যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্সু যো বিশ্বম্ ভুবনমাবিবেশ / য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

উপনিষদের সরল ও ছোট্ট এই মন্ত্রটিতে প্রকৃতির মধ্যে, গাছগাছালির মধ্যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠানকে স্মরণ করা হয়েছে। বিশ্বচরাচরের মাঝে সবুজ তরু-লতা-গুল্ম নিয়ে যে ধরিত্রী বিরাজমান, তার সেই সরস, সজল শ্যামলিমার মধ্যে নিহিত রয়েছে বিধাতার সত্তা, বিধাতার পরিচয়। তেমনি, সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা ভূমিকেই না মানুষ প্রাণভরে ডাকে মা বলে। অন্তত ভারতবর্ষে চিরকাল থেকে আমরা তো প্রকৃতির মধ্যে দেবতাকেও খুঁজেছি, মা-কেও চিনেছি। প্রকৃতির মধ্যেই প্রাণের স্ফূর্তি ও পূর্ণতা সন্ধান ও কর্ষণ করাই ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শ। আজ অবশ্য আমাদের আধুনিক সমাজ সামনে ছুটে চলেছে সব পিছুটান ছাড়িয়ে । তবু পুরনো ধাঁচের ভাবনাগুলো অনেকের মনে উঁকিঝুঁকি দেয়; ভাবতে ভালো লাগে প্রকৃতি কী ভাবে ঐশ্বর্যে ভরিয়ে দেয় জীবন!

আজ লক্ষ-কোটি বছর ধরে গড়ে ওঠা প্রকৃতির আশ্রয় আমাদের পক্ষে কেমন ভাবে ক্ষয় হয়ে চলেছে তার নানান ইঙ্গিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে নিয়মিত উঠে আসে। কিছুকাল আগে আন্তর্জাতিক স্তরের গবেষণা-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বিদেশের বিজ্ঞানীদের কিছু গবেষণালব্ধ তথ্যের বৃত্তান্ত। এক কথায় তার মর্ম, সমীক্ষিত কিছু ভৌগলিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সবুজ গাছপালারা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নিজেদের খাদ্য উৎপাদনের ও অক্সিজেন (অম্লজান) তৈরির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে এটা ঘটছে। বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসেবে সংবাদটি বৃহত্তর লোকবৃত্তে সচেতন জনমানসের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নানান সংবাদমাধ্যমে এই খবর উঁকিঝুঁকি দিয়েছে বটে, কিন্তু এর তাৎপর্য নিয়ে মাথা ঘামাবার ইচ্ছে ক'জনের আছে? জীবজগতের এবং অবশ্যই মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে বিশেষ অর্থবহ এই বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ। পৃথিবীতে তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট সংখ্যায় গাছপালারা যদি এই স্বকীয় ক্ষমতাটি পূর্ণতঃ বা অংশতঃ হারিয়ে ফেলতে থাকে, আর আমরা থাকি উদাসীন, তবে ঐ শোনা যায় সেই সুর, 'মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর'। আমোদে প্রমত্ত আর জাগতিক প্রগতির নেশায় ধাবমান মানবসমাজকে এক ক্রান্তিলগ্নের মুখে এসে আজ থমকে দাঁড়াতে হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের যে সহজ পাঠ প্রথম দিকে পায় তার মধ্যেই জীবনবিজ্ঞানের এক প্রধান অঙ্গ হিসেবে তারা শিখে থাকে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটির বিষয়। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সবুজ উদ্ভিদ ক্লোরোফিলের সাহায্যে বায়ু থেকে টেনে নেওয়া কার্বন-ডাইঅক্সাইড (অঙ্গারাম্লজান) ও মাটি থেকে শোষিত জল-কে ব্যবহার করে যে পদ্ধতিতে নিজের দেহমধ্যে শর্করা উৎপাদন করে আর বাতাসে অক্সিজেন ছাড়ে, সেই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া (ফোটোসিন্থেসিস্) শুধু গাছপালার খাবার নয়, পরোক্ষে প্রাণিকুলেরও আহার যোগায়। আর যোগায় সবার প্রশ্বাসের অক্সিজেন । সবুজ গাছপালাদের এই জৈবপ্রক্রিয়ার ক্ষমতা জীবলোকের অস্তিত্বের ও ক্রমবিবর্তনের ভিত্তিশিলা। যে ভাস্বর সূর্য আমাদের সব শক্তির উৎস, যে জ্যোতিষ্ক তার তাপ ও কিরণ নিরন্তর বিলিয়ে দিয়ে পার্থিব জগতে প্রাণের স্পন্দনকে জাগিয়ে রাখে, সেই দেবসম হিরণ্ময় নক্ষত্রটির সঙ্গে জীবজগৎ তথা মানুষের বাস্তব সম্পর্কের প্রধান সূত্র হল এই সালোকসংশ্লেষ। দৈনন্দিনভাবে এই চলিষ্ণু সম্পর্কসূত্রটির দ্বারা রচিত ও রক্ষিত হয়ে চলে সূর্য ও পার্থিব প্রাণের মধ্যেকার নাড়ীর যোগ।

আজ বিশ্বে পরিবেশগত ও প্রাকৃতিক পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, প্রাণজগৎ ও সূর্যের মাঝের এই যে সেতু, সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া, তার অস্তিত্ব ও ক্রিয়াশীলতা বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এই বিপন্নতার বার্তা যখন বিজ্ঞানীদের গবেষণার মধ্য দিয়ে এখন সুনির্দিষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে, মানুষের সমাজ ও সভ্যতার জন্যে তাকে এক তাৎপর্যপূর্ণ সঙ্কেত হিসেবে নিয়ে সার্বিক মনোযোগ দিতে হবে। কোনও ভৌগলিক অঞ্চলে গাছের সালোকসংশ্লেষ ক্ষমতা নষ্ট হওয়া মানে গাছেদের মৃত্যু, অরণ্যের মৃত্যু, বাস্তুতন্ত্রের বা ইকোসিস্টেমের মৃত্যু । কৃষির ক্ষেত্রেও ক্রমে এর ক্ষতিকর ফলাফল দেখা দেবে। বায়ুমণ্ডলে ধাপে ধাপে তাপমাত্রা বেড়ে চলা আসলে মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক আচরণের ফল। প্রকৃতির দায় এতে নগণ্য। মানুষের অস্তিত্ব ও কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি ও প্রভাব ভুবনজোড়া। তাই আবহমণ্ডলে তাপমাত্রা বাড়ে সারা পৃথিবী জুড়েই; সে-কারণে দিকে দিকে দেখা দেবে একই রকম ক্ষয়। পরিণামে ক্রমশঃ সমগ্র পার্থিব প্রকৃতির মুমূর্ষুতা স্বাভাবিক। আসলে এ সব কিছুর মূলে আধুনিক মানব সভ্যতার দুর্দান্তগতি ইঞ্জিনটির উত্তাপ, আর আমাদের প্রকৃতি-অতিক্রমী স্পর্ধিত দর্পের তাপ। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের দুরন্ত আধুনিক জীবনযাত্রা তার কৃত্রিম, যান্ত্রিক এবং ভোগবাদী অগ্রগতিকে কিছুটা সংবরণ করে একটু ঠাণ্ডা হয়ে জিরোবে, ততক্ষণ পৃথিবীর উষ্ণতাবৃদ্ধি কেউ আটকাতে পারবে না। নির্মম শোষণে ও দূষণে পার্থিব প্রকৃতিকে রিক্ত ও কলুষিত করে তার চিতাশয্যা রচনা করাই কি মানুষের শেষ কৃতিত্ব হয়ে দাঁড়াবে?

মানব সমাজ আজ বড় নির্মম; মানুষের রুচির মধ্যেও এসে পড়েছে অনেক কৃত্রিমতা; তারা প্রকৃতির প্রতি মমতা পোষণ করবে শুধু প্রকৃতির জন্যই ভেবে, পার্থিব প্রকৃতিকে মাতৃসমা ভেবে , এই আশা আর করা চলে না। কিন্তু অন্ততঃ নিজেদের স্বার্থে এবং আত্মরক্ষার্থে মানুষকে প্রকৃতি সম্বন্ধে যত্নবান হতে হবে। উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াপ্রণালীর উপর আবহাওয়ায় অতিরিক্ত উষ্ণতাবৃদ্ধির ফল কালে কত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে চলেছে সেটা নিয়ে চিন্তা শুধু পরিবেশবিজ্ঞানী, উদ্ভিদবিজ্ঞানী আর কৃষিবিদরা করবেন, এই ভেবে বৃহত্তর সমাজ নির্বিকার থাকার কোনও অবকাশ নেই। সব মানুষের দায় রয়েছে, কারণ মানুষ প্রজাতির সর্বব্যাপী অস্তিত্ব ও সর্বগ্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিণামে পরিবেশ হয়ে উঠেছে বিকারগ্রস্ত। এ পর্যন্ত যে পরিমাণ বন-জঙ্গল কেটে সাফ করা হয়েছে বিশ্বে, আর যে পরিমাণ জ্বালানি পুড়িয়ে আকাশ-বাতাসকে প্রচণ্ডভাবে দূষিত করে তোলা হয়েছে, তাতে পার্থিব আবহাওয়া ক্রমে গরম হয়ে উঠে এক সর্ববিনাশী অবস্থায় পৌঁছোবার উপক্রম করছে। উন্নত রাষ্ট্রগুলি বহু আগে থেকে সতর্ক হবার কোনও আন্তরিক উদ্যোগ নেয় নি; শুধু বক্তৃতা শোনা গেছে। আজও কার্যক্ষেত্রে সকল বড় দেশ সার্বিক ঐকমত্য নিয়ে পরিবেশের শুশ্রূষায় সম্পূর্ণ যত্নশীল হতে পারল কি? তার উপর দেশে দেশে লড়াই-যুদ্ধ ও সামরিক মহড়া স্থলে জলে আকাশে লেগেই রয়েছে। আধুনিক যুগের বিধ্বংসী যুদ্ধ শুধু কিছু মানুষ মারে তা নয়, যুদ্ধ হোক্ বা যে কোনও রকম সামরিক সঙ্ঘর্ষ, তার ব্যাপক প্রভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে নষ্ট হয় শ্যামল প্রকৃতি, ধ্বংস হয় গাছপালারা, খুবই দূষিত হয় আবহমণ্ডলের বায়ু-জল, আলোড়িত হয় সমুদ্র, উত্তপ্ত হয় আকাশ-বাতাস। অথচ যুদ্ধের কমতি নেই বিশ্বে, বরং দিন দিন তার বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে।

আমাদের দেশের ক্ষেত্রে কিছু কথা বিশেষ করে বলতে হয়। ভারতের মতো দেশ নিজস্ব সরল ও প্রকৃতি-মরমী জীবনাদর্শকে ভুলে পশ্চিমা দেশগুলির সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির ভোগবাদী চরিত্রকে নির্দ্বিধায় অনুকরণ করে ধরিত্রীকে নির্দয়ভাবে শোষণের দ্বারা সীমাহীন জাগতিক উন্নতি, জৌলুস ও ভোগবিলাসের ব্যবস্থা করাকেই দেশ ও সমাজের কর্তব্য বলে মেনে নিতে কুণ্ঠিত হয় নি। ভোগবাদী উন্নতির নেশায় আমাদের সমাজব্যবস্থাও আজ আপ্লুত। বিপুল জনসংখ্যার চাপে ভারগ্রস্ত ভারতের পক্ষে অনন্ত জাগতিক প্রগতির পশ্চিমা মডেল আরোই অপ্রযোজ্য। প্রচুর জীবাশ্ম-ভিত্তিক জ্বালানি পুড়িয়ে বায়ুর দূষণ বৃদ্ধি করে আবহমণ্ডলের উষ্ণতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে নিজের দায়ভাগ কমাতে হলে উন্নতিমুখী দেশে জনস্ফীতির চাপ কমানো যে বিশেষ প্রয়োজন, সেটা কোনও দুর্বোধ্য তত্ত্ব নয়। অথচ সে বিষয়ে আমাদের দেশ ভাষণ-বক্তৃতার বাগাড়ম্বরের বেশি আর কতটুকু এগোতে পেরেছে? পৃথিবীতে, বিশেষতঃ আমাদের মতো দেশে, মানুষের জনসংখ্যা সীমিত হয়ে বৃক্ষসংখ্যা বাড়া দরকার। আর সেই বৃক্ষেরা যেন পরিবেশে বেঁচে থাকার নির্মল রসদ পর্যাপ্ত পরিমাণে পেতে পারে সেটা মানুষকেই সুনিশ্চিত করতে হবে, যদি মানুষ নিজে বাঁচতে চায়। প্রকৃতির দেবার ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অসংখ্য মানুষের অবিরাম উপভোগের জন্যে অনন্তকাল ধরে অসীম উপকরণের আয়োজন করে চলা যাবে না , এই সত্যটি মেনে নিতে যত দেরি করা হবে ততই বিনাশের দিকে এগিয়ে যাওয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা সর্বনাশের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু চোখ মেলে দেখতে চাইছি না কোথায় এসে দাঁড়িয়ে গেছি। নিজেদের বিপদটাও যারা বুঝতে চায় না, নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থের জন্যেও যারা হুঁশে ফিরতে রাজি নয়, তাদের জন্য ধরিত্রী কাঁদতে পারে, তারা কোনোদিনই ধরিত্রীর জন্য কাঁদবে না। তবে নিজেদের জন্য কাঁদবার দিন হয়তো সামনেই আসছে। নিকোবরে সাগর-ঘেরা সবুজ দ্বীপভূমিতে লক্ষ লক্ষ বৃক্ষতরু নিধন করে উদ্যোগ প্রকল্পের পরিকল্পনা কিংবা হিমালয়ে অকুণ্ঠ স্পর্ধায় পার্বত্য প্রকৃতি ধ্বংস করে নগর-বিকাশের পরিকল্পিত অভিযান, এ সবকিছুই আমাদের কোন্ নিকষ কালো ভবিষ্যতের শূন্য গহ্বরের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে তা নিয়ে ভাবতে গেলে কিছু হুঁশ অবশিষ্ট থাকতে হয়। নেশামুক্তি না হলে অবশ্য হুঁশ ফেরে না।

'বিপদের নাম ডিজিটাল অ্যারেস্ট'

তন্ময় সিংহ

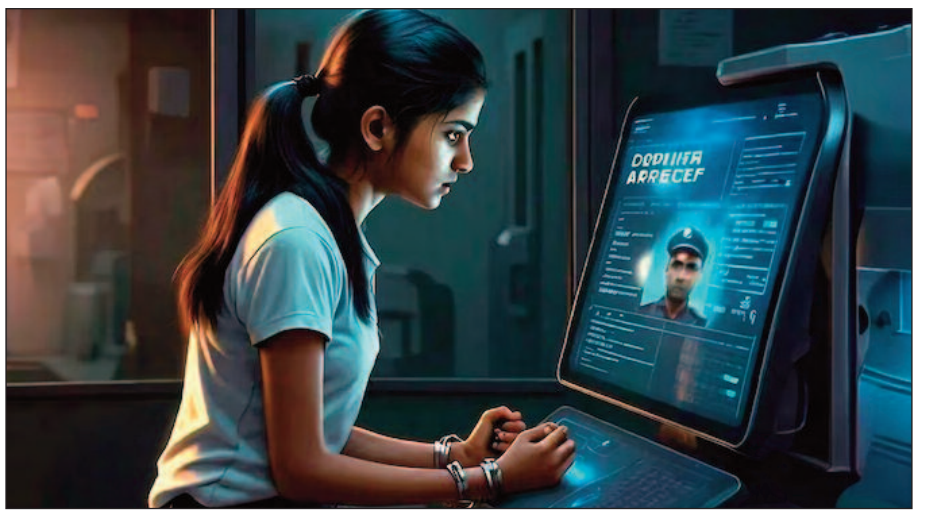

বিপদ আমাদের মধ্যে ছিলই, আমরা প্রতারিত হচ্ছিলাম আমরা আইনের কড়া নাড়ছিলাম। কিন্তু কখনোই সেই জায়গাটা তৈরি হচ্ছিল না যাতে সারা ভারতব্যাপী এই বিপদ সম্পর্কে একটা সচেতনতা তৈরি করা যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তার মন কি বাত অনুষ্ঠানে এই বিপদ সম্পর্কে আলোচনা করে অন্তত সারা ভারতবাসীকে সচেতন করে দিলেন যে মোবাইলের নতুন মোবাইলে ডিজিটাল অ্যারেস্ট হওয়ার ভয় পাইয়ে যে অ্যারেস্ট না করার জন্য টাকা দাবি করা হচ্ছে তা আসলে ভুয়ো। কতগুলো উদাহরণ দিলেই আমরা বুঝতে পারব কিভাবে আমরা এই স্ক্যামের মাধ্যমে নিজেরা প্রতারিত হচ্ছি।

অনলাইনে সব জিনিস কিনে অস্মিত, মোবাইলে ট্র্যাক করা কুরিয়ার সার্ভিসকে তার বহুদিনকার অভ্যাস। হঠাৎ করে তার মোবাইলে মেসেজ আছে যে আপনার ঠিকানা আপডেট না করার জন্য আমরা ডেলিভারি করতে পারছি না। চিন্তিত হলেও অস্মিত ফোন করে কাস্টমার কেয়ারে, ফোন করার পর কাস্টমার কেয়ারে অ্যাড্রেস আপডেট করতে গিয়ে হয় বিপদ, প্রথমে অ্যাড্রেস আপডেট করার পর ও টিপি আছে ওটিপি দিয়ে দেয়ার পর হয় বিপদ। অস্মিত দেখে সামরিক পোশাকে সজ্জিত একদল লোক যাদের মাথার উপর সরকারি প্রতীক তারা ভিডিও কলে তাকে জানাচ্ছে যে আপনি ড্রাগস এর অর্ডার দেন, অনলাইন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে। আমরা বহুদিন ধরে আপনার সন্ধানে আছি আমরা আপনার বাড়ি আমরা ট্র্যাক করে ফেলেছি কিছুক্ষণের মধ্যেই স্পেশাল ফোর্স আপনার বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে। মাথায় হাত অস্মিতের। ফোনের কল কাটার মতন ক্ষমতা তার নেই ফোন পুরোপুরি হ্যাক করে নিয়েছে ওই সংস্থা। অস্মিত বুঝতে পারে তার মান সম্মান ইজ্জত সব এবার বরবাদ হয়ে যাবে। করুন স্বরে প্রার্থনা করে যে আমি দোষী না হলেও বলুন আমাকে কি করতে হবে। শেষ পর্যন্ত এক লক্ষ টাকা অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফার করতে বাধ্য হয় অস্মিত।

পরের ঘটনাটাও একই রকম। অনলাইনে মাল কেনার পর, কুরিয়ারের ডিটেলস পাই প্রিয়াংকা। তারপরে একদিন হঠাৎ তার ফোনে আসে ফোন, জানানো হয় ওই কুরিয়ার কোম্পানি থেকে পার্সেল ডেলিভারি না হওয়ার জন্য ফোন করা হয়েছে । আপনার বাড়ি আমাদের ডেলিভারি ম্যান খুঁজে পাইনি তাই আপনি যদি পুনরায় ডেলিভারি চান তাহলে 'এক' টিপুন। নিঃসন্দেহে এক টেপার পরে ফোনে আসে ওটিপি, পরিষ্কার ওই কুরিয়ার কোম্পানি থেকে আসা ওটিপি নিশংসয়ে শেয়ার করার পর প্রিয়াঙ্কাকে জানানো হয় বোম্বে ডক ইয়ার্ডে একটি সরকারি সংস্থা তার কুরিয়ার আটক করেছে কুরিয়ারের মধ্যে ড্রাগস ছিল। মানসিক ভাবে চাপ দেয়া শুরু হয় শেষ পর্যন্ত প্রিয়াঙ্কা চাপের কাছে নতিস্বীকার করে সমঝোতা করে ২৫ হাজারে নিজের সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য।

পরের ঘটনাটিও একই রকম ফেসবুকে হঠাৎ করে ভিডিও কল আসে রাকেশের। এক মহিলা ভিডিও কল করে কথা বলতে শুরু করার সাথে সাথে উলঙ্গ হয়ে যায় এবং বলে তার সাথে এই ভিডিও কলের ছবি ভাইরাল করে দেবে তার পরিচিত মহলে এবং স্ক্রিনশট পাঠাতে শুরু করে তার বন্ধুবান্ধবদের কাছে। ভিডিও তে চলে আসে সরকারি আধিকারিকদের ছবি রাকেশ কে জানানো হয় যে সে সেক্স রাকেট এর সাথে যুক্ত অবিলম্বে যদি না সে জরিমানা দেয় তাহলে তাকে অ্যারেস্ট করা হবে এবং বোম্বের কোর্টে প্রডিউস করা হবে। শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার দিয়ে সে যাত্রায় রক্ষা পায় রাকেশ।

কোভিড পরবর্তী পৃথিবীতে মানুষ দাস হয়ে গেছে মোবাইলের। সারাদিন প্রত্যেকে মোবাইলে বন্দী। কারো সময় কেটে যাচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা রিল দেখে, কারো অনলাইনে বিভিন্ন শপিং সাইট সার্ফ করে আবার কারো বিভিন্ন অনলাইন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজ দেখে। শৈশব ও কৈশোর ও বন্দী হয়ে গেছে মোবাইলে বিভিন্ন গেম এর চক্করে অথবা পর্নের বিভিন্ন সাইটে। এরই সাথে সাথে সক্রিয় হয়েছে জামতাড়া গ্যাং মতো দেশি বিদেশি স্ক্যামার রা। টেলিগ্রামে পয়সার হাতছানি, কখনো ক্রিপ্টো কারেন্সি কখনো বিভিন্ন বেটিং সাইট থেকে পয়সা রোজগারের হাতছানি, সহজেই সফট টার্গেট পেয়ে যাই এই ধরণের স্ক্যামাররা।

কিন্তু এই 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' মোবাইলের দুনিয়ার নতুন বিপদ। এখানে আপনার ফোনে ভিডিও কলে আপনাকে আটকে রেখে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করবে স্ক্যামাররা যেখানে আপনি দেখতে পাবেন সরকারি আধিকারিকদের অফিস, সরকারি বিভিন্ন প্রতীক এবং সকলেই নির্দিষ্ট পোশাকে সুসজ্জিত। আপনি বুঝতেই পারবেন না যে এরা আসলে স্ক্যামার। আমাদের প্রাচীন প্রবাদ ক্ষুব্বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘাক্ষু। আমরা খুব সহজেই তাই এই আইনি ঝামেলার থেকে বাঁচতে যেকোনো সহজ পথ এবং অনেক সময় ঘুর পথে সমঝোতাতেও রাজি হয়ে যায়। স্ক্যামাররা আমাদের এই স্বভাবত প্রবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' কে এই ২০২৪ ও ২৫ সবচেয়ে বড় বিপদ হিসেবে সারা পৃথিবীর সর্বোচ্চ জনসংখ্যার দেশের কাছে পরিণত করেছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে পূজার দিনগুলিতে মানুষকে সাবধান করতে হয়েছে এবং সচেতন করতে হয়েছে এই ক্ষুদ্রডিজিটাল অ্যারেস্টক্ষু সম্পর্কে এবং আবেদন করতে হয়েছে এতে পা না দেওয়ার।

প্রধানমন্ত্রী বার্তা দেওয়ার পর তার 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে, দেশজুড়ে এই স্ক্যামারদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। লাওস, কম্বোডিয়া, মায়ানমার প্রভৃতি দেশ থেকে এই স্ক্যাম চালাচ্ছে বলে জানাচ্ছে সাইবার পুলিশ। তাদের বিভিন্ন ডকুমেন্ট জাল করে ডিজিটাল অ্যারেস্ট মেমো জারি করছে স্ক্যামাররা। এখন পর্যন্ত ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রেকর্ড থেকে পাওয়া গেছে ২০২৪ এ শুধুমাত্র প্রায় একশ কুড়ি কোটি টাকা ফ্রড হওয়ার খবর আনুষ্ঠানিকভাবে জমা পড়েছে এই 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' এর মাধ্যমে। একটি সারা দেশের সাইবার সেল ও ১৯৩০ নির্দিষ্ট নাম্বার এই প্রতারণা রোধের জন্য গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেও বেড়ে চলেছে এই ঘটনা। তাহলে উপায়। আমাদের ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' বলে কোন শব্দবন্ধ আমাদের ভারতীয় আইনে নেই। তাই আপনার কাছে ফোন এলে আপনি নিশ্চিত থাকুন এটা সম্ভব নয়। এরপরেও আপনার ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে আপনাকে ওরা ভীত করলেও, আপনাকে চিন্তা করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোনভাবেই ওই চাপের কাছে এবং ওনাদের লোক দেখানো সেটআপের সামনে মাথা না নোওয়ানোর। শুধুমাত্র ব্যাপক সচেতনতা সমস্ত মোবাইল গ্রাহকদের মধ্যে গড়ে তুলতে পারলেই আমরা এই 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' নামক স্ক্যামারদের কে বেকার করে দিতে পারব। দিনের শেষে আমাদের মনে রাখতে হবে সবচেয়ে বড় সত্যটা ফোনে বা ভিডিও কলে আমাকে কেউ অ্যারেস্ট করতে পারবে না ভারতের সংবিধান কাউকে সেই অধিকার দেয়নি।

মতামত: লেখকের নিজস্ব

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অনলাইনে সহজে এসআইআর ফর্ম পূরণে দুর্গাপুর মহকুমা শাসকের বিশেষ উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: অনলাইনে সহজে এসআইআর ফর্ম পূরণে দুর্গাপুর মহকুমা শাসকের বিশেষ উদ্যোগে জনগণের সুবিধা বৃদ্ধি। দুর্গাপুর মহকুমার বাসিন্দারা যাতে অনলাইনে নির্ভুলভাবে নিজেরাই এসআইআর ফর্ম পূরণ করতে পারেন তা নিয়ে সোমবার দুপুর দেড়টায় বিশেষ সাংবাদিক বৈঠক করলেন মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস। তিনি জানান, নাগরিকরা এখন সরাসরি উড্রন্থত্রন্দ্.ত্রহ্ন.ড্রহ্ন: ওয়েব সাইটে গিয়ে অথবা 'ইসিআইনেট' অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে নিজের নাগরিকত্ব সম্পর্কিত তথ্য যাচাই ও এসআইআর ফর্ম পূরণ করতে পারবেন। মহকুমা শাসকের কথায়, এপিক কার্ডে ফোন নম্বর আগে থেকে সংযুক্ত না-থাকলেও চিন্তার কারণ নেই। অনলাইন পোর্টালে ঢুকে সরাসরি ফোন নম্বর সংযোজন করা সম্ভব। এমনকি একটি মোবাইল নম্বর থেকে একাধিক নাম এন্ট্রি করা যাবে। তিনি আরও স্পষ্ট করে জানান, অনলাইন এন্ট্রির সঙ্গে অফলাইন এসআইআর ফর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। এটি শুধুমাত্র মানুষের সুবিধা বাড়াতে এবং ভুলত্রুটি কমাতে সরকারের একটি উদ্যোগ। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট বুথে বিএলও-রা অফলাইনে ফর্ম সংগ্রহ করছেন এবং সেগুলির তথ্য অনলাইনে আপলোড করার দায়িত্বও তাঁদেরই। দুর্গাপুর মহকুমা প্রশাসনের এই ডিজিটাল উদ্যোগে সাধারণ মানুষের সুযোগ-সুবিধা যেমন বাড়বে, তেমনি ভুল তথ্য জমা দেওয়ার সম্ভাবনাও অনেক কমে যাবে।

এসআইআর আতঙ্ক কাটাতে ফর্ম ফিলাপ করে সাহায্যদান বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সকাল থেকে রাত, প্রতিটি ক্যাম্পে বসে সাধারণ মানুষকে সাহায্য। ভুল দেখলে ল্যাপটপে সাইট খুলে ঠিক করে দিচ্ছেন বিধায়ক ডা. খগেন্দ্রনাথ মাহাতো। নিজে চেয়ারে বসে সাধারণ গ্রামবাসীর ফর্ম ফিলাপ করে দিচ্ছেন 'বিধায়ক ডাক্তার'। আর সেই দৃশ্য দেখতে ভিড় জমেছে প্রতিটি ক্যাম্পে। গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো গত কয়েকদিন ধরে গোপীবল্লভপুর বিধানসভা এলাকার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন, শুধু মানুষের ফর্ম ফিলাপ ঠিকঠাক করতে সাহায্য করার জন্য। এসআইআর নিয়ে দলীয় নির্দেশ পাওয়ার পর এতদিন তিনি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন বিএলএ-২ সদস্যদের। এবার নিজেই মাঠে নেমে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাধারণ মানুষকে ফর্ম ফিলাপ করিয়ে দিচ্ছেন। দলীয় কর্মীদের দিয়ে প্রতিটি এলাকায় ফর্ম ফিলাপ ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। আর প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেই সব ক্যাম্পে উপস্থিত থাকছেন বিধায়ক ডা. খগেন্দ্রনাথ মাহাতো। কোথাও ভুল হলে সঙ্গে সঙ্গে সাইট খুলে ঠিক করে দিচ্ছেন তিনি। কোথাও সমস্যা হলে নিজে পৌঁছে গিয়ে সমাধান করছেন।

তাঁর এই ব্যক্তিগত উদ্যোগে এসআইআর নিয়ে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল, তা অনেকটাই দূর হয়েছে বলে দাবি গ্রামবাসীর। তাঁদের কথায়, 'ডাক্তারবাবু নিজে বসে সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন, নিজের হাতে ফর্ম ফিলাপ করে দিচ্ছেন, আর তাতে আমাদের ভয়টাই কেটে গেছে।' দলীয় কর্মীদের মতে, আগে যেমন ডাক্তারি করার সময় মানুষের পাশে থাকতেন, এখন বিধায়ক হয়েও ঠিক একইভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছেন তিনি। তাই গ্রামবাসীদের মুখে এখন একটাই কথা, 'আমাদের ডাক্তারবাবুই ভরসা।' গোপীবল্লভপুর বিধানসভার সাঁকরাইল ব্লক, ঝাড়গ্রাম ব্লক ও গোপীবল্লভপুর ২ নং ব্লকের একাধিক অঞ্চলে ও বুথে বুথে ছুটছেন বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো।

ATTENTION TO THE RESPONDENTS
BEFORE THE HON'BLE NCLT, AHMEDABAD BENCH – II

IN THE MATTER OF:

Mr. Ajit Kumar, Resolution Professional of Eskay K 'N' 'IT' (India) Limited

…Applicant

Vs.

Suspended Board of Directors of Eskay K 'N' 'IT' (India) Limited & Ors.

…Respondents

IA No. 1788 of 2024 in CP (IB) No. 420 of 2018

Whereas, the captioned IA notice was issued on 10.03.2025 by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Ahmedabad and the Respondents herein have failed to appear thereafter.

The Hon'ble NCLT, Ahmedabad has now vide order dated 10.11.2025 directed issuance of this public notice. The Respondents are hereby called upon to appear before the Hon'ble NCLT, Ahmedabad Bench – II on 07.01.2026, either in person or through authorised representative.

Ajit Kumar Resolution Professional of Eskay 'K' 'N' IT (India) Limited, 305, Ocus Quantum, Sector 51, Gurugram – 122003	**…Applicant**
VS	
Express Suiting Private Limited Office No. 122, 1st Floor, Paras Center A, Tata Road No.2, Opera House, Mumbai - 400004	**…Respondent No.1**
Kausar Textiles Private Limited 27A, Mezzanine Floor, Swadeshi Mill Building, Plot NO. 80/84, JSS Road, Opera House, Girgaon, Mumbai - 400004	**…Respondent No.2**
Asahi Industries Limited Ecomax Musrane, Tal. Wada, Thane - 421312	**…Respondent No.3**
Coral Conpro Private Limited 304, AIPHINE Apartments, Rajan Nagar, Samarvani, Silvassa – 396230	**…Respondent No.4**
Kaushal Logistics Private Limited RM-81, Sudarshan Nagar, MIDC, Phase II, Dombivali (East), Thane - 421201	**…Respondent No.5**
Madhu Crimpers Private Limited Office No. 122, 1st Floor, Paras Center A, Tata Road No.2, Opera House, Mumbai – 400004	**…Respondent No.6**
Everlong Trading Private Limited Flat No. 304, Cosmicity Jupiter H No. 1615/20 Type – C, Sayli, Silvassa, DN - 396230	**…Respondent No.7**
Avon Realcon Private Limited Gala No. 105, Everest Industrial Estate, Near 66 KVA Power Substation, Amil, Silvassa, DN - 396230	**…Respondent No.8**
Vignaharta Corrugators Private Limited RM 81, Sudarshan Nagar, MIDC, Phase II, Dombivali (East) – 421201	**…Respondent No.9**
Kanha Textiles Private Limited Paras Center A, Office No. 127, 1st Floor, Tata Road No.2, Opera House, Mumbai – 400004	**…Respondent No.10**
Wellworth Apparels Private Limited Office No M2, Mezzanine Floor, Pearl Plaza, Tata Road No.2, Opera House, Mumbai - 400004	**…Respondent No.11**
Glean Trading Private Limited A-1, Flat No. 303, Anand Nagar Tokarkhada Khanvel Road, Silvassa, DN – 396230	**…Respondent No.12**
Avazy Realcon Private Limited Gala No 106, Everest Industrial Estate, 1st Floor, Near 66 KVA Power Substation, Amli Silvassa, DN - 396230	**…Respondent No.13**
Dhruvi Properties Private Limited Paras Center A, Officer No. 127, 1st Floor, Tata Road No. 2, Opera House, Mumbai – 400004	**…Respondent No.14**
Kothari Global Limited 207 Maharshi Debendra Road, Kolkata – 700007	**…Respondent No.15**
NTC (Joint Venture) Scope Complex, Core-IV, 7, Lodhi Road, New Delhi – 110003	**…Respondent No.17**
Royal CompServices Private Limited RM – 81, Sudharshan Nagar MIDC, Phase II, Dombivali (East) Thane – 421201	**…Respondent No.18**
Narayan Ramchandra Ghumatkar 1/19, 676, Jariwala Building, N.M. Joshi Marg, Byculla Station, VJB Udyaan, BYC, Mumbai – 400027	**…Respondent No.19**
Shambhu Singh Trivendra C-304, Chandrwsh Avenue Lodha Heaver, Nilie, Dombivali (East) Kalyan – 421201	**…Respondent No.20**
Jaiprakash Atmaram Mishra A-801, Royal Residence, Puna Link Road, Vittalwadi Station, Katemanivali, Kalyan (East) - 421306	**…Respondent No.21**

TAKE NOTICE that in default of your appearance on the specified day the matter may be heard and determined in your absence in accordance with the provisions of law.

Date: 16/11/2025

Sd
AJIT KUMAR
Resolution Professional
Eskay K 'N' 'IT' (India) Limited

IN THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
AHMEDABAD
SPECIAL BENCH
COURT-2
ITEM No.224-IA/1788(AHM)2024 in CP(IB) 420 of 2018

Proceedings under Section 7 IBC
IN THE MATTER OF:
Bank of India ....Applicant
V/s
Eskay K 'N' IT (India) Ltd ....Respondent
Order delivered on: 10/03/2025

Coram:
Mr. Shammi Khan, Hon'ble Member(J)
Dr. Velamur G Venkata Chalapathy, Hon'ble Member(T)
PRESENT:
For the Applicant : Mr. Atul Sharma, Adv.
For the Respondent :

ORDER

IA/1788(AHM)2024
Heard Ld. Counsel for the applicant.
Ld. Counsel for the applicant is directed to issue notice to respondents.
List for regular Bench on 13.05.2025.

Sd/-
DR. V. G. VENKATA CHALAPATHY
MEMBER (TECHNICAL)

Sd/-
SHAMMI KHAN
MEMBER (JUDICIAL)

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.

কর্পোরেট অফিস /হেড অফিস : জিআইসিএইচএফএল, ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, জে. টি. রোড, অ্যাস্টোরিয়া হোটেলের পাশে, চার্চগেট, মুম্বাই, ৪০০ ০২০ টেলিফোন (০২২) ৪৩০৪১৯০০/২২৮৫১৭৬৫/৬৬/৬৭
ইমেল Corporate@Gichf.com ওয়েবসাইট www.gichfindia.com
কলকাতা শাখা : জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি. রয়েল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, ৫, এন.এস. রোড, ১ম তল, জিপিওর বিপরীতে, কলকাতা ৭০০০০১

স্বত্ব দখল নোটিশ
২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুলসের রুল ৮ এর সাব রুল (১) সংস্থান অধীনে বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত তারিখে ২০০২ সালের সারফেসি অইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের/ঋণগ্রহীতাদের নিম্নোক্তনাম্নীগণকে বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। আপনারা/ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে, ফলে জিআইসিএইচএফএল সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং সংশ্লিষ্ট রুলের সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদের স্বত্ব দখল নিয়েছেন নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	লোন ফাইল নং/ ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	দাবি নোটিশের তারিখ	স্বত্ব দখলের তারিখ
১.	আশিস চক্রবর্তী এবং সুনন্দা চক্রবর্তী WB0070610002046	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট সমুদয় ৩য়তল পরিমাপ ৯০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত মৌজা : বেহালা, পরগনা : বালিয়া, জেএল নং ২, আরএস নং ৮৩, তৌজি নং ৩৪৬, অংশ আরএস দাগ নং ৬৩৯৪, খতিয়ান নং ১০৮৯, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত প্রেমিসেস নং ১৯৫৩, জয়রামপুর জলা রোড, থানা : পর্ণশ্রী, পিন : ৭০০০৬০,ওয়ার্ড নং ১২৯, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।	২৩,৫৪,৭১২ টাকা ১২.১১.২০২৫ অনুযায়ী (আইনি চার্জ বহির্ভূত)	২০.০৭.২০২২	১২.১১.২০২৫ (ঋণগ্রহীতা কর্তৃক সম্পত্তি সমর্পিত হয়েছে)

এই নোটিশের পাশাপাশি, ঋণগ্রহীতাকে অবহিত করা হচ্ছে যে, জিআইসিএইচএফএল এখন সারফেসি আইন ২০০২ এবং এর অধীনে থাকা নিয়ম অনুসারে উপরে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের আগে করবে।
ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি/সুরক্ষিত সম্পদ বা এর কোনও অংশ নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং উক্ত সম্পত্তি/সুরক্ষিত সম্পদ নিয়ে যে কোনও লেনদেন করলে সম্পত্তি/সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে উপরে উল্লেখিত পরিমাণের জন্য জিআইসিএইচএফএল-এর চার্জ প্রযোজ্য হবে যা সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত তার উপর অতিরিক্ত সুদ সহ প্রদেয়। এই নোটিশটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর নিয়ম ৮ (২) এর অধীনে প্রকাশিত হচ্ছে এবং সম্পত্তির স্পষ্ট স্থানেও আটকানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত সম্পদ খালাসের জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে, আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি।

তারিখ : ১৮.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
(CIN) L65190MH2004GOI1148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭ ফোন : (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭৪৪

দাবি নোটিশ

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান ১. রণজয় দে সরকার (ঋণগ্রহীতা) (এ/সি নং ০০৬১৬৭৫১০০০০৭৩৮২, ০০৬১৬৭৫১০০০০৭৪০৫ এবং ০০৬১৬৭৫১০০০০৭৩৯৯) ২. শ্রী সঞ্জয় রায় (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী জয়িতা রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা) (এ/সি নং ০০৬১৬৭৫১০০০০৫৯২০ এবং ০০৬১৬৭৫১০০০০৫৯৩৭) ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ঋণ খেলাপির জন্য বিধিবদ্ধ নোটিশ

১) যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সারফেসি আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত রুল ৩ এবং উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে (পরবর্তীতে উল্লিখিত ''উক্ত ঋণগ্রহীতা'') নোটিশে পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন, বিস্তারিত নিম্নে উল্লিখিত।
২) উল্লিখিত নোটিশটি ডাক কর্তৃপক্ষের দ্বারা অবণ্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে/ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা যথাযথভাবে স্বীকার করা হয়নি। তাই ব্যাঙ্ক সতর্কতা অবলম্বন করে দাবি নোটিশের এই প্রকাশনাকে কার্যকর করছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী, তাই, উক্ত আইন অনুযায়ী উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় এই নোটিশটি আটকে দিয়েছেন। উল্লিখিত নোটিশের অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পাওয়া যাবে এবং উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা, তারা চাইলে, অফিসের স্বাভাবিক সময়ে যেকোনো কাজের দিনে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে উল্লিখিত কপিগুলো সংগ্রহ করতে পারেন।
৩) উপরের পটভূমির বিরুদ্ধে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল, আবারও, ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে অর্থপ্রদান করার জন্য, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, ঋণ এবং অন্যান্য নথির অধীনে নীচে দেওয়া হিসাবে নির্দেশিত/প্রদেয় পরিমাণ। ঋণের যথাযথ পরিশোধের জন্য নিরাপত্তা হিসাবে, নিম্নোক্ত সিকিউরিটিগুলি আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কাছে বন্ধক/দায়বদ্ধ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক নিম্নোক্ত মতে।

১) ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২) অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) এনপিএ তারিখ ৩) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ ৪. পেস্টিংয়ের তারিখ	সম্পত্তির বিস্তারিত
রণজয় দে সরকার (ঋণগ্রহীতা)। ২. ০০৬১৬৭৫১০০০০৭৩৮২, ০০৬১৬৭৫১০০০০৭৪০৫ এবং ০০৬১৬৭৫১০০০০৭৩৯৯	১) ২৭.০৮.২০২৫ ২) ১১.০৫.২০২৫ ৩) ২০,৭৭,২২০.৪১ টাকা (কুড়ি লাখ সাতাত্তর হাজার দুশো কুড়ি টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা) ১০.০৫.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৯.০৫.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ১০.০৫.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ ব্যয় এবং চার্জ সহ ৪) ১৩.১১.২০২৫	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ব্যাঙ্কের অনুকূলে সম্পত্তির বিস্তারিত : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ১২ শতক অবস্থিত মৌজা : জগন্নাথপুর, জেএল নং ১৬২, হাল তৌজি নং ১২, এলআর খতিয়ান নং ৬৪২/১ বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১১৮২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৮৭/১৪৪১, থানা : চাকদহ, জেলা : নদিয়া, দুবরা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, চৌহদ্দি :উত্তরে :শ্যামাপদ দে সরকার এর খালি জমি;দক্ষিণে : মিনতি দে সরকার এর খালি জমি; পূর্বে : অখিল দে সরকারের খালি জমি; পশ্চিমে : নীলমণি দে সরকার এর খালি জমি। তদস্থিত সকল নির্মাণ সমুদয়।

১) ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২) অ্যাকাউন্ট নাম্বার	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) এনপিএ তারিখ ৩) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ ৪. পেস্টিংয়ের তারিখ	সম্পত্তির বিস্তারিত
শ্রী সঞ্জয় রায় (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি জয়িতা রায় (সহ ঋণগ্রহীতা)। ২. ০০৬১৬৭৫১০০০০৫৯২০ এবং ০০৬১৬৭৫১০০০০৫৯৩৭	১) ০৩.০৯.২০২৫ ২) ০৮.০৬.২০২৫ ৩) ২০,২০,০১৭.৬৫ টাকা (কুড়ি লাখ কুড়ি হাজার সতের টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা) ০৮.০৮.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৯.০৭.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং ১০.০৭.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ আদায় হওয়া পরবর্তী ৪) ১৩.১১.২০২৫	**দান দলিল নং ১-০৪২১-২০১৯ সালের।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি , শ্রীমা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং এ, উত্তর দিকে, ৪র্থতলে, মৌজা : কেরুলিয়া, ৮/৫১৩, ওল্ড ক্যালকাটা রোড, থানা : খড়দহ, এডিএসআরও-বারাকপুর, বর্তমানে সোদপুর, জেএল নং ৫, আরএস নং ১১, তৌজি নং ১৭২,আরএস দাগ নং ২৭৫, এবং ২৭৭, এবং এলআর দাগ নং ১১৫৯, আরএস খতিয়ান নং ৬১ এবং ৭৬, ওয়ার্ড নং ৭, হোল্ডিং নং ৮/৫১৩, ওল্ড ক্যালকাটা রোড,কল্যাণনগর, খড়দহ পুরসভা অধীন,জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১১২, চৌহদ্দি : উত্তরে : মজুমদার ভিলা; দক্ষিণে : প্রয়াত নগেন সোম এবং তার পুত্র এর ভবন; পূর্বে : মালিকের পুকুর এবং মজুমদার ভিলা; পশ্চিমে : ৩০ চওড়া ওল্ড ক্যালকাটা রোড। এবং তদস্থিত সকল একতলা এবং নির্মাণ বর্তমান এবং ভবিষ্যতে সমুদয়।

* আরও পরবর্তী চুক্তির হার/বকেয়া সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত তারিখ থেকে সম্মত মতে সম্পূর্ণ পরিশোধ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত আদায়যোগ্য।
৪) যদি উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা উল্লিখিত বকেয়া আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে প্রদান করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং রুল অধীনে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকি, শুল্ক এবং অন্যান্য দায়বদ্ধতা অধীনে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেবে।
৫) আরও, সময়ের সাপেক্ষে, আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য।
৬) উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের উক্ত সারফেসি আইনের অধীনে নিরাপদ সম্পদ হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ, তা বিক্রির মাধ্যমে, লিজ বা অন্যথায় আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই। যে কোনো ব্যক্তি যে আইন বা বিধির বিধান লঙ্ঘন করে বা লঙ্ঘন করতে সহায়তা করে সে আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে প্রদত্ত কারাদন্ড এবং/অথবা জরিমানার জন্য দায়বদ্ধ।

তারিখ : ১৮.১১.২০২৫, স্থান : কলকাতা **স্বা/-অনুমোদিত অফিসার**

KVB Karur Vysya Bank *Smart way to bank*

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
(ঘোষপাড়া শাখা) সুপার মার্কেট বিল্ডিং, ঘোষপাড়া পোস্ট বালি হাওড়া, পব - ৭১১২২৭
যোগাযোগ নং - ০৩৩২৬৭১৪০২৯
ইমেল : ghoshpara@kvbmail.com

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ই-নিলামের তারিখ ০৮.১২.২০২৫

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি., ঘোষপাড়া শাখা, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত ''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যেমন আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **০৮.১২.২০২৫ তারিখে** উশুলের জন্য নিম্নোক্ত বিবরণ মোতাবেক।

ক্রম নং ১ : ১) মেসার্স গঙ্গোত্রী কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী - শ্রী রাম আশিষ সিং, ঠিকানা - বালি, XIII সাপুইপাড়া, থানা - নিশ্চিন্দা, হাওড়া - ৭১১০০১, পশ্চিমবঙ্গ **২) শ্রীমতী সুনীতা সিং** (স্বামী - শ্রী রাম আশিস সিং) **(জামিনদাতা)** ৪৯/৫/২ই/এইচ৩, কার্ল মার্কস সরণি, পো - খিদিরপুর, সাউথ পোর্ট থানা, কলকাতা - ৭০০০২৩, পশ্চিমবঙ্গ। মোট বকেয়া : ৩১.১০.২০২৫ অনুযায়ী ১৭,৫৪,৩২০.৫৮ টাকা (সতের লাখ চুয়ান্ন হাজার তিনশ কুড়ি টাকা এবং আটান্ন পয়সা) পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ কাছ থেকে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সিমেন্টের মেঝে যুক্ত দোকান ঘর নং ৩, দক্ষিণ -পূর্ব দিকে, একতলায় এরিয়া পরিমাপ আনুমানিক ৪৩২ বর্গফুট মৌজা বালি জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ৭৬৩৪, এলআর দাগ নং ২৪৮২৫, খতিয়ান নং ৮৬৫৯, অবস্থিত সাপুইপাড়া, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : নিশ্চিন্দা (পূর্বতন বালি), জেলা : হাওড়া, পিন কোড : ৭১১২২৭, সম্পত্তি রাম আশিস সিং এর নামে।

সংরক্ষিত মূল্য : ১৮,০০,০০০ টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) : ১,৮০,০০০ টাকা	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০ টাকা

ক্রম নং ২ : ১) শ্রী শৈবাল কুমার রায়, পিতা প্রয়াত সিদ্ধেশ্বর রায়, খানা জংশন, কিশোরকনা গাসি ২, বর্ধমান - ৭১৩১৪১, **(২) শ্রী সঞ্জীব চ্যাটার্জি (জামিনদাতা)** পিতা তারক নাথ চ্যাটার্জি, ১ শিবনারায়ণ রোড উত্তরপাড়া, কোতরং এম উত্তরপাড়া, পিন - ৭১২২৫৮। **মোট বকেয়া : ২১.১০.২০২৫ অনুযায়ী ১৩,৫১,০৮২.৪২ টাকা (তেরো লাখ একান্ন হাজার বিরাশি টাকা এবং বিয়াল্লিশ পয়সা)** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ কাছ থেকে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২০৪ (৪৩৪ বর্গফুট), ১বিএইচকে, দোতলায় (জি-৪) বহুতল নবনির্মিত ভবনে , আরএস দাগ নং ৭০৮৮/২১০১৯, আরএস খতিয়ান নং ৭১৩১, মৌজা : বালি, থানা : নিশ্চিন্দা(বালি) জেএল নং ১৪, অবস্থিত উত্তর ঘোষপাড়া, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধিক্ষেত্রে, জেলা : হাওড়া, সম্পত্তি শৈবাল কুমার রায়ের নামে ।

সংরক্ষিত মূল্য : ৮,০০,০০০ টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) : ৮০,০০০ টাকা	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০ টাকা

সম্পদ পর্যবেক্ষণ	**সকল কাজের দিন - ১৭.১১.২০২৫ থেকে ০৫.১২.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত**
অনলাইন টেন্ডার এবং আবেদন ফর্ম দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময়	**তারিখ ০৬.১২.২০২৫ সময় : বিকেল ৫টা।**
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	ই-নিলাম সম্পাদিত হবে পোর্টাল **https://bankauctions.in** মাধ্যমে ০৮.১২.২০২৫ তারিখ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টার মধ্যে, বিক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অসীমায়িত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ।
নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম	দি কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. সেন্ট্রাল অফিস এ/সি বিড কালেকশন এ/সি সারফেসি এর অনুকূলে অ্যাকাউন্ট নং ১১০১৩৫১০০০০০০৯৭৩। আইএফএসসি কোড : **KVBL0001101**
যোগাযোগের ব্যক্তি এবং ফোন নং	**শিবাজি দাস মহাপাত্র - ৮৩৩৬৯৭২৮৫৯/০৩৩ ২৬৭১৪০২৯ শেখ শাহনাওয়াজ উদ্দিন : ৮৩৩৬০০৫২৬০ ইমেল : ghoshpara@kvbmail.com**

বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৯(১) অধীনে**

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণ কে অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সাম্প্রতিক মেয়াদ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ই-নিলামের পূর্বে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি নিলাম করা/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, আদায় করা হবে সুদ এবং শুল্ক সহ।

তারিখ : ১৩.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

দাবি নোটিশ

করিমপুর শাখা
গ্রাম/পোস্ট/থানা - করিমপুর, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ১৫২

২০০২ (২০০২ সালের আইন নং ২) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারার সহিত পঠিত ১৩(৩) এবং ১৩(৮) অধীনে নোটিশ।

উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে তাদের গৃহীত ঋণের বিষয়ে এবং লোন অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পর তাদের ব্যাংকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৬০ দিনের সময় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ জারি করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি(গুলি) পাঠানো হয়েছে কিন্তু স্বীকৃতি এখনও প্রাপ্ত হয়নি। আমরা ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীচে বিস্তারিত জামিনদত্ত সম্পদের দখল নেওয়ার জন্য নির্দেশ করছি। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে অবগত করা হচ্ছে সারফেসি আইন অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ এড়াতে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য। আমাদের অফিসে রাখা বিস্তারিত নোটিশ সংগ্রহ করার পরামর্শ তাদের দেওয়া হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) এনপিএ-র তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) ১. মেসার্স মা দুর্গা এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী : শ্রী রাজু মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) নাতনা, পট্টাবুকা, করিমপুর, জেলা নদিয়া,পিন : ৭৪১১২২। ২. শ্রী রাজু মন্ডল (স্বত্বাধিকারী) নাতনা, পট্টাবুকা, করিমপুর, জেলা নদিয়া, পিন : ৭৪১১২২। ৩. শ্রীমতি পারুল মন্ডল (জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা) নাতনা, পট্টাবুকা, করিমপুর, জেলা নদিয়া,পিন : ৭৪১১২২। ৪. শ্রী অসিত মন্ডল (জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা) নাতনা, পট্টাবুকা, করিমপুর, জেলা নদিয়া,পিন : ৭৪১১২২। এ/সি নং ৫০৪০৫৪৩৭৬১৯ এবং ৭১৩৫৬২৯৮৩২ খ) করিমপুর শাখা	**বন্ধকদত্ত সম্পদ :** সম্পত্তির ঠিকানা : জেএল নং ৮৭, মৌজা : পাট্টাবুকাহুদা, ইউ/আর করিমপুর-২ জিপি, থানা : করিমপুর,জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১২২। খালি জমি **শ্রী অসিত মন্ডল এবং শ্রীমতি পারুল মন্ডল এর নামে,** মৌজা : পট্টবুকাহুদা, জেএল নং ৮৭, প্লট নং এলআর ১৫৮৮, খতিয়ান নং এলআর ১৬৩৫, ১৬১৭, করিমপুর-২ জিপি অধীন, এডিএসআরও -করিমপুর,মোট জমির এরিয়া ১৩.০০ ডেসিমেল (দলিল অনুযায়ী) উল্লেখ্য স্বত্ব বিক্রয় দলিল নং ১/১৭৫১-২০০৪ সালের তারিখ ২৬.০৩.২০০৪, সম্পত্তি **শ্রী অসিত মন্ডল এবং শ্রীমতি পারুল মন্ডলের নামে,** জমির এরিয়া ১৩.০০ ডেসিমেল (দলিল অনুযায়ী), জমির শ্রেণি বাড়ি, উক্ত সম্পত্তি ১৩.০০ ডেসিমেল একটি দলিল অধীনে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সরলা বিশ্বাসের সম্পত্তি; পূর্বে : ইটের রাস্তা, দক্ষিণে : গণপতি মন্ডলের সম্পত্তি, পশ্চিমে : শান্তি বালা মন্ডলের সম্পত্তি।	ক) ১৮.১১.২০২৪ খ) ০৮.১০.২০২৫ গ) ১৪,৬৩,৮৬৫.০০ টাকা (চোদ্দ লাখ তেষট্টি হাজার আটশ পঁয়ষট্টি টাকা) ০৮.১০.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৮.১০.২০২৫ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ১৮.১১.২০২৫ / স্থান : করিমপুর **অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. **মেসার্স রোশনি জারিওয়ালা টেক্সটাইল কোম্পানি (ঋণগ্রহীতা),** ঠিকানা : গ্রাম নন্দভাঙ্গা, পো : কঙ্গনবেড়িয়া, থানা : বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫০৩।
আরও ঠিকানা : গাজিপুর, পশ্চিম পাড়া নজহরি, পো কঙ্গনবেড়িয়া,বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৫০৩।
আরও ঠিকানা : গাজিপুর, পো : জেত্তারপাড়া, নহজারি, থানা : বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৭।
২. **শ্রী রহমাতুল্লা শেখ (অংশীদার/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা),** পিতা প্রয়াত ইসমাইল শেখ, ঠিকানা : গাজিপুর, পশ্চিম পাড়া নজহরি, পো কঙ্গনবেড়িয়া, বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫০৩।
আরও ঠিকানা : গাজিপুর, পো : জেত্তারপাড়া, নহজারি, থানা : বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৭।
৩. **শ্রী জবিউল্লা শেখ (অংশীদার / জামিনদাতা),** পিতা প্রয়াত ইসমাইল শেখ, ঠিকানা : গাজিপুর, পশ্চিম পাড়া নজহরি, পো কঙ্গনবেড়িয়া, বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫০৩।
আরও ঠিকানা : গাজিপুর, পো : জেত্তারপাড়া, নহজারি, থানা : বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৭।
৪. **শ্রীমতি আখিতারা বিবি (অংশীদার/বন্ধকদাতা),** স্বামী রহমাতুল্লা শেখ , ঠিকানা : গাজিপুর, পশ্চিম পাড়া নজহরি, পো কঙ্গনবেড়িয়া, বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫০৩।
আরও ঠিকানা : গাজিপুর, পো : জেত্তারপাড়া, নহজারি, থানা : বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৭।
৫. **শ্রী হবিবুল হাসান শেখ (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা),** পিতা প্রয়াত ইসমাইল শেখ, ঠিকানা : গাজিপুর, পশ্চিম পাড়া নজহরি, পো কঙ্গনবেড়িয়া, বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৫০৩।
আরও ঠিকানা : গাজিপুর, পো : জেত্তারপাড়া, নহজারি, থানা : বিষ্ণুপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৭।

বিষয় : আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট/গুলি মেসার্স রোশনি জারিওয়ালা টেক্সটাইল কোম্পানি (অংশীদার রহমাতুল্লা শেখ, জাবিউল্লা শেখ এবং আখিতারা বিবি) ইন্ডিয়ান ব্যাংক (পূর্ববর্তী এলাহাবাদ ব্যাংক), নিউ আলিপুর শাখা, অ্যাকাউন্ট নং ৫০১৭২২০৯৬৩৯-এ,

আপনাদের মধ্যে প্রথমজন হলেন একটি অংশীদারিত্ব সংস্থা এবং ঋণগ্রহীতা। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থজন হলেন অংশীদার। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চমজন হলেন আপনাদের প্রথমজনের দ্বারা গৃহীত ঋণ সুবিধার গ্যারান্টার (গণ)। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয় এবং পঞ্চমজন হলেন বন্ধকদার (গণ) যারা আপনাদের প্রথমজনের দ্বারা গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টের নিরাপত্তা হিসাবে তাদের সম্পদ প্রদান করেছেন।
আপনার অনুরোধে, ব্যাংকিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত তহবিলযুক্ত সুবিধাগুলি অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনারা সকলেই গ্রহণ করেছিলেন

ক্রম নং	বিবরণাদি	অনুমোদনের সীমা
১	Open Cash Credit **(A/C No. 50172209639)**	৭৫ লাখ টাকা

১০.১১.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়ার বিস্তারিত

ক্রম নং	সুবিধার ধরণ	বকেয়া অবশিষ্ট (টাকা) ১০.১১.২০২৫ অনুযায়ী	১০.১১.২০২৫ অনুযায়ী এমওআই (টাকা)	১০.১১.২০২৫ অনুযায়ী এমএলই/এমওএক্স (টাকা)	১০.১১.২০২৫ অনুযায়ী মোট ও/এস (মোট যুক্ত)
১	Open Cash Credit **(A/C No. 50172209639)**	৭৫,৪৫,৮৮৫.১৪	৯৮,৩৮,৮০৮.৩০১	১,৮৭,৯১৮.০০	১,৭৫,৭২,৬১২.০০

আপনি উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন :

ক্রম নং	সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির প্রকৃতি (সর্বশেষ)
১	Open Cash Credit **(A/C No. 50172209639)**	১. অনুমোদনের স্বীকৃতি ২. ডিপিএন ৩. বন্ধক চুক্তি ৪. ন্যায্য বন্ধক তৈরি ৫. গ্যারান্টি চুক্তি ইত্যাদি।

উপরোক্ত ঋণের পরিশোধের নিশ্চয়তা আপনাদের নং ২, ৩, ৪ এবং ৫ দ্বারা ৮.০৪.২০১৪ তারিখের একটি গ্যারান্টি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ঋণের পরিশোধ তফসিল-ক অনুসারে সম্পত্তি বন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত ছিল, যার জন্য নথিপত্র আপনাদের নং ২ এবং ৫ দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল।
সুদসহ টাকা পরিশোধের জন্য বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনারা এবং যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ আপনারা সকলেই পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণীবিভাগ সংক্রান্ত নির্দেশিকা/নির্দেশিকা অনুসারে **২৭.০২.২০২১** তারিখে ঋণ অ্যাকাউন্টটিকে অ-কার্যকর সম্পদ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
১০.১১.২০২৫ তারিখে আপনার প্রদেয় বকেয়া পাওনা **১,৭৫,৭২,৬১২.০০ টাকা (এক কোটি পঁচাত্তর লাখ বাহাত্তর হাজার ছশো বারো টাকা)**। উক্ত পরিমাণের উপর ১১.১১.২০২৫ থেকে সম্পূর্ণ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত সম্মত হারে আরও সুদ এবং অন্যান্য চার্জ প্রযোজ্য হবে।
২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্টের অধীনে মেয়াদী ঋণগ্রহীতা বলতে বোঝায় যে কোনও ব্যক্তিকে যাকে ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে অথবা যিনি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনও বন্ধক তৈরি করেছেন / তৈরি করেছেন।
অতএব, আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের সকলকে এতদ্বারা **১০.১১.২০২৫** তারিখের **১,৭৫,৭২,৬১২.০০ টাকা (এক কোটি পঁচাত্তর লাখ বাহাত্তর হাজার ছশো বারো টাকা)** এবং অন্যান্য চার্জ, সুদ সহ, ১১.১১.২০২৫ থেকে অর্থপ্রদানের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। যদি তা না করা হয়, তাহলে ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনার কাছে আর কোনও উল্লেখ ছাড়াই নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিপরীতে তার প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন শেষ হওয়ার পর এবং দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ধারা ১৩ (১৩) এর বিধান অনুসারে, ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত এই নোটিশের তারিখের পরে বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের (এখানে তালিকাভুক্ত) কোনও হস্তান্তর করা যাবে না।
উল্লেখ করার দরকার নেই যে এই নোটিশটি আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে, ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের ক্ষতি না করে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি DRT/RO-এর DRT/DRAT/আদালতের সামনে বর্তমানে বিচারাধীন কার্যধারা এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার জন্য ব্যাংকের অধিকারকে ক্ষতি না করেই জারি করা হয়েছে।
''আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মের বিধানগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা সিকিউরিটিজের উপর আপনার মুক্তির অধিকারের সাথে সম্পর্কিত''।
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশটি জারি করার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।

তপশিল

নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত :
দায়বদ্ধ সম্পত্তি : সম্পূর্ণত দায়বদ্ধ সমুদয় মজুত, বুক ডেটস এবং অন্যান্য সকল চালু সম্পদের সংস্থার, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের।
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন, মৌজা: নন্দভাঙ্গা গ্রাম, পরগনা মাগুরা, জেএল নং ৪২, তৌজি নং ১৪, সাবেক দাগ নং ২২৬১, সাবেক খতিয়ান নং ৪৫৫,থানা : বিষ্ণুপুর , দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এরিয়া ৪ এবং ১/৪ শতক।
চৌহদ্দি : উত্তরে নির্মল কুমার মন্ডলের জমি, **দক্ষিণে :** সরকারি নিকাশি এবং সড়ক, **পূর্বে :** কাশীনাথ মন্ডলের জমি, **পশ্চিমে :** সুশীল জানা এর জমি।
দলিল নং : ০৭০৮২/২০০৬,সম্পত্তি রহমাতুল্লা শেখ এবং জবিউল্লা শেখ, উভয়ের পিতা ইসমাইল শেখ এর নামে।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন মৌজা : নন্দভাঙ্গা গ্রাম, পরগনা : মাগুরা, জেএল নং ৪২, এবং ১/৪ শতক বা ২ কাঠা ৭ ছটাক এবং ৪৪ বর্গফুট।
চৌহদ্দি : পূর্বে : কাশীনাথ মন্ডলের জমি,দাগ নং ২২৬২ এবং ২২৬৩; **পশ্চিমে :** দীনেশ রাউত এর জমি; **উত্তরে :** ধীরেন্দ্রনাথ মন্ডলের জমি, দাগ নং ২২৬৪; **দক্ষিণে :** হবিবুর হাসান শেখ এর জমি।
দলিল নং ০৪৮২৬/২০০৬, সম্পত্তি জবিউল্লা শেখ, পিতা ইসমাইল শেখ এর নামে।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন , মৌজা নন্দভাঙ্গা গ্রাম, পরগনা মাগুরা, জেএল নং ৪২, তৌজি নং ১৪, আরএস দাগ নং ২২৬৪, এলআর দাগ নং ২২৬৬, সাবেক খতিয়ান নং ৩৮৩, এলআর খতিয়ান নং ৮৬০, ১২৬৭, ৪৯, ১৫৩৬, ৫২৬, ২০, ১২০২, থানা : বিষ্ণুপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এরিয়া ১ বিঘা, ১ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি ।
চৌহদ্দি : উত্তরে : জমি দাগ নং ২২৬৫; **দক্ষিণে :** জমি দাগ নং ২২৬১, ২২৬২, ২২৬৩; **পূর্বে :** জমি দাগ নং ২২৬৪; **পশ্চিমে :** দাগ নং ২২৬৫।
দলিল নং ০১৩৩৯/২০১০, সম্পত্তি রহমাতুল্লা শেখ, জবিউল্লা শেখ, হবিবুল হাসান শেখ, সকলের পিতা ইসমাইল শেখ এর নামে।
**২০০২ সালের সারফেসি আইন এর ধারা ১৩(২) অধীনে পূর্বে ইস্যুকৃত দাবি নোটিশ প্রত্যাহৃত।

তারিখ : ১১.১১.২০২৫, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

নদী সংস্কারের নামে বালি পাচার, প্রতিবাদ করায় সংঘর্ষ পুরশুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বালি চুরির ঘটনা আবারও সামনে এল। এবারের ঘটনা আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়ায়। বালিচুরির প্রতিবাদ করায় গ্রামবাসীদের সাথে বালি মাফিয়াদের সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে পুরশুড়ার ভেউটিয়া গ্রামে।সংঘর্ষের জেরে আহত হয়েছেন উভয় পক্ষের একাধিক জন। পুরশুড়া ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি দুই গ্রামবাসী। উত্তেজনা পুরশুড়ার ভেঁউটিয়া গ্রামে। বার বার অভিযোগ উঠলেও শীতঘুমে প্রশাসন। সংঘর্ষে আহত হয়েছে জেসিবি চালক গণেশ মণ্ডল। গ্রামবাসী রাজেশ মণ্ডল, আসলাম মণ্ডল-সহ একাধিক। তবে এই তিন জনকেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।তবে এই বিষয়ে এর আগে বেশ কয়েকবার হুগলি গ্রামীণ পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা যৌথভাবে এলাকায় গিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন। কিন্তু সরকারি স্ট্যাম্পকে কাজে লাগিয়ে অবৈধ ভাবে বালি চুরি করে পাচার করছে বলে অভিযোগ। 'নো কষ্ট টু স্টেট এক্সচেকার' আর্থিক প্রকল্পের আওতায় কানা মুণ্ডেশ্বরী নদীর বালি উত্তোলন চলছে। কাজ শুরু হতেই এই প্রকল্পে কাজের নামে দেদার মাটি ও বালি পাচারের অভিযোগ ওঠে। গ্রামবাসীদের বাধা রুখতে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের মদতে এলাকায় গুন্ডাবাহিনী ব্যবহার করে প্রকাশ্যে বালিচুরি করার অভিযোগও ওঠে বার বার। কিন্তু গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই নিয়ে প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা কোন পদক্ষেপ নেয়নি। সরকারি কাজ হোক প্রকৃতভাবে। তাতে কোন বাধা দেবে না গ্রামবাসীরা। আর সেই ভাবে কাজ না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে। ফলত, এদিন দুপুরে ভেঁউটিয়া গ্রামের বাসিন্দারা নিজেরাই ঘটনার প্রতিবাদ করতে যায়। অভিযোগ, প্রতিবাদ করায় ঠিকাদারের পোষা গুণ্ডারা গ্রামবাসীদের উপর চড়াও হয়ে তাদের বেধড়ক মারধর করে। সংঘর্ষের রূপ নেয়।তাতে দুই গ্রামবাসীকে শ্রীরামপুর গ্রামীন হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ।

হাকিমপুর চেকপোস্ট সীমান্তে আটক কয়েকশো বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: রাজ্য ও ভিন রাজ্যের কয়েকশো বাংলাদেশিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের পথে আটকালো বিএসএফ। ৩০০-এর অধিক বাংলাদেশি হাকিমপুর চেকপোস্টে অপেক্ষারত সীমান্ত পার হওয়ার জন্য। একাধিক রাজ্যে এসআইআর লাগু হতেই পশ্চিমবাংলা ও কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত এমনকি ভিন রাজ্য থেকে বহু বাংলাদেশি, যারা পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতেন আবার পরিচারিকার কাজ করতেন, একসময় দেশে বেআইনিভাবে ঢুকে বসবাস করছিলেন, এবার তাঁদের বাংলাদেশ তথা নিজের দেশে ফেরার হিড়িক পড়েছে। সেই ছবি দেখা গেল স্বরূপনগর থানার ভারত-বাংলাদেশ হাকিমপুর সীমান্তে। রাতের অন্ধকারে শয়ে শয়ে বেআইনিভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশিরা পুরুষ, মহিলা, শিশু নিয়ে মাথায় আসবাবপত্র, লোটা, কম্বল নিয়ে সীমান্তে জড়ো হচ্ছেন। সেই ছবি দেখা গেল সোমবার সকালে হাকিমপুর চেকপোস্টে। প্রায় তিন শতাধিক বাংলাদেশি সীমান্ত পার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। ইতিমধ্যে ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়নের সীমান্তরক্ষীর জওয়ানরা তাঁদেরকে আটকিয়েছে। বৈধ কাগজপত্র দেখা শুরু হয়েছে। এই ছবি দেখে রীতিমতো বিস্মিত স্বরূপনগরের মানুষ। রাজ্য এবং ভিন রাজ্যে বহু বাংলাদেশি বেআইনিভাবে বসবাসের পাশাপাশি শ্রমিক, পরিচারিকা মুঠেওয়ালা বিভিন্ন দিনমজুর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এইসব মানুষগুলো বাংলাদেশি নাগরিকরা বলেই জানা গিয়েছে।

ফের তৃণমূল নেতার হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়ার পর স্বরূপনগরে এবার প্রকাশ্য মঞ্চে তৃণমূল নেতার হুমকি। 'বিজেপি নেতা, কর্মীদের গলায় গামছা দিয়ে বেঁধে রেখে দেব' প্রকাশ্যে এমনই হুমকি দিলেন রাজ্যের তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সম্পাদক। স্বরূপনগরে একটি কর্মসূচি ছিল তৃণমূলের। উপস্থিত ছিলেন দুলাল ভট্টাচার্য, আবুল কালাম আজাদ, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সম্পাদক ইমরান হোসেন। তৃণমূলের ওই মঞ্চ থেকেই রাতে তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সম্পাদক ইমরান হোসেন বেফাঁস মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'বাংলা এসআইআর করে বৈধ ভোটারদের নম্বর দেবে?

AXIS BANK — অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি., এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১) শ্রীমতী মাহেনূর বেগম এবং ২) শ্রী আনোয়ারউল ইসলাম	ক) **৩৩,৯০,০৬০.৪৩ টাকা** (তেত্রিশ লাখ নব্বই হাজার ষাট টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা) লোন এ/সি নং ৯২২০৩০০২৯৪৯৭৩৯৭, অধীন ১১.০৪.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং **২৬,৬৩১.০০ টাকা** (ছাব্বিশ হাজার ছশো একত্রিশ টাকা) লোন এ/সি নং ৯২২০৩০০২৯৪৯৭৩৭১, অধীন ১১.০৪.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ), মোট **৩৪,১৬,৬৯১.৪৩ টাকা** (চৌত্রিশ লাখ যোলো হাজার ছশো একানব্বই টাকা এবং তেতাল্লিশ পয়সা) ১১.০৪.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া খ) ২১.০৪.২০২৫ গ) ১২.১১.২০২৫

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৫ ডেসিমেল কমবেশি প্লট নং ২৮৪০, খতিয়ান নং এলআর ১০৯৩৫, মৌজা : বি, দৌলতপুর, পো : বি দৌলতপুর, থানা : হারিশচন্দ্রপুর, জেলে নং ৯২, জেলা : মালদা,পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৩২১২৫, এবং তদস্থিত সকল ভবন এবং নির্মাণ , ফিক্সচার, ফিটিংস, এবং সকল প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত স্থায়ীভাবে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য সমুদয়।

তারিখ : ১৮.১১.২০২৫ স্বা/-
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

অনশন মঞ্চে অসুস্থ মমতা বালা ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: অনশন মঞ্চে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন মমতা বালা ঠাকুর। সোমবার ১৩ তম দিনে অনশন চলছিল। ১২ নভেম্বর থেকে অনশন মঞ্চে যোগ দিয়েছিলেন মতুয়া পাগল গোসাইদের সঙ্গে সাংঘাধিপতি মমতা বালা ঠাকুর। হঠাৎ করে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় অসুস্থ মমতা ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়া হয় বনগাঁ হাসপাতালে। গোঁসাই পাগলদের উপস্থিতিতে গোঁসাইয়ের হাত থেকে ফলের রস খাইয়ে অনশন ভেঙে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বনগাঁ হাসপাতালে। পাশাপাশি অনশনকারী সমস্ত মতুয়া পাগল গোঁসাইদের ফলের রস খাইয়ে অনশন ভাঙা হয়। এদিন মমতা বালা ঠাকুরের ছোট মেয়ে তথা বিধায়ক মধুপর্না ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। এদিন দুপুরে ঠাকুরবাড়িতে অনশন মঞ্চে ফের আসলেন বাম-কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। ১৩ তম দিনে মমতা বালা ঠাকুর অনশন মঞ্চে অসুস্থ হয়ে পড়ায় অনশন ভেঙে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কিছু সময় পর ঠাকুরবাড়িতে আসেন বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব। অন্যদিকে সুব্রত ঠাকুর অসুস্থ অনশনকারীদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন পাশাপাশি এই আন্দোলন নিয়ে পাল্টা সরব হয়েছেন। এছাড়াও বাম,কংগ্রেসের ঠাকুরবাড়িতে আশা নিয়েও পাল্টা প্রশ্ন ছুড়লেন।

স্কুলের পাশেই রাজ্য সড়ক, ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: স্কুলের পাশেই রাজ্য সড়ক। আর সেই রাজ্য সড়ক দিয়ে ছুটছে দ্রুতগতিতে বিভিন্ন যানবাহন। একটু অসতর্ক হলেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে সংশ্লিষ্ট এলাকার হাই মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা। অতিসত্ত্বর এই হাই মাদ্রাসার রাস্তার সামনেই ট্রাফিক মোতায়েনের দাবি জানিয়েছেন পড়ুয়া থেকে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। পুরাতন মালদা পুরসভার মঙ্গলবাড়ি ওল্ড মালদা রোডে রাজ্য সড়কের পাশেই রয়েছে ওসমানিয়া হাই মাদ্রাসা। এই হাই মাদ্রাসার বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১২০০। প্রতিদিনই মালদা-রতুয়া এই পুরাতন মালদার রাজ্য সড়ক পারাপার হয়েই পড়ুয়া থেকে মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যাতায়াত করতে হয়। কিন্তু এই রাজ্য সড়ক দিয়েই যত্রতত্র বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করছে। শুধু তাই নয়, যাত্রী ওঠানোর রেষারেষিতে ছোট এবং বড় গাড়িগুলিও চলছে বেপরোয়াভাবে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতির মধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোনও ট্রাফিক ব্যবস্থা না-থাকায় অসন্তোষ ছড়িয়েছে পড়ুয়া থেকে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের মধ্যে। ওসমানিয়া হাই মাদ্রাসার ছাত্রী মরিয়ম খাতুন, শাহানাজ খাতুনদের বক্তব্য, 'খুব সজাগ ভাবে রাস্তা পারাপার করতে হয়। টোটো থেকে ট্রেকার, বাস, লরি এই রাস্তা দিয়ে দ্রুতগতিতে চলাচল করে। ট্রাফিক ব্যবস্থা নেই বলেই বেপরোয়াভাবে যানবাহন চলাচল করছে। দুর্ঘটনা এড়াতেই এখানে ট্রাফিক মোতায়েনের ব্যবস্থার দাবি আমরা জানিয়েছি।' সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, 'মূলত স্কুল অফিস টাইমে এই এলাকার রাস্তা দিয়ে মানুষ ও পড়ুয়াদের যাতায়াতের সংখ্যা বেশি থাকে। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই অবিলম্বে এখানে ট্রাফিক ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে।' ওসমানিয়া হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আসাদুল্লাহ চৌধুরি বলেন, 'এব্যাপারে পুরসভা ও প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। পড়ুয়াদের স্বার্থের কথা ভেবে যদি এই মাদ্রাসার রাস্তার সামনে ট্রাফিক মোতায়েন করা হয় তাহলে দুর্ঘটনায় এড়ানো যাবে।' পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ জানিয়েছেন, 'বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। জেলা পুলিশের কাছেও পুরসভার পক্ষ থেকে এব্যাপারে জানানো হবে।'

আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা সিউড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: ভারত-জাপান আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল সিউড়ি পাইকপাড়া সরোজিনী দেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরে। তারাশঙ্কর স্মৃতি সাহিত্য সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় ভারতীয় সাহিত্যের সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ে আলোকপাত করেন জাপানের মেইও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডা. মাসায়ুকি, সিধো কানহো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডা. নবগোপাল রায়, হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ডা. তপন গোস্বামী এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বিপিন মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ডা. দেবাশিস মুখোপাধ্যায়।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - টি ভট্টাচার্য, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭৪১৬০৫

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২২.১২.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**শ্রী শৈবাল প্রামাণিক** পিতা সুনীল কুমার প্রামাণিক, **শ্রীমতি মিঠু প্রামাণিক** স্বামী শ্রী শৈবাল প্রামাণিক, **সকলেই শ্রীমতি ইভা প্রামাণিকের আইনি উত্তরাধিকারী,** স্বামী প্রয়াত সুনীল কুমার প্রামাণিক, **সকলের ঠিকানা :** ভোলা ময়রার চক, পাটনা বাজার, পো মেদিনীপুর, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১১০১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি (নির্মিত গ্যারাজ) এবং চারিদিকে সীমা পাঁচিল ঘেরা, জমির পরিমাপ আনুমানিক মোট এরিয়া ০.০৮৫৫ একর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা : কোতোয়ালি, এডিএসআর অফিস এবং পুরসভা মেদিনীপুর, মৌজা : বিবিগঞ্জ, জেএল নং ১৮০, এলআর খতিয়ান নং ৮৩৬/১, সাবেক হাল নং ১৩, ওয়ার্ড নং ১৪, পাটনা বাজার মহল্লা, হোল্ডিং নং ৮৩১/এ/৪৭৮। **সম্পত্তি অবস্থিত নিম্নোক্ত বিভিন্ন দাগে :** আরএস দাগ নং ১৩/২০৮১, এলআর দাগ নং ১২, বাস্তু জমি ০.০০৬২ একর। আরএস দাগ নং ১৪, এলআর দাগ নং ১৩, বাস্তু জমি ০.০৩৯০ একর। আরএস দাগ নং ১২, এলআর দাগ নং ১০, বাস্তু জমি ০.০১৩৪ একর। চালু সার্ভে অধীন দাগ নং ১১, আরএস সার্ভে দাগ নং ১৩,বাস্তু জমি ০.০২৬৯ একর। **দলিল নং ১-৭৯৯৪/২০১৮।** **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৮ ফুট সাধারণ চলার পথ; দক্ষিণে : নিকাশি;পূর্বে : পুরসভা সড়ক; পশ্চিমে : নিকাশি। **সম্পত্তি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলীকৃত।**	**২,১৬,৯০,০০০.০০ টাকা (দুই কোটি যোলো লাখ নব্বই হাজার টাকা) ০৭.০৮.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, খরচ ইত্যাদি সহ	ক) ৫৫,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৫,৫০,০০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭৪১৬০৫ ৭৪৩৯৯৩৮৫৯৯

পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১৫.১২.২০২৫
সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১৮.১১.২০২৫ স্থান : কলকাতা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

আরামবাগ বিজেপির 'একতা দিবস' পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে 'একতা যাত্রা'। কর্মসূচির অংশ হিসেবেই সোমবার বিকেলে হুগলি জেলা বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে দৌলতপুর থেকে বাস স্ট্যান্ড হয়ে বাসুদেবপুর মোড় পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। বৈকালে সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুশান্ত কুমার বেরার নেতৃত্বে এই পদযাত্রাটি অনুষ্ঠিত হয় বাদ্যযন্ত্র সহকারে। এদিনের 'একতা যাত্রা'য় ছিলেন আরামবাগ বিধায়ক মধুসূদন বাগ, পৌর মন্ডলের সভাপতি সুমন তেওয়ারি, প্রাক্তন সভাপতি কার্তিক দত্ত, বাবু সোনা রায়, কিংকর পাল-সহ অন্যান্য সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্ব। তবে এদিন বেশিরভাগ বিজেপি কর্মী সমর্থকের হাতে জাতীয় পতাকা ছিল। তারা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০ তম জন্মজয়ন্তীতে পা মেলায়। এ প্রসঙ্গে জেলা সভাপতি সুশান্ত কুমার বেরা জানান, 'আজকে আমরা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় এবং এর পাশাপাশি পথসভার আয়োজন করা হয়। বহু সাধারণ মানুষ পা মেলান। আমরা বিজেপির পক্ষ থেকে মহান দেশপ্রেমিককে শ্রদ্ধা জানাই।' অন্যদিকে আরামবাগ বিধায়ক মধুসূদন বাগ জানান, আজকে ইউনিটি মার্চ অর্থাৎ যেটাকে 'একতা যাত্রা' বলা হচ্ছে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সাধ্য শতবর্ষ উপলক্ষে 'মাই ভারত' অর্থাৎ 'মেরা ভারত' যৌথ উদ্যোগে ভারত সরকারের এই কর্মসূচি। প্রচুর মানুষ এই শোভাযাত্রায় শামিল হয়েছেন।

হুগলির উত্তরপাড়ায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের এসআইআর ক্যাম্প পরিদর্শনে সহ-পর্যবেক্ষক তথা সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতি অম্বা প্রসাদ।

SBI — এসবিআই, আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)
২য় তল, উইন্ডসর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালী, ইএম বাইপাস, কলকাতা- ৭০০১০৩, ই-মেইল: sbi.16286@sbi.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: মন্টু কুমার মন্ডল, মোঃ- ৯৬৭৪৭১২৮৬৯, ই-মেইল আইডি: sbi.16286@sbi.co.in

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬) সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) এর বন্দোবস্তের অধীনে ও সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** (সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণের বিপরীতে যথাক্রমে বিশদ) **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : ০৫.১২.২০২৫ সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল জমা দেওয়া বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পরিমান	রিজার্ভ মূল্য / ইএমডি ১০% / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**শ্রীমতি মীনা সরকার,** স্বামী- প্রয়াত মন্টু সরকার এবং **শ্রী বাবুসোনা সরকার,** পিতা- প্রয়াত মন্টু সরকার এবং **শ্রীমতি সুস্মিতা সরকার,** পিতা- প্রয়াত মন্টু সরকার, সকলেই বর্তমানে মৃত প্রয়াত **ঋণগ্রহীতা মন্টু সরকারের** বৈধ উত্তরাধিকারী, আর-৮২ কামডহরি পূর্বপাড়া, পোঃ- গড়িয়া, থানা বাঁশদ্রোণী, কলকাতা- ৭০০৮৪।	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী: মন্টু সরকার, পিতা- প্রয়াত অনিল সরকার (বর্তমানে মৃত), দলিল নং ১৬০১০০১৪৮, সাল- ২০২১, রেজিস্টার বুক - ১, ভলিউম নং ১৬০১-২০২১, পৃষ্ঠা ৮৩৭৯ থেকে ৮৪১৯, ডি.এস.আর - ১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।** **৪র্থ ফ্লোরে** একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, **ফ্ল্যাট নং ৪সি, পরিমাপ কমবেশি ৭৯৮ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এলাকা। ফ্ল্যাটটিতে দুটি বেডরুম, একটি রান্নাঘর, লিভিং/ডাইনিং স্পেস, একটি টয়লেট, একটি ডব্লিউ.সি. সহ মার্বেল ফ্লোর রয়েছে। **'প্রফুল্ল ভবন'** নামক এই নতুন ভবনটি সম্পূর্ণরূপে নির্মিত এবং বাসযোগ্য অবস্থায় আছে, সেইসঙ্গে জমি ও প্রেমিসেসের অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার ও স্বার্থ সহ। জমি ও ভবনটি মৌজা কামডহরি, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১১, প্রেমিসেস নং ১/২ পেয়ারা বাগান, কামডহরি, গড়িয়া, থানা- বাঁশদ্রোণী, কলকাতা - ৭০০৮৪ তে অবস্থিত।	১৬,৮৬,৪১৯/- টাকা (যোলো লক্ষ ছিয়াশি হাজার চারশত উনিশ টাকা মাত্র) ০৬.০৯.২০২৪ **অনুযায়ী,** তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি প্রযোজ্য হবে।	২১,৩৯,০০০/- টাকা ২,১৩,৯০০/- টাকা ১০,০০০/- টাকা

প্রেমিসেসের চৌহদ্দি- উত্তরে- ৬.১৩ মিটার (২০ ফুট) চওড়া কেএমসি রোড, **দক্ষিণে-** সত্যব্রত নারায়ণ চৌধুরীর জমি, **পূর্বে-** ৮.৫৩ মিটার (২৮ ফুট) চওড়া কেএমসি রোড, **পশ্চিমে-** প্রেমিসেস নং ১/৩ পেয়ারা বাগান

দখলের ধরন: বাস্তবিক — **পরিদর্শনের তারিখ ০১.১২.২০২৫**

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in -এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক:- https://baanknet.com দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ চালানের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা রক্ষনাবেক্ষণ করা দরদাতার অ্যাকাউন্টে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তর মাধ্যমে। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballlance.com -এ যোগাযোগ করুন।
- নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে, আগ্রহী দরদাতাকে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ১৮.১১.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: উত্তর কুমড়াখালী, কলকাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
কৃষ্ণনগর মেন শাখা
ডি এল রায় রোড, বউবাজার, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ
পিন - ৭৪১ ১০১
ইমেল : k813@indianbank.bank.in
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট ৪ - এ (দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাংক, কৃষ্ণনগর মেন শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২৪.১২.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাংক, কৃষ্ণনগর মেন শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৩১,৩৪,৮৬৬.০০ টাকা** (একত্রিশ লাখ চৌত্রিশ হাজার আটশ ছেষট্টি টাকা) (বিবি ১০,৫৬,৪৩৮.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ২০,৭৮,৪২৮.০০ টাকা) **১৫.১১.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স গ্লোবাল এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী - সমীর দাস,** পিতা সৌদাগর দাস, গ্রাম পোস্ট অফিস পাড়া, বাদকুল্লা, পো - বাদকুল্লা, থানা - তাহেরপুর, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ১২১ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স গ্লোবাল এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী : সমীর দাস,** পিতা সৌদাগর দাস, গ্রাম : পোস্ট অফিস পাড়া, বাদকুল্লা, পো বাদকুল্লা, থানা : তাহেরপুর, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১২১। **২. বন্ধকদাতা : শ্রী সৌদাগর দাস** পিতা প্রয়াত গোরা চাঁদ দাস, গ্রাম : পোস্ট অফিস পাড়া, বাদকুল্লা, পো বাদকুল্লা, থানা : তাহেরপুর, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১২১। **৩. জামিনদাতা : শ্রী সৌদাগর দাস** পিতা প্রয়াত গোরা চাঁদ দাস, গ্রাম : পোস্ট অফিস পাড়া, বাদকুল্লা, পো বাদকুল্লা, থানা : তাহেরপুর, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১২১। **৪. ঋণগ্রহীতা : সমীর দাস,** পিতা সৌদাগর দাস, গ্রাম : পোস্ট অফিস পাড়া, বাদকুল্লা, পো বাদকুল্লা, থানা : তাহেরপুর, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১২১। **খ) কৃষ্ণনগর মেন ব্রাঞ্চ।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ, মৌজা : বাদকুল্লা, জেএল নং ৪৪, জমির পরিমাপ ০.০৪ একর,এলআর খতিয়ান নং ১৭৪৭/১, প্লট নং এলআর ২২৩৬, রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১-৯২৯-১৯৮০ সালের তারিখ ০৪.০২.১৯৮০, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও কৃষ্ণনগর, গ্রাম পোস্ট অফিসপাড়া, বাদকুল্লা, পো : বাদকুল্লা, থানা : তাহেরপুর, জেলা : নদিয়া (পশ্চিমবঙ্গ)। **সম্পত্তি শ্রী সৌদাগর দাস** পিতা প্রয়াত গোরা চাঁদ দাস এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : মৃণাল বিশ্বাসের জমি; দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া পোস্ট অফিসপাড়া রোড; পূর্বে : রুদ্র বিশ্বাসের ভবন; পশ্চিমে : ব্রজ গোপাল মজুমদার এর ভবন।	**৩১,৩৪,৮৬৬.০০ টাকা** (একত্রিশ লাখ চৌত্রিশ হাজার আটশ ছেষট্টি টাকা) (বিবি ১০,৫৬,৪৩৮.০০ টাকা এবং এমএলই + এমওএক্স + এমওআই ২০,৭৮,৪২৮.০০ টাকা) **১৫.১১.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **২০,৩৯,০০০.০০ টাকা (*)** (কুড়ি লাখ উনচল্লিশ হাজার টাকা) খ) **২,০৩,৯০০.০০ টাকা** (দুই লাখ তিন হাজার নশো টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB30017274175** ঙ) **ব্যাঙ্কের জানা নেই** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৪.১২.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এর জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৭.১১.২০২৫/স্থান : কৃষ্ণনগর অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

নাম না করে পাকিস্তানকে ফের হুঁশিয়ারি ভারতের সেনাপ্রধানের

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর: সন্ত্রাসবাদ এবং সীমান্ত সন্ত্রাস নিয়ে নাম না করে আবার পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিলেন ভারতের সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। শান্তি ভঙ্গের চেষ্টা করলেই পাল্টা জবাব দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেন সেনাপ্রধান। তাঁর বক্তব্যের বেশির ভাগটাই জুড়ে ছিল সন্ত্রাসবাদ, সীমান্ত সন্ত্রাস এবং পাকিস্তান। সীমান্ত সন্ত্রাস নিয়ে সেনাপ্রধান দাবি করেছেন, সীমান্তে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করলে ভারত চুপ করে বসে থাকবে না। তবে সীমান্ত সন্ত্রাস এবং ভারতের মাটিতে জঙ্গি কার্যকলাপ কী ভাবে প্রশমিত করবে, প্রতিবেশী দেশের কাছে এটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ বলে জানিয়েছেন সেনাপ্রধান।

পাশাপাশি, তাঁর কথায় ভারত এবং চিনের সম্পর্কের উন্নতির প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। গত এক বছরে দু'দেশ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্পর্কের শীতলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে বলেও মন্তব্য করেছেন সেনাপ্রধান।

তাঁর কথায়, 'আমরা বার বার বলেছি, আলোচনা এবং সন্ত্রাস দু'টি সমান্তরাল ভাবে চলতে পারে না। রক্ত আর জল একসঙ্গে বইতে পারে না। আমারা সব সময়ই শান্তির পথে হেঁটেছি। কিন্তু কেউ যদি সেই শান্তি বিঘ্নিত করার বার বার চেষ্টা করে, তা হলে তার উপযুক্ত জবাব দিতে আমরা পিছু পা হব না।' একই সঙ্গে সেনাপ্রধান পরোক্ষে পাকিস্তানকে এটাও স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, ভারত কোনও ব্ল্যাকমেলিংয়ের ধার ধারে না। পরমাণু হুঁশিয়ারি দিয়ে ভারতকে দমিয়ে রাখব, এটা যদি কেউ মনে করেন, তা হলে সেই ভ্রান্ত ধারণা থেকে সরে আসা উচিত বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সেনাপ্রধান দ্বিবেদী। তাঁর কথায় জম্মু-কাশ্মীরের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে।

এবার অসমেও হবে নিবিড় সংশোধন: নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর: অসমেও শুরু হতে চলেছে বিশেষ নিবিড় সংশোধন। সোমবার কমিশনের তরফে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে তাতে অবশ্য বলা হয়েছে, অসমে শুরু হচ্ছে 'বিশেষ সংশোধন'। খাতায় কলমে এটি 'এসআইআর' হলেও বাস্তবে দেশের বাকি রাজ্যে চলা বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর সঙ্গে এর কোনও ফারাক নেই। একই পদ্ধতি মেনে এই রাজ্যেও হবে ভোটার তালিকা সংশোধন। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে তবে কি চাপের মুখে পড়ে অসমেও এই পদক্ষেপ করতে বাধ্য হল কমিশন।

সোমবার কমিশনের তরফে যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে, ১৮ নভেম্বর থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত নির্বাচন কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ২২ নভেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিএলওদের ভেরিফিকেশন, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের পুনর্বিন্যাস ও ভোটার কার্ড সংশোধন। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ ২৭ ডিসেম্বর। অভিযোগ জানানোর সময়সীমা ২৭ ডিসেম্বর থেকে ২২ জানুয়ারি ২০২৬। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ১০ ফেব্রুয়ারি। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, এসআর-এ ডি-ভোটার বা ডাউটফুল ভোটারদের নাম ঠিকানা পরিবর্তন করা হবে না। ভোটার তালিকা থেকে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল বা সংশ্লিষ্ট কোনও আদালতে নির্দেশিকা ছাড়া তাঁদের নাম মোছা হবে না।

গত ২৭ অক্টোবর বাংলা-সহ ১২ রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর শুরু হলেও বাদ রাখা হয়েছিল অসমকে। সেই সময় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার

সাংবাদিক বৈঠকে জানান, 'সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে অসমে এনআরসি প্রায় শেষের পথে। এছাড়া উত্তর-পূর্বের ওই রাজ্যের নিজস্ব বিধানও রয়েছে। তাই এসআইআর প্রক্রিয়া থেকে অসমকে বাদ রাখা হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'অসমের জন্য আলাদা করে নির্দেশিকা জারি করা হবে এবং পৃথক তারিখ ঘোষণা করা হবে।' অর্থাৎ অসমে এসআইআর যে হবে হবে সে কথা আগেই জানিয়েছিল কমিশন। তবে সেক্ষেত্রে বাধা ছিল এনআরসি। কমিশনার জানিয়েছিলেন, এনআরসির ৯৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকিটা শেষ হলেই এসআইআর ঘোষণা হবে। এই ঘোষণার অর্থ, তবে কী এনআরসির যাবতীয় কাজ শেষ হয়েছে? যদিও এনআরসির কাজ শেষ হয়েছে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়।

মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন-সহ দক্ষিণী তারকাদের বাড়িতে বোমা

চেন্নাই, ১৭ নভেম্বর: তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের বাড়িতে রাখা আছে বোমা। সম্প্রতি এমনই হুমকি ইমেলকে কেন্দ্র করে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়াল। স্ট্যালিনের পাশাপাশি দক্ষিণী তারকা অজিত কুমার, অরবিন্দ স্বামী এবং খুশবুর বাসভবনে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয়। ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে চারজনের বাসভবনেই তল্লাশি চালায় তামিলনাড়ু পুলিশ। রবিবার রাতে তামিলনাড়ুর ডিজিপির অফিসে ইমেল পাঠানো হয়। দাবি করা হয়, মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন-সহ তিন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বাড়িতে বোমা রাখা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ প্রশাসন। চারটি স্থানেই পাঠানো হয় বম্ব স্কোয়াড। কয়েক ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানো হলেও সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি। পুলিশের অনুমান, ভুয়ো ইমেল পাঠিয়েছিল কেউ বা কারা। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। কোথা থেকে এই ইমেল এসেছে তা অনুসন্ধানে পুলিশের তরফে বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। তবে তামিলনাড়ুতে এই ঘটনা প্রথমবার নয়, গত সপ্তাহে চেন্নাইয়ের ইঞ্জামবাক্কামে অভিনেতা অজিত কুমারের বাসভবনে বোমা রাখা রয়েছে বলে হুমকি ইমেল এসেছিল। সেবারও তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ। তবে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি। আর এক দক্ষিণী তারকা অরুণ বিজয়ও একইরকম হুমকি পেয়েছিলেন। গত অক্টোবর মাসে টি নগর স্টুডিওতেও বোমা রাখা রয়েছে বলে হুমকি ইমেল আসে। এবার খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে বোমাতঙ্কে নড়েচড়ে বসল তামিলনাড়ু পুলিশ।

৫০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর পথে হাঁটছে ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৭ নভেম্বর: রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করলে ভয়ানক শাস্তি পেতে হবে। এমনকি, মাথায় চাপতে পারে ৫০০ শতাংশ শুল্কের বোঝা। এ বার দেশগুলিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে এমনটাই জানিয়ে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প জানিয়েছেন, মস্কোর সঙ্গে এখনও বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া দেশগুলির উপর খুব শীঘ্রই ৫০০ শতাংশ শুল্ক চাপাতে পারে আমেরিকা। এ নিয়ে আলাদা করে আইন প্রণয়নের কথাও ভাবা হচ্ছে। ট্রাম্প বলেন, 'রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা একটি কঠোর আইন তৈরি করছেন। আমি শুনেছি তাঁরা এটা করতে চলেছেন এবং আমি এর সঙ্গে সহমত।'

ময়দান

আইসিইউ থেকে ছাড়া পেলেও পরের টেস্টেও নেই শুভমন গিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিয়মিত ঘাড়ের সমস্যায় ভুগে আবারও বড় বিপদে পড়েছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক শুভমন গিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইডেনে প্রথম টেস্ট চলাকালীন আচমকাই তীব্র ব্যথা বাড়তে থাকলে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। ম্যাচ চলা অবস্থায়ই তাঁকে অ্যাম্বুলেন্সে করে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। অসুস্থতার কারণে মাঝপথেই মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন গিল এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বের দায়িত্ব সামলান ঋষভ পন্থ। ভারতীয় শিবিরের মধ্যে তখনই চাপা উৎকণ্ঠা তৈরি হয় অধিনায়কের শারীরিক অবস্থা নিয়ে। হাসপাতালে তাঁকে আইসিইউ-তে রেখে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষে চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শুভমনের ইন্টার স্পাইনাস লিগামেন্ট ইনজুরি হয়েছে। ঘাড়ের ডিস্ক সংক্রান্ত সমস্যা থাকায় ব্যথা বারবার বাড়ছে এবং পেশিতে পর্যাপ্ত শক্তি ও নমনীয়তা থাকছে না। তাই সামান্য চাপ বা নড়াচড়াতেও তীব্র যন্ত্রণা দেখা দিচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই সমস্যা তাঁকে বিব্রত করে আসছে এবং এবার পরিস্থিতি এতটাই

জটিল হয়ে ওঠে যে খেলা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ভারতীয় দলের কাছে স্বস্তির বিষয় হচ্ছে;রবিবার সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে শুভমনকে। তাঁকে গলায় নেক কলার পরে থাকতে বলা হয়েছে এবং আপাতত বিশ্রামই তাঁর চিকিৎসার প্রধান নির্দেশ। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে নেক কলার পরে গাড়িতে চাপিয়েই টিম হোটেলের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। চিকিৎসকদের নির্দেশ অনুযায়ী এখন তাঁকে নিয়মিত থেরাপি ও পর্যবেক্ষণে রাখা হবে, যাতে ঘাড়ের গতিশীলতা ধীরে ধীরে ফিরে আসে। রবিবার চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলতেই হাসপাতালে যান প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক এবং সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি গিলের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন এবং কিছু সময় কথা বলেন ভারত অধিনায়কের সঙ্গে। শোনা গেছে, দুজনের আলোচনায় চলতি টেস্ট সিরিজের প্রসঙ্গও ওঠে। তবে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে সৌরভের জানা মত, পরবর্তী ম্যাচে মাঠে নামার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কারণ মাত্র ৪ দিন পরে, ২২ নভেম্বর গুয়াহাটিতে শুরু হবে দ্বিতীয় টেস্ট। ডাক্তারদের মতে শুভমনের ঘাড়ের ইনজুরি সম্পূর্ণ সেরে ওঠার জন্য আরও সময় লাগবে। ফলে গুয়াহাটিতেও দল তাকে পাচ্ছে না । ভারতীয় দল অবশ্য অধিনায়ককে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে তবেই মাঠে ফেরানোর পক্ষেই। দেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা এখন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন শুভমনের দ্রুত আরোগ্য ও নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য।

অসমের বিরুদ্ধে ৩ পয়েন্ট কার্যত নিশ্চিত বাংলার, লক্ষ্য ৭ পয়েন্ট!

নিজস্ব প্রতিবেদন: অসমের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের শেষে দারুণ সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে গেল বাংলা। কল্যাণীর মাঠে প্রথম ইনিংসে অসমের ব্যাটাররা বিশেষ প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। প্রথম দিনের শেষে স্কোরবোর্ডে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৯৪ রানে আটকে ছিল অসম। দ্বিতীয় দিনের সকালে আর মাত্র ৬ রান যোগ করেই অলআউট হয়ে যায় তারা। অধিনায়ক সুমিত ঘড়িগাঁওকরকে ৫৩ রানে ফিরিয়ে অসমের ইনিংসের শেষ উইকেট দখল করেন মহম্মদ শামি। এর আগেই রানআউট হয়ে ফেরেন মুক্তার হাসান (৯)। ফলে অসমের প্রথম ইনিংস থামে ২০০ রানে। বাংলার বোলারদের মধ্যে শামি ৬৪ রানে ৩ উইকেট দখল করেন। সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালও ২৪ রানে ৩ উইকেট নিয়ে চমক দেখান। ৩০ রানে ২ উইকেট পান মহম্মদ কাইফ। একটি উইকেট নেন ঈশান পোড়েল (৩৯ রানে)। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বাংলা শুরুতেই ধাক্কা খায়। ওপেনার সুদীপ কুমার ঘরামি মাত্র ২ রান করে আউট হয়ে ফেরেন। তবে এরপর পরিস্থিতি সামাল দেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ও শাকির হাবিব গান্ধী। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ১২৭ রানের গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ গড়ে দলের ইনিংসের ভিত গড়ে তোলেন দু'জন। ঈশ্বরণ খেলেন ৬৬ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস, যার মধ্যে ছিল ৮টি চার। অপর দিকে হাবিবের ব্যাট থেকেও আসে ৫৮ রান, তিনিও বলের গতি এবং অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে খেলার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। চার নম্বরে নেমে অনুষ্টুপ মজুমদারও স্থির ছিলেন। তবে অর্ধশতরান পাওয়া হল না; ৪৩ রানে শেষ হয় তাঁর ইনিংস। কিন্তু বাংলা আবার বিপদে না পড়ে সেটাই দলের জন্য সবচেয়ে বড় অবদান। দিনের শেষে বাংলা আরও এগিয়ে যায় শাহবাজ আহমেদের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে। আক্রমণ ও প্রতিরোধ; দুই-ই মিলিয়ে খেলেন তিনি। ৬টি চার ও ২টি ছক্কায় অপরাজিত থেকে ৬১ রানে দিন শেষ করেন। তাঁর সঙ্গে ক্রিজে রয়েছেন সুমন্ত গুপ্ত, যিনি ২৫ রানে লড়াই করে যাচ্ছেন। দিনের শেষে বাংলার স্কোর ৪ উইকেটে ২৬৭। অর্থাৎ অসমের প্রথম ইনিংসের চেয়ে ইতিমধ্যেই ৬৭ রানে এগিয়ে বাংলা। এখান থেকে বড় অঘটন না ঘটলে ৩ পয়েন্ট পাওয়া প্রায় নিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে শুধু প্রথম ইনিংস লিডেই সন্তুষ্ট থাকতে চাইছে না লক্ষ্মীরতন শুক্লর দল। বড় রান তুলে ম্যাচে এমন জায়গায় পৌঁছনোই হবে তৃতীয় দিনের প্রধান লক্ষ্য, যাতে অসমকে চাপে ফেলে সরাসরি জয়ের পাশাপাশি বোনাস পয়েন্ট পাওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হয়। বোলার আকাশ সেনগুপ্তের বোলিং ছিল অসমের মধ্যে সবচেয়ে সফল; ৫০ রানে ২ উইকেট নেন তিনি। মঙ্গলবার ম্যাচের তৃতীয় দিন দ্রুত রান তুলে লিড বাড়ানোই চাইবে বাংলা, তারপর অসমকে দ্বিতীয় ইনিংসে চাপে ফেলতে মরিয়া থাকবে ঈশ্বরণদের দল। এই ছন্দ বজায় রাখতে পারলে সরাসরি জয় হাতের নাগালে আসতে পারে।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

SHORT QUOTATION NOTICE
NABADWIP MUNICIPALITY
e-Quotation are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
Quotation No: NM/PHC/NIQ-04e/2025-26 (2nd call)
ID: 2025_MAD_950375_1
Last Date of receiving application **12.12.2025 at 05.00 PM. N.B.:** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- **Chairman**
Nabadwip Municipality

Latiaboni Gram Panchayat
P.O.- Durlovpur * Dist.- Bankura
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited for execution of 12 Nos. development work vide **e-NIT No. 08 (Sl. No. 01 to 12) (Fund- APAS) 2025-2026, Date- 14.11.2025.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Latiaboni Gram Panchayat

Office of the Block Development Office
Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) 23/EN/SB/2025-2026, (APAS-2025-26) No:- (Sl No 01 to 48) Dated:-17/11/2025. The last date of online submission of tender is 11/12/2025 upto 14:00 hours.
For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-Block Development Officer
Sagardighi, Murshidabad

BANDIPUR GRAM PANCHAYAT
(Under Barrackpore-II Block)
E-TENDER NOTICE
The Prodhan, Bandipur Gram Panchayat invites e-Tender through e-procurement system from the bonafied and resourceful contractors & outsiders for **NIT No.: 025/BEUP/2025-2026, Dated: 18.11.2025 (sl no 1)**
For details may be seen in website: **https://wbtenders.gov.in** and contact at the office of the undersigned, Email id: **bandipur.gp@gmail.com.**
Sd/- **Prodhan**
Bandipur Gram Panchayat
Barrackpore-II
North 24 Parganas

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং ঃ ১৪৩_২০২৫-২৬, তারিখ ১৪.১১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে **সিনি. ডিইএন/৩/হাওড়া**-র অধীনে। **কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/৩/হাওড়ার অধিক্ষেত্রে হাওড়া ডিভিসনে সিটিআরএস - ৬.২৪৬ টিকেএম। স্থান - দাঁইহাট ডাউন লুপ ০.০৪৯ - ০.৮৩৮ = ০.৭৮৯ কিমি; কাটোয়া পিএফ লাইন ১ ০ - ০.৪৫৫ = ০.৪৫৫ কিমি - পিএফ লাইন ২ ০.১৫৫ - ১.৩০০ = ১.১৪৫ কিমি - পিএফ লাইন ৫ ০ - ০.১৬৬ = ০.১৬৬ কিমি - ০.৪১৭ - ০.৪৯৯ = ০.০৮২ কিমি - কাটোয়া - আজিমগঞ্জ ঃ গঙ্গাটিকুরি আপ লুপ লাইন ০ - ১.৩৫৭ = ১.৩৫৭ কিমি - সালার আপ লুপ লাইন ০ - ১.৪৪৮ = ১.৪৪৮ কিমি -টিওয়াইএই ডাউন লুপ লাইন ০ - ০.৮০৪ = ০.৮০৪ কিমি। টিএফআর - ১২.৭৯৪ টিকেএম স্থান ব্যান্ডেল- কাটোয়া - আপ ১০৪.৩৫৫ - ১০৪.৫০০ = ০.১৪৫ কিমি। ব্যান্ডেল - কাটোয়া ঃ আপ ৮৯.৪৫৫ - ৯৫.৩৬৬ = ৫.৯১১ কিমি। কাটোয়া - আজিমগঞ্জ ডাউন ১১৪.৬৬০ - ১২১.৩৯৮ = ৬.৭৩৮ কিমি এবং টিআরআর (পি) - ৮.৪৪ কিমি স্থান আজিমগঞ্জ - নলহাটী ডাউন ৩৯.৫০০ - ৪১.০০০ = ১.৫০০ কিমি। আজিমগঞ্জ - নলহাটী ডাউন ৪১.০০০ - ৪২.৫০০ = ১.৫০০ কিমি, আজিমগঞ্জ - নলহাটী ঃ ডাউন @ ৪৫ এবং ৪৬ @ ০০০ - ৩৯.৫০০ = ১.৫০০ কিমি। আজিমগঞ্জ - নলহাটী ঃ ডাউন - ৩৩.১০০ - ৩৪.৫০০ = ১.৪০০ কিমি, আজিমগঞ্জ- নলহাটী ঃ ডাউন - ৪২.৫০০ - ৪৩.৭৪০ = ১.২৪০ কিমি। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৮৫,২২,৪৮৬.৭৬ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৪২,৬০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৮.১২.২০২৫ দুপুর ২ টো। www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ প্রদান** - ই- টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।
HWH-403/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

SAINTHIA PANCHAYAT SAMITY
Executive Officer, Sainthia Panchayet Samiti & BDO, Sainthia Dev. Block invites e-NIT No 061 to 070/WB-BIR-SNT/2025-2026 for 10 Nos. Of eNIT Vide memo no. 2010 to 2021 Dt. 31.10.2025 for 95 nos of different types of work under APAS Fund whose last date of apply 27/11/2025. Details may be obtained from WB Tenders website/office notice board.
Sd/-Executive Officer
Sainthia Panchayet Samiti,
Ahmadpur, Birbhum

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৪.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৩৯-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** ডিইএন/III/শিয়ালদহ-র অধিক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ রানাঘাট-এর অধীনে বিভিন্ন স্থানে স্বস্থানস্থিত ত্রুটিযুক্ত ৬০ কেজি গ্লুড জয়েন্টসমূহের প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৫,৬৯,৪৭০.৬৮ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৯১,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৮.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। SDAH-260/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY
RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo. No. 1951/RM, Date - 17.11.2025
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-16e/2025-26/SL1 to SL31
Tender ID : 2025_MAD_950695_1 to 31
Name of the work: Different type of Electrical Work in different wards Ranaghat Municipality (31 nos) under APAS Scheme List (Phase-II, Lot-I)
Last Date Submission of Bid:11.12.2025.
Memo. No. 1952/RM, Date - 17.11.2025
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIQ-17e/2025-26/SL1
Tender ID : 2025_MAD_951591_1
Name of the work: Procurement of 1(one) no Air Conditioned Ambulance (Note: Rate should be inclusive of all taxes as applicable including transportation cost) Ranaghat Municipality under APAS Scheme List (Phase-II, Lot-I)
Last Date Submission of Bid:12.12.2025
Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website https://www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

Notice Inviting e-Tender
NIT NO-JOY2/13 of 2025-26 Dt.-06.11.2025 & JOY2/14 of 2025-26 Dt.-10.11.2025. It is here invited by the BDO/EO, Joynagar-II for e-tender of 23 nos. of Work vide **Tender Id: 2025_ZPHD_933884_1 to 2025_ZPHD_933884_20 & 2025_ZPHD_946834_1 to 2025_ZPHD_946834_3** and last date of bid submission is **29.11.2025 & 05.12.2025.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
BDO/EO
Joynagar-II Dev. Block/PS
Nimpith, South 24 Parganas

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia
The Executive Officer, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KR-ISHNANAGAR/NIT-28/RSP/2025-26** for Renovation of Bituminous Road at Church Roadin Ward No-23 under RSP within Krishnanagar Municipality. The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. **Tender Id: 2025_MAD_950642_1.**
Sd/- **Executive Officer**
Krishnanagar Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Repairing of Drain at Bidhannagar Housing S Block Ward- 26, Borough 3, AC- 276, Booth No.- 171.
e-Tender No. : WBDMC/W/305(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_951327_1 • Estimated Amount : 9,95,421.00/-
Last Date : 11th December 2025, up to 04:55 pm
2) Name of the Work: Repairing of PCC Road at Datababa lottery Arvil Park Ward- 26, under DMC Borough 3, AC- 276, Booth No.- 168.
e-Tender No. : WBDMC/W/334(APAS) of 25-26
Tender ID : 2025_MAD_951734_1 • Estimated Amount : 9,93,910.00/-
Last Date : 12th December 2025, up to 04:55 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
CORRIGENDUM
Extension of Date
NIeT No.: WBMAD/BASIR/ROAD-02 OF 2025-26
Tender Id: 2025_MAD_921597_25
e-Tender Closing Date: **02.12.2025 at 9.00 am.** Bid opening Date: **04.12.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in & www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
CORRIGENDUM
Extension of Date
NIeT No.: WBMAD/BASIR/DRAINAGE-02 OF 2025-26
Tender Id: 2025_MAD_920392_49
Tender Id: 2025_MAD_920392_59
e-Tender Closing Date: **02.12.2025 at 9.00 am.** Bid opening Date: **04.12.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in & www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/APAS-04 OF 2025-26
Online Tender has been invited from bonafide agencies for 160 nos. various work under Basirhat Municipality Amader Para Amader Samadhan Project. e-Tender Start Date: **14.11.2025 at 9.00 am.** Closing Date: **15.12.2025 at 9:00 a.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in & www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 314, 317(2nd Call)/2025-2026 alongwith
NIeT- 382 to 384/ 2025-2026, Dated- 17-11-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer/ General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil and Electrical works at Purba Burdwan, Malda, Murshidabad, Purba Medinipur and Purulia District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **18-11-2025 after 10.00 am.** Bid submission end date- **12-12-2025 upto 3.00 pm.**
Date: 17.11.2025 **Sd/- Executive Engineer/ General Manager**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/1907/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing & Upgradation of Concrete Road at Malikapur N.V Lane from H/O Sushil Karmokar to H/O Shyamapada Das at Ward No- 16 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 83, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,43,615.00
WBMAD/ULB/RSM/1908/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing & Upgradation of Culvert near Charak Math in Ward No-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No-83 (Proposal Serial No-2) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,06,645.00
WBMAD/ULB/RSM/1909/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing and Upgradation of Concrete Road at Malikapur N.V Lane from Sonarpur Shiksha Sadan to H/O Swapan Ghosh at Ward No- 16 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 83, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,74,194.00
WBMAD/ULB/RSM/1910/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing and Upgradation of Concrete Road at Malikapur F.P School to H/O Asit at Ward No- 16 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 83, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,56,101.00
WBMAD/ULB/RSM/1911/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing and Upgradation of Concrete Road at Malikapur N.V Lane to H/O Manisha Sarkar at Ward No- 16 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 83, Proposal SL No- 5, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,46,660.00
WBMAD/ULB/RSM/1912/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing and Upgradation of Concrete Road at Malikapur N.V Lane 1000' tube well to H/O Samar Bhattacharya at Ward No- 16 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 83, Proposal SL No- 8, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,53,485.00
WBMAD/ULB/RSM/1913/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing and upgradation of damaged drain from bu aidar house to ashirbad flat at mitra para 2nd lane In Ward No- 18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 157, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin	Rs. 2,93,248.00
WBMAD/ULB/RSM/1914/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing and Upgradation of concrete road from sanyal para link to arunima bhagat house, in Ward No-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 157, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,40,541.00
WBMAD/ULB/RSM/1915/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing and Upgradation of road from tulshi charan ghosh street link to basudeb paul house house and bidhan debnath house to tulshi charan road link, in Ward No-18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 157, Proposal SL No- 5, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,63,043.00
WBMAD/ULB/RSM/1916/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing & Upgradation of road from Bishu Patra house to Tulshi Charan Ghosh street Link In Ward No- 18 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 157, Proposal SL No- 6, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,01,930.00
WBMAD/ULB/RSM/1917/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing and Upgradation of road from Tapan Ghosh house to Tulshi Charan Ghosh street Link In Ward No- 18 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 157, Proposal SL No- 7, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,08,000.00
WBMAD/ULB/RSM/1918/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing and Upgradation of Concrete Road and 2 Nos of Culvert from H/O Kanu Majumder towards H/O amar Das & Arindam towards H/O ashoke Majumder In Ward No- 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 175, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 3,68,552.00
WBMAD/ULB/RSM/1919/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing & Renovation of boundary wall & Grill at G.S.F.P School play ground at A Block in Ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 175, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,79,468.00
WBMAD/ULB/RSM/1920/25-26 Dated 14.11.2025	Repairing and Renovation of boundary wall at Desopriya Park at A Block in Ward no-24, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 175, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,93,719.00

Bid Submission end date: **11.12.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

৭-৫-৩-১: এসআইপি-তে কোটি টাকার তহবিল গড়তে জানুন এই ম্যাজিক ফর্মুলা

বর্তমানে, মিউচুয়াল ফান্ড এসআইপি বিনিয়োগকারীদের জন্য সবচেয়ে সুশৃঙ্খল এবং সহজ বিকল্প হয়ে উঠেছে। শারীরিক সুস্থতার জন্য যেমন ব্যায়াম অপরিহার্য, তেমনি আর্থিক সুস্থতার জন্য নিয়মিত বিনিয়োগের অভ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসআইপি-গুলি একটি আর্থিক অনুশীলনের মতো কাজ করে, যেখানে ছোট মাসিক বিনিয়োগ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর তহবিল অর্জন করে। কিন্তু শুধুমাত্র বিনিয়োগেই যথেষ্ট নয়, একটি স্মার্ট কৌশল অনুসরণ করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারণাটিকে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করার জন্য, এসআইপি-এর ৭-৫-৩-১ নিয়ম তৈরি করা হয়েছিল, যা বিনিয়োগকারীদের দিকনির্দেশনা এবং শৃঙ্খলা উভয়ই প্রদান করে।

এসআইপি-গুলিতে ছোট বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য সুবিধা

এসআইপি গুলি জাদু নয়, বরং এমন একটি প্রক্রিয়া যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, চক্রবৃদ্ধির শক্তির মাধ্যমে ছোট পরিমাণকে বড় পরিমাণে রূপান্তরিত করে। এটিকে একটি দীর্ঘমেয়াদী ম্যারাথন হিসাবে ভাবুন, যেখানে নিয়মিতভাবে বিনিয়োগই সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। বাজার ওঠানামা করে, কিন্তু এসআইপি-র গুণ হল যে, এগুলি আপনার বিনিয়োগকে স্থিতিশীলতা প্রদান করে, আপনাকে আবেগগত সিদ্ধান্ত থেকে দূরে রাখে।

৭-৫-৩-১ নিয়ম কী?

বেশিরভাগ মানুষই এসআইপি শুরু করেন, কিন্তু পথে মন্দা বা হতাশার সম্মুখীন হলে থেমে যান। ৭-৫-৩-১ নিয়ম হল বিনিয়োগকে সহজ করার এবং বোঝার একটি পদ্ধতি, যার মধ্যে শৃঙ্খলা এবং কৌশল উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

৭ বছর পর্যন্ত বিনিয়োগের উপর রিটার্ন

সপ্তম বছরের পরে এসআইপি-র আসল প্রভাব নজরে পড়ে। প্রাথমিক বছরগুলিতে রিটার্ন কম থাকে, তবে চক্রবৃদ্ধি ধীরে ধীরে ত্বরান্বিত হয়। বাজারের পতন হয়, তারপর পুনরুদ্ধার হয় এবং দীর্ঘমেয়াদে, কেবলমাত্র সেই বিনিয়োগকারীরা জয়ী হয় যারা কোনও বাধা ছাড়াই বিনিয়োগ চালিয়ে যান। কোভিডের মতো বড় মন্দার পরে যারা এসআইপি চালিয়ে যান তারা দুর্দান্ত রিটার্ন দেখেছেন।

পাঁচটি বিবেচনার ভিত্তিতে আপনার এসআইপি তহবিল নির্বাচন করুন

গবেষণা ছাড়াই মিউচুয়াল ফান্ড নির্বাচন করা একটি বড় ভুল হতে পারে। তহবিল নির্বাচন করার সময়, অতীতের কর্মক্ষমতা, ব্যয় অনুপাত, হোল্ডিংয়ের মান, তহবিল ব্যবস্থাপকের অভিজ্ঞতা এবং আপনার ঝুঁকির ক্ষুধা বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। এই পাঁচটি বিষয় এসআইপি-কে নির্দেশ করে এবং ঝুঁকির ভারসাম্য বজায় রাখে।

এসআইপি এই ধাপগুলো অতিক্রম করে

প্রত্যেক এসআইপি বিনিয়োগকারী তিনটি ধাপ অতিক্রম করে। প্রথমত, যখন পোর্টফোলিও লাল রঙের লক্ষণ দেখায় এবং হতাশা শুরু হয়। দ্বিতীয়ত, যখন রিটার্ন ধীর হয় এবং বিনিয়োগকারীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, এবং সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং, যখন উল্লেখযোগ্য পতন ঘটে, তখন অনেকেই এসআইপি বন্ধ করে দেন। বাস্তবে, কেবলমাত্র সেই বিনিয়োগকারীরা যারা এই কঠিন পর্যায়ে টিকে থাকে তারা কোটি কোটি টাকার তহবিল তৈরি করতে পারে।

স্টেপ-আপ এসআইপি কী তা জানুন

আপনি যদি প্রতি বছর আপনার এসআইপি পরিমাণ ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করেন, তবে এটি দীর্ঘমেয়াদে আপনার তহবিলকে দ্রুত বৃদ্ধি করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৫০০০ এর এসআইপি-তে ১২ শতাংশ রিটার্ন ২৫ বছরে প্রায় ৩ কোটি টাকা আয় করবে, কিন্তু স্টেপ-আপ এসআইপি-এর মাধ্যমে, একই তহবিল ৮ থেকে ১০ কোটি টাকায় পৌঁছাতে পারে। নিয়মটি সহজ প্রতি বছর একটু বৃদ্ধি করুন এবং দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ চালিয়ে যান।

এসআইপি কেন নির্ভরযোগ্য

এসআইপি-তে বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এটি পতনশীল বাজারেও লাভ প্রদান করে। গড়ে আপনাকে সঠিক মূল্যে ইউনিট দেয়, চক্রবৃদ্ধি আপনার মূলধন বৃদ্ধি করে এবং শৃঙ্খলা আপনাকে ট্র্যাকে রাখে। আপনি অল্প পরিমাণ টাকা দিয়ে শুরু করতে পারেন এবং প্রয়োজনে সহজেই নজরদারি করা যায়।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

যেকোনও এসআইপি তহবিল বেছে নেওয়ার আগে গবেষণা অপরিহার্য। সরাসরি পরিকল্পনার ব্যয় অনুপাত কম থাকে, তাই এগুলি উচ্চতর রিটার্নের সম্ভাবনা প্রদান করে। অবসর, শিশুদের শিক্ষা, অথবা বাড়ি কেনার মতো দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের জন্য এসআইপি একটি চমৎকার বিকল্প, তবে এগুলি ২-৩ বছরের স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্যের জন্য উপযুক্ত নয়।

সঠিক চিন্তাভাবনাই আসলে জীবন গঠনের মূল চাবিকাঠি

ডাঃ শামসুল হক

জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়ে ওঠার জন্য একজন ছাত্রের অতি অবশ্যই প্রয়োজন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিখুঁত বোধশক্তিও। আর সেটা হল এমন ই অদৃশ্য এক অনুভূতি যাকে স্পর্শ করা সম্ভব না হলেও তার বলে বলীয়ান হয়ে একটা শিশু তার শৈশবকাল থেকে যৌবন এবং তারপর তার নিজস্ব জীবনের প্রতিটি সিঁড়ি অতিক্রম করতে পারবে একেবারে নিজের বলে বলীয়ান হয়েই। তবে হ্যাঁ, তার লক্ষ্যের গতিপথটা হতে হবে অতি অবশ্যই স্বচ্ছ এবং তার সীমানাও নির্দিষ্ট থাকতে হবে একটা সীমাবদ্ধ কেন্দ্রবিন্দুর ই মাঝে । সেই সময় অভিভাবকদের থাকতে হবে সদা সতর্ক। কারণ তাঁদের সঠিক নির্দেশ নামা ছাড়া কারও পক্ষে কখন ও তার ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

অত এব আপনার সন্তান কে একজন কৃতী ছাত্র হিসেবে দেখতে চাইলে অতি অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে তার শৈশব জীবনের নিজস্ব আগ্ হ এবং চাওয়া পাওয়ার প্রতিও । কারণ তার অতি মূল্যবান সেই সময়টাই তো তার নিজস্ব জীবনের ভীত গঠনের উপযুক্ত সময় এবং তখন থেকেই শুরু তার স্বপ্ন দেখাও। আর সেই স্বপ্ন রাজ্যে বাস করতে করতেই সে চিনে নিতে শিখবে নতুন জগতকে এবং ঠিক করে নেবে নিজের লক্ষ্য ও। কিন্তু সেটা সঠিক না বেঠিক সেটার নির্ণায়ক কিন্তু হতে হবে আপনাকেই।

সব অভিভাবকদের ই মনে রাখতে হবে যে, লক্ষ্য বিনা একজন শিশুর পক্ষে কখন ই তার নিজস্ব জীবনের সাফল্যের শীর্ষাদেশে আরোহণ করা সম্ভব নয়। তাই তীক্ষ্ম নজর রাখতে হবে কোন বিষয়ের উপর তার পড়াশোনার আগ্ হ বেশি এবং লক্ষ্য রাখতে হবে অন্য আর কোন কোন কাজকর্মের প্রতি আগ্ হ অপেক্ষাকৃত বেশি । তাহলে কিছুটা হলেও মিলবে পারে তার নিজস্ব লক্ষ্যের আভাস ও ।

এই লক্ষ্য হল এমন ই এক অবলম্বন যার উপর আস্থা রাখলে একজন উৎসাহী মানুষকে যেমন সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। ঠিক তেমনই আবার অনাগ্ হীরাও পেয়ে যেতে পারে উপযুক্ত জবাব ও । তাই প্রত্যেকের ই মনে রাখা প্রয়োজন যে, লক্ষ্য কখনও একটা অলীক স্বপ্ন হতে পারে না। সেটা এমন ই মূল্যবান একটা উপলব্ধি যে সেটা বদলে দিতে পারে একজন মানুষের জীবনের গতিপথটাও ।

শিক্ষা জীবনের একেবারে প্রাথমিক পর্বেই নিতে হবে সেই সিদ্ধান্ত। আর সেই সময় ই আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে আপনার সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় নির্বাচন ও। অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন অত ছোট বয়সে এতকিছু ভাবার সত্যিই কি প্রয়োজন আছে ? বিশেষজ্ঞদের স্পষ্ট জবাব , হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছে । কারণ আপনার ইচ্ছের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করার জন্য সেই ভাবনা আপনাকে ভাবতে হবে একেবারে তার শৈশব কালেই ।

প্রত্যেক বাবা মা নিশ্চয়ই চান যে, তাঁদের সন্তান যেন তাদের জীবনযুদ্ধে অতি অবশ্যই সফল হয়। কিন্তু সেজন্য তার শিক্ষার মূল বিষয়টুকুও ঠিক করে নিতে হবে তার বালক বেলাতেই। একটা শিশু একটু একটু করে বেড়ে ওঠে , শুরু করে স্কুলে যাতায়াত ও । আর তার ই মাঝে একটু একটু করে রপ্ত করে ফেলে তার পছন্দের বিষয় এবং অন্যান্য আরও অনেক কিছুই । একটু চেষ্টা করলে বাড়ির লোকজন সেটা বুঝে নিতেও পারেন। সুতরাং সেইসময় ই প্রত্যেক বাবা মায়ের উচিত মনযোগ সহকারে তাদের সব কথা শোনা এবং তার উপর ভিত্তি করেই সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া । তাতে আগামী দিনে তার চলার পথটা নিশ্চয়ই অনেক সুগম হবে এবং মনযোগ দিতে পারবে তার নিজের বিষয়ের উপর ও । তারপর প্রকৃত শিক্ষায় বিকশিত হবে তার মন । বাড়বে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতাও। ফলে তার মনের ভিতরের চিন্তা শক্তি বাড়বে। নিজস্ব চিন্তাশক্তির বলে বলীয়ান হয়েই নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাবে তার শিক্ষা দীক্ষার গতিপ্রকৃতিও। বলাই বাহুল্য, সেই পথ অনুসরণ করে চললে সে একজন কৃতী ছাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেই হবে।

গেমের নেশা থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজ উপায়: সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্যমূলক পর্যালোচনা

জয়দেব বেরা

গেম বলতে এখানে আধুনিক মোবাইল ফোনের গেমের কথা বলা হচ্ছে।যেমন- পাপজী, ফ্রিফায়ার সহ অন্যান্য অনলাইন গেম ইত্যাদি।এই গেমের নেশায় আজকের যুব সমাজ খুব ভয়াবহ ভাবে আসক্ত।দীর্ঘক্ষণ গেম খেলার ফলে শরীরের ঘুমের সমস্যা,চোখের সমস্যা, স্বাস্থ্যগত সমস্যা, মনোযোগ এর সমস্যা ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। এরফলে তার নানান ধরণের সামাজিক,মানসিক এবং শারীরিক সমস্যারও সৃষ্টি হচ্ছে।এই গেমকে কেন্দ্র করে পড়াশোনার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে,ক্যারিয়ার এর ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে সর্বপরি মানসিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে।তাই বাড়ির বাচ্চাদের এই গেম এর আসক্তি থেকে মুক্ত করতে অভিভাবকদের যা যা করণীয় সেগুলি হল-

১) প্রথম থেকে একেবারেই গেম খেলা বন্ধ করবেন না।তাতে সমস্যা হবে।ধীরে ধীরে এই নেশাটি দূর করতে হবে।নানান কৌশলে ধীরে ধীরে সময়ের ব্যবধানে এই নেশাটি কমাতে হবে।যতটা সম্ভব মোবাইল ফোন কম ব্যাবহার করতে দেবেন। প্রোপার গাইডেন্স প্রদান করুন।

২) মোবাইল থেকে বাচ্চাকে দূরে রাখতে যতটা সম্ভব বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখুন।ছেলে-মেয়েদেরকে সর্বদা পর্যবেক্ষণে রাখুন।

৩) ছেলে-মেয়েদেরকে বিভিন্ন শিক্ষা-সাংস্কৃতিক মূলক কাজে যতটা সম্ভব ব্যস্ত রাখবেন।এটা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।যেমন-নাচ,গান,কবিতা লেখা ও বলা,ছবি আঁকা ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত রাখা।

৪) ধর্মীয় স্থানে (মন্দির,মসজিদ ইত্যাদি) বেশি বেশি করে যাবেন।ভক্তি,শ্রদ্ধা, প্রার্থনা প্রভৃতির অভ্যাস করাবেন।যা ওর আদর্শ গঠনে সহায়তা করবে।

৫) সকালে ঘুম থেকে উঠার অভ্যাস করাবেন।শরীরচর্চা অর্থাৎ যোগা থেকে শুরু করে মেডিটেশন এবং ব্রিদিং এক্সারসাইজ এর অভ্যাস করান। পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবার খাওয়ান।

৬) ছেলে-মেয়েদের সামনে সবসময় পজিটিভ কথা বার্তা বলুন।তাদেরকে সবকিছু বুঝিয়ে বলবেন।তাকে বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহ দিন।ক্যারিয়ার নিয়ে পরামর্শ দিন।ইতিবাচক অভিজ্ঞতা বা গল্প শোনান।মনীষীদের জীবনী পড়ান।

৭) বাড়ির বাইরে মাঠে খেলতে পাঠান। যেমন-ক্রিকেট,ফুটবল, ভলিবল ইত্যাদি।যতটা সম্ভব প্রকৃতির সাথে মিশতে বলবেন।

সর্বপরি,সমস্ত অভিভাবকদের একজন কাউন্সেলর এর মত বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে উপরের কৌশলগুলো বা উপায়গুলোকে প্রয়োগ করতে হবে।আশাকরি কিছুটা হলেও সুফল পাবেন।খুব বেশি সমস্যা হলে একজন ভালো মনো-কাউন্সেলর বা মনোবিদ কাছে যেতে পারেন।

লেখক: অতিথি অধ্যাপক, বই লেখক এবং সমাজ-মনোবিশ্লেষক

সন্তানের ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বল, মাসিক ২৫০ টাকা বিনিয়োগে রিটার্ন ১৭ লাখের বেশি

সিস্টেম্যাটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান (এসআইপি) একটি জনপ্রিয় বিনিয়োগ বিকল্প। প্রতিদিন এসআইপি-র মাধ্যমে আরও বেশি লোক মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করছে। এসআইপি এখন বিনিয়োগের সবচেয়ে সাধারণ উপায়গুলির মধ্যে একটি, কারণ এটি ছোট মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ থেকে একটি বড় তহবিল তৈরি করতে সহায়তা করে। এসআইপি সাধারণত সর্বনিম্ন ৫০০ থেকে শুরু হয় এবং সর্বোচ্চ কোনও সীমা নেই। আপনি আপনার সন্তানের নামে একটি এসআইপি শুরু করতে পারেন, যা তাদের তাড়াতাড়ি সম্পদ তৈরি করতে সহায়তা করে। এসবিআই-এর জননিবেশ এসআইপি স্কিম সন্তানদের জন্য বিনিয়োগের একটি ভাল বিকল্প। এসবিআই-এর জননিবেশ এসআইপি স্কিম একটি সহজ এবং অনন্য পরিকল্পনা। যে কেউ তাদের সন্তানের জন্য প্রতি মাসে মাত্র ২৫০ দিয়ে বিনিয়োগ শুরু করতে পারে। এসবিআই-এর জননিবেশ এসআইপি স্কিমে আপনি যে পরিমাণ বিনিয়োগ করেন তা এসবিআই ব্যালেন্সড অ্যাডভান্টেজ ফান্ডে যায়, যা একটি হাইব্রিড মিউচুয়াল ফান্ড। প্রতি মাসে বিনিয়োগ করে, আপনি ১৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত তহবিল তৈরি করতে পারেন।

এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ড এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) একসঙ্গে এসবিআই-এর জননিবেশ এসআইপি স্কিম চালু করেছে। এর লক্ষ্য হল গ্রামীণ, আধা-নগর এবং শহরাঞ্চলের প্রথমবারের বিনিয়োগকারী এবং ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের একটি সহজ এসআইপি বিকল্পের মাধ্যমে মিউচুয়াল ফান্ডে সহজেই বিনিয়োগ করতে সহায়তা করা।

বিনিয়োগের বিকল্প

এই এসআইপি দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক বিনিয়োগের বিকল্প প্রদান করে। বিনিয়োগকারীরা এসবিআই ব্যালেন্সড অ্যাডভান্টেজ ফান্ড দিয়ে শুরু করতে পারেন। এই তহবিল, ইক্যুইটি এবং ঋণ উভয় ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করে। বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে আরও বেশি অর্থ কোথায় বিনিয়োগ করবেন তা তহবিল ব্যবস্থাপক সিদ্ধান্ত নেন যাতে আরও ভাল রিটার্ন পাওয়া যায়।

২৫০ টাকা কীভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে?

- যদি কেউ প্রতি মাসে ২৫০ টাকা বিনিয়োগ করে, তাহলে তারা ১৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত তহবিল তৈরি করতে পারে। এই এসআইপি প্রায় ১২-১৬ শতাংশ রিটার্ন দিতে পারে।
- যদি কোনও ব্যক্তি ২৫০ টাকা ৩০ বছরের জন্য জমা করে, তাহলে মোট পরিমাণ ১৫ শতাংশ রিটার্নে ১৭.৩০ লক্ষ টাকা হয়ে যাবে। এখানে, তারা মাত্র ৯০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করবেন এবং বাকি অর্থ রিটার্ন হিসেবে অর্জিত হবে।
- যদি বিনিয়োগ ৪০ বছর ধরে চলতে থাকে, তাহলে তহবিলটি ৭৮ লক্ষ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।